বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর
বার্ষিক অডিট রিপোর্ট
২০১৩-২০১৪

প্রথম খণ্ড

অর্থ মন্ত্রণালয়
অর্থ বছর ঃ ২০১২-২০১৩

বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত।

সূচিপত্র :

ক্রমিক	বিবরণ	পৃষ্ঠা নম্বর
১	বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর প্রত্যয়ন	ক
২	মহাপরিচালক এর বক্তব্য	খ
৩	Abbreviation & Glossary	গ
৪	প্রথম অধ্যায়	১
	অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ	৩
	অডিট বিষয়ক তথ্য	৪
	ম্যানেজমেন্ট ইস্যু	৪
	অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণ	৪
	অডিটের সুপারিশ	৪
৫	দ্বিতীয় অধ্যায় (অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)	৫-৪০
৬	তৃতীয় অধ্যায় (চূড়ান্ত হিসাবের উপর নিরীক্ষা মন্তব্য)	-
৭	মহাপরিচালকের স্বাক্ষর	৪০
৮	অনুচ্ছেদভিত্তিক পরিশিষ্ট	দ্বিতীয় খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১২৮, কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন্স) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এবং বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন্স) এ্যামেন্ডমেন্ট এ্যাক্ট, ১৯৭৫ অনুযায়ী মহাপরিচালক, বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত এই অডিট রিপোর্ট জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

তারিখঃ ০৪/০১/১৪২৫ বঃ
১৭/০৪/২০১৮ খ্রিঃ

স্বাক্ষরিত
মাসুদ আহমেদ
বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল

আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের আওতাধীন সোনালী ব্যাংক লিঃ এর ২০০৯-২০১৩ অর্থ বছরের আর্থিক কর্মকান্ড বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক নমুনামূলক যাচাইয়ের মাধ্যমে নিরীক্ষা কার্য সম্পন্ন করা হয়। আর্থিক অনিয়ম চিহ্নিতকরণ এবং অনিয়ম রোধকল্পে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা পর্যালোচনাসহ সরকারি সম্পদ/অর্থের ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ এবং অনিয়মসমূহ যথাযথ কর্তৃপক্ষের নজরে আনয়ন করাই এ নিরীক্ষার মূল উদ্দেশ্য। এ রিপোর্টে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের যে সকল আর্থিক অনিয়ম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তা বিবেচ্য সময়ের অথবা পূর্ববর্তী সময়ের লেনদেন ও আয় ব্যয়ের অংশ বিশেষ মাত্র। এ রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত অনিয়ম পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয়েছে যে, নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানে অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দুর্বলতা এবং সরকারি বিধি-বিধান পরিপালন না করায় অনিয়মসমূহ সংঘটিত হয়েছে যার প্রতি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো। অডিট আপত্তিতে জড়িত অর্থ আদায়ের ক্ষেত্রে প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন। এছাড়া প্রতিষ্ঠানের আর্থিক শৃঙ্খলা নিশ্চিতকল্পে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে এ ধরনের অনিয়মের পুনরাবৃত্তি রোধ করাও সম্ভব। মূল রিপোর্টের কলেবর বৃদ্ধি না করে আপত্তি সংশ্লিষ্ট প্রমাণক ও বিস্তারিত পরিসংখ্যান (পরিশিষ্টসমূহ) পৃথক একটি খণ্ডে অর্থাৎ দ্বিতীয় খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। চূড়ান্ত হিসাবের উপর নিরীক্ষা মন্তব্য প্রথম খণ্ডের তৃতীয় অধ্যায়ে সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নিরীক্ষার আন্তর্জাতিক মানদন্ড তথা International Standards for Supreme Audit Institutions (ISSAI) এর প্রাসঙ্গিক ধারাসমূহ এবং Government Auditing Standards সমূহ বিবেচনায় নিয়ে আলোচ্য নিরীক্ষা সম্পাদন ও রিপোর্ট প্রণয়ন করা হয়েছে। আর্থিক ব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা এবং এর গুণগত মান বৃদ্ধিতে এ রিপোর্টটি ইতিবাচক অবদান রাখবে বলে আশা করা যায়।

..........................বঃ
তারিখঃ ____________________
..........................খ্রিঃ

স্বাক্ষরিত
(মোঃ জহুরুল ইসলাম)
মহাপরিচালক
বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা।

গ

Abbreviation & Glossary

(প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)

১।	BTB (বিটিবি)	=	Back To Back	রপ্তানি ঋণপত্র
২।	(C.C)(HYPO) সিসি (হাইপো)	=	Cash Credit Hypothication	জমি বন্ধকীর বিপরীতে ঋণ সুবিধা কমপক্ষে ১$^{১/২}$ গুণ। অর্থাৎ ঋণাংকের কমপক্ষে ১$^{১/২}$ গুণ সম্পত্তি বন্ধক নিতে হবে।
৩।	CC(Pledge)	=	Cash Credit (Pledge)	ঋণ গ্রহীতার নিজস্ব গুদামে রক্ষিত মালামালের বিপরীতে ঋণ সুবিধা (গুদামে রক্ষিত মালামালের সর্বোচ্চ ৮০% ঋণ সুবিধা)
৪।	DA (ডিএ)	=	Document Against Acceptance	এক ব্যাংক শাখা অন্য ব্যাংক শাখার উপর স্থানীয় এলসি ইস্যু করলে উক্ত Acceptance ব্যাখ্যা দিতে হয়।
৫।	ETP (ইটিপি)	=	Effluent Treatment Plant	পরিবেশ দূষণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ETP স্থাপন করতে হয়।
৬।	FBPN (এফবিপিএন)	=	Foreign Bill Purchase Negotiation	রপ্তানি মূল্য প্রত্যাবাসিত না হলে স্থানীয় ব্যাংক বিদেশী ব্যাংকের সাথে যোগাযোগ করে দায় সমন্বয়ের চেষ্টা করে।
৭।	FBP (এফবিপি)	=	Foreign Bill Purchase	রপ্তানি কার্যক্রম সম্পন্ন হলে স্থানীয় ব্যাংক রপ্তানিকারকের বিল ক্রয় করে।
৮।	FC Account (এফসি একাউন্ট)	=	Foreign Currency Account	বৈদেশিক মুদ্রা আগমনের ক্ষেত্রে (FC) (Account) খুলতে হয়।
৯।	IDCP (আইডিসিপি) প্রকল্প ঋণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য	=	Interest During Construction Period	প্রকল্প ঋণ বিতরণ এবং আদায়ের মধ্যবর্তী সময়কালের সুদ।
১০।	LC (এলসি)	=	Letter of Credit	বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য
১১।	LTR (এলটিআর)	=	Loan against Trust Receipts	আমদানি ঋণ পত্রের বিপরীতে সৃষ্ট দায়সমূহ।
১২।	LIM (লিম)	=	Loan against Imported Merchandise	আমদানি ঋণপত্রের বিপরীতে LIM গুদাম না থাকা সাপেক্ষে আমদানিকারককে এ সুবিধা দেয়া হয়।
১৪।	PAD (পিএডি)	=	Payment Against Document	Arrangement under which a buyer can get the delivery (shipping) documents only upon full payment of the invoice or bill of exchange. Cash L/C at sight(Import L/C) এর ক্ষেত্রে Documents ব্যাংকে রেখে এ ঋণ সুবিধা দেয়া হয়।
১৫।	PC (পিসি)	=	Packing Credit	রপ্তানি পূর্ব মালামাল প্যাকিং করার ক্ষেত্রে ঋণ সুবিধা রপ্তানি মূল্যের সর্বোচ্চ ১০%
১৬।	PCC (পিসিসি)	=	Packing Cash Credit	ট্যানারি/চামড়া রপ্তানি পূর্ব ঋণ সুবিধা
১৭।	PSC (পিএসসি)	=	Pre-Shipment Cash Credit	গার্মেন্টস ফ্যাক্টরীর ক্ষেত্রে রপ্তানি পূর্ব ঋণ সুবিধা
১৮	ফোর্সড লোন / ডিমান্ড লোন	=	Forced Loan	রপ্তানি ব্যর্থতায় আমদানিকৃত মালামালের মূল্য ব্যাংক কর্তৃক পরিশোধ করে পার্টির নামে ফোর্সড লোন/ডিমান্ড লোন সৃষ্টি করা হয়।

১৮।	অর্থ ঋণ আদালত আইন ২০০৩ এর ৪৬ ধারা	=		কোন ঋণ হিসাব মন্দ/কু-ঋণে শ্রেণীকৃত হলে উক্ত আইনের ধারা বলে ঋণ গ্রহীতার বিরুদ্ধে মামলা করা হয়।
১৯।	পুনঃতফসিল	=		কোন ঋণ হিসাব শ্রেণীকৃত হলে ঋণ গ্রহীতার অনুরোধে ঋণ পরিশোধের মেয়াদ বৃদ্ধি করে ঋণ গ্রহীতাকে ঋণ পরিশোধের সুবিধা প্রদান করার জন্য ঋণ হিসাব পুনঃতফসিলিকরণ করা হয়। এক্ষেত্রে ডাউন পেমেন্ট নেয়া বাধ্যতামূলক।
২০।	ডাউন পেমেন্ট	=		পুনঃতফসিলিকরণের ক্ষেত্রে ঋণ গ্রহীতার নিকট হতে মোট ঋণাংকের স্বপক্ষে ১০% ডাউন পেমেন্ট নেয়া হয়।
২১।	আরোপিত সুদ	=		ঋণ স্থিতির উপর ধার্যকৃত সুদ।
২২।	অনারোপিত সুদ	=		ঋণ হিসাব মন্দ/কু-ঋণে শ্রেণীকৃত হলে লেজার স্থিতির উপর সুদ চার্জ না করে পৃথকভাবে যে সুদ হিসাব করা হয়।
২৩।	ব্লক ঋণ সুবিধা হিসাব			ঋণ গ্রহীতার একাধিক ঋণ হিসাব থাকলে কোন একটি বা ততোধিক হিসাবে সুদ চার্জ না করে বক রাখা হয়। সাধারনতঃ প্রকল্প ঋণের ক্ষেত্রে প্রকল্পটি যাতে বন্ধ না হয় সে লক্ষ্যে ব্যাংক কর্তৃক ঋণ গ্রহীতাকে আলোচ্য সুবিধা দেয়া হয়।
২৪।	NI Act 1881 (এন,আই এ্যাক্ট ১৮৮১)	=	Negotiable Instrument Act-1881	ঋণ গ্রহীতার নিকট হতে অগ্রিম গৃহীত চেক সময়মত ফান্ডের অভাবে প্রত্যাখ্যাত (Dishonors) হলে উক্ত আইনে মামলা করা যায়।
২৫।	Cost of Fund :			মূল ঋণ (আসল টাকা), মামলা খরচ এবং ব্যাংকের প্রাতিষ্ঠানিক খরচ সহ মোট ব্যয় কভার করার নাম Cost of Fund। Cost of Fund কভার না করে সুদ মওকুফ করা যাবে না।
২৬	BMRE (বিএমআরই)	=	Balancing, Modernization, Rehabilitation and Expansion.	Balancing, Modernization,
২৭	ECC (ইসিসি)	=		(1) Exchange Control Copy. (2) Extended Cover Clause (insurance).
২৮	LDBP (এলডিবিপি)	=	Local Document Bill Purchase	
২৯	DEFERED LC (ডেফার্ড এলসি)	=		A type of letter of credit that defers payment until an agreed point after the shipping documents have been presented by the exporter.
৩০	CIB	=	Credit Information Bureau	বাংলাদেশ ব্যাংকে রক্ষিত গ্রাহকের ক্রেডিট ইনফরমেশন।
৩১	Funded liability			এলসি দায় ব্যতীত সকল দায় ফান্ডেড দায়। আন্তর্জাতিক ঋণ ব্যতীত দেশীয় ঋণসমূহ যে সকল ঋণ ব্যাংক কর্তৃক গ্রাহকের হিসাবের বিপরীতে পরিশোধিত হয়। যেমন:-সিসি (হাইপো), সিসি (প্লেজ), প্রকল্প ঋণ,কৃষি ও অকৃষিজ ঋণ, গৃহনির্মাণ ঋণ,ভোগ্যপন্য ঋণ,ওডি,এসওডি। এসব ঋণ এলসি ঋণ খোলা ব্যতীত সরাসরি ফান্ডেড দায়।

				তাছাড়া এলসির মাধ্যমেও কিছু কিছু দায় ফান্ডেড দায় হিসাবে সৃষ্টি হয়। যেমন: আমদানি ঋণ-লিম, এলটিআর, পিএডি ইত্যাদি। রপ্তানি এলসির বিপরীতে পিসি, ফোর্সড লোন (রপ্তানি ব্যর্থতায় ঋণ)
৩২	Non-funded liability			এলসি খোলার বিপরীতে আন্তর্জাতিক ঋণ। যেমন:- ব্যাক টু ব্যাক এলসি,এলসি গ্যারান্টি ইত্যাদি দায় নন-ফান্ডেড দায়।
৩৩।	STL (এসটিএল)	=	Short term loan	স্বল্পমেয়াদী মঞ্জুরীকৃত ঋণ
৩৪।	EEF (ইইএফ)	=	Equity and Entrepreneurship Fund	উদ্যোক্তা এবং বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষের ঋণ ব্যবহারের আনুপাতিক হারের চুক্তিপত্র সংক্রান্ত প্রকল্প।
৩৫।	IIDFC	=	Industrial and Infrastructure Development Finance Company	একটি লিজিং কোম্পানী।

প্রথম অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ ও ম্যানেজমেন্ট ইস্যু)

অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ

অনু ঃ নং	আপত্তির শিরোনাম	জড়িত টাকা	পৃঃ নং
০১	একাধিকবার পুনঃতফসিলের সুবিধা প্রদান করেও ঋণ প্রদানের শর্ত মোতাবেক গ্রাহক হতে ঋণের অর্থ আদায়ে ব্যর্থতার পর আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় মন্দ/কু-ঋণে শ্রেণীকৃত।	৬,০৯,০৩,২৩৯	০৭-০৮
০২	দুই বার পুন:তফসিলের সুযোগ প্রদানের পরও বিতরণকৃত প্রকল্প ঋণ মন্দ/কু-ঋণে পরিণত হওয়ায় ব্যাংক ক্ষতির সম্মুখীন।	৩,৯১,৮৯,০০০	০৯-১০
০৩	শর্ত মোতাবেক ঋণ বিতরণ না করার ফলে আদায়ে ব্যর্থতায় ক্ষতি হিসাবে চিহ্নিত।	৭,৪০,০৮,২৩৭	১১-১২
০৪	প্রকল্প ঋণের কিস্তি নিয়মিত আদায় না হওয়ার পরেও ডিমান্ড লোন(ফোর্সড লোন) সৃষ্টি করে দায় বৃদ্ধি, পুন:তফসিলের সুবিধা প্রদান করেও ২য় বন্ধককৃত জামানত অপেক্ষা বেশি ঋণের দায় আদায়ে ব্যর্থতায় মন্দ/কু-ঋণে পরিণত; যা আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করেও আদায় অনিশ্চিত।	৭,৫৯,২৫,০০০	১৩-১৪
০৫	চুক্তিপত্রের বিপরীতে মূল রপ্তানী এলসি না পাওয়া, বার বার Back to Back এলসি সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে সৃষ্টিকৃত ডিমান্ড লোন একাধিকবার পুনঃতফসিল করা সত্ত্বেও আদায় না হওয়ায় প্রকল্প ঋণ ও অন্যান্য দায় আদায় অনিশ্চিত।	৯০,৭১,৩৮,৭৭৬	১৫-১৬
০৬	দীর্ঘদীন যাবত ব্যাংকের সাথে কোন লেনদেন না করা খেলাপী গ্রাহকের নিকট হতে ঋণের টাকা আদায়ের জন্য আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় ক্ষতি।	৩,৪৪,২২,০২১	১৭-১৮
০৭	কু-ঋণে (Bad Loan) পরিণত প্রকল্প ঋণ, সিসি(হাইপো) ও এলটিআর দায় সীমাতিরিক্ত ও মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণ আদায় অনিশ্চিত।	৯,০১,১৯,০০০	১৯-২০
০৮	বার বার পুন:তফসিলের সুবিধা প্রদান করেও প্রকল্প ঋণ ও ডিমান্ড লোন(সিসি ব্লক) এর দায় নিয়মিত আদায় না হওয়া সত্ত্বেও একাধিকবার ফোর্সড লোন সৃষ্টি করে দায় বৃদ্ধি,রপ্তানি ব্যর্থতার পরও ঋণপত্রের সুবিধা প্রদানকালে জামানত বৃদ্ধি না করায় জামানতের ২গুণ বেশি ঋণের দায় বন্ধ কারখানার বিপরীতে আদায় অনিশ্চিত।	১৬,৩৯,৩৩,০০০	২১-২২
০৯	সীমাতিরিক্ত এলটিআর দায় সৃষ্টি এবং সীমাতিরিক্ত সিসি(হাইপো) ঋণসহ মোট দায় বীমাহীন অবস্থায় মেয়াদোত্তীর্ণ হলেও তা আদায়ে ব্যর্থতায় মন্দ/কু-ঋণে পরিণত হওয়ায় ব্যাংক ক্ষতির সম্মুখীন।	২,৬৩,৪৪,০০০	২৩-২৪
১০	মন্দ/কু-ঋণের সিসি হাইপো ঋণ ও ডিমান্ড লোন (ফোর্সড লোন) আদায়ে শাখা মহাব্যবস্থাপকের সিদ্ধান্ত কার্যকর না করায় এবং ঋণ আদায়ে ব্যর্থতায় ব্যাংকের ক্ষতি।	৮,৭৬,৪৭,০০০	২৫-২৬
১১	রপ্তানিতে ব্যর্থ হলেও এলসি সুবিধা প্রদান,একাধিকবার স্থানীয় Back to Back বিল মূল্য পরিশোধ করে সৃষ্ট ফোর্সড লোনের (ডিমান্ড লোন) দায় বৃদ্ধি, প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায় ফোর্সড লোন, পিএসসি ও সিসি হাইপো ঋণ বাবদ অনাদায়ী।	১০,৫৯,৬২,০০০	২৭-২৮
১২	বিতরণকৃত প্রকল্প ঋণের কিস্তি ও সীমাতিরিক্ত সিসি(হাইপো) ঋণ অনাদায়ে ব্যাংক ক্ষতির সম্মুখীন।	৫,৮৬,৮৮,০০০	২৯-৩০
১৩	অনাদায়ী প্রকল্প ঋণ, চলতি মূলধন ঋণ ও ডিম্যান্ড/ফোর্সড লোন ডাউন পেমেন্ট ব্যতীত বার বার পুণঃতফসিল করা সত্ত্বেও কু-ঋণে পরিণত হয়ে ক্ষতির সম্মুখীন।	২৫,৪৬,২৯,৫৯৭	৩১-৩২
১৪	সৃষ্ট ফোসর্ড লোন ও পিসি দায় ডাউন পেমেন্ট ব্যতীত বার বার ব্লক হিসেবে পুনঃতফসিল করে দশ বছর মেয়াদে পরিশোধের সুযোগ দান সত্ত্বেও আদায় ব্যর্থতায় ব্যাংকের ক্ষতি।	১০,০৮,০৫,০৮৭	৩৩
১৫	রপ্তানী ঋণপত্রের বিপরীতে স্থাপিত Back to Back এ লসির মালামাল রপ্তানীতে ব্যর্থ হওয়ায় সৃষ্ট ফোর্সড লোন ও পিসি লোন ব্লক করে পাঁচ বছরে পরিশোধের সুযোগ দান সত্ত্বেও কু-ঋণে পরিণত হওয়ার পরেও নতুনভাবে Back to Back এলসি স্থাপনের মাধ্যমে ফোর্সড লোন সৃষ্টি হওয়ায় প্রদত্ত পিসি ঋণ অনাদায়ী।	৮,১৯,৫৩,১৫৪	৩৪-৩৫
১৬	গ্রাহকের ব্যবসার ভবিষ্যৎ ও রপ্তানীর সামর্থতা না দেখে ঢালাওভাবে লিমিট অতিরিক্ত Back to Back এলসি স্থাপন, বার বার পুনঃতফসিল করার পরও বিভিন্ন ঋণের টাকা আদায়ে ব্যর্থতায় মন্দ ও কু-মানে শ্রেণীকৃত সর্বমোট ৭৯৭৯.২৪ লক্ষ টাকা আদায় অনিশ্চিত।	৭৯,৭৯,২৪,০৮৫	৩৬-৩৭
১৭	পুনঃতফসিলকৃত সৃষ্ট ডিমান্ড লোন ও পিসি দায় আদায় না করায় ব্যাংক ক্ষতির সম্মুখীন।	১৭,১৫,৭৭,৬৪৮	৩৮
১৮	বার বার পুনঃতফসিল, নবায়ন, সুদবিহীন ব্লক হিসাব, সুদ মওকুফ সুবিধা প্রদান এবং রপ্তানি ব্যর্থতায় ফোর্সড লোনের দায়সহ প্রকল্প ঋণের দায় পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ার পরও খেলাপী ঋণ আদায়ে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় ব্যাংক ক্ষতির সম্মুখীন।	১০৮,২৬,০০,০০০	৩৯-৪০
	মোট	৪২১,৩৭,৬৮,৮৪৪	

অডিট বিষয়ক তথ্য

নিরীক্ষা বছর :

- ২০০৯ হতে ২০১৩ পর্যন্ত

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান :

- সোনালী ব্যাংক লিমিটেড

নিরীক্ষার প্রকৃতি :

- নিয়মানুসরণ নিরীক্ষা।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান ও সময়কাল :

ক্রঃ নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	নিরীক্ষার সময়
১	সোনালী ব্যাংক লিঃ, স্থানীয় কার্যালয়, ঢাকা।	০২-০২-২০১৪ খ্রিঃ হতে ০৭-০৪-২০১৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত।
২	সোনালী ব্যাংক লিঃ, দিলকুশা কর্পোরেট শাখা, ঢাকা।	০১-০৪-২০১৪ খ্রিঃ হতে ০৭-০৫-২০১৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত।
৩	সোনালী ব্যাংক লিঃ,শিল্প ভবন কর্পোরেট শাখা, মতিঝিল, ঢাকা।	২৯-০৯-২০১৩ খ্রিঃ হতে ০৪-১১-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত।
৪	সোনালী ব্যাংক লিঃ, রমনা কর্পোরেট শাখা, ঢাকা।	০১-১০-২০১৩ খ্রিঃ হতে ০৬-১১-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত।
৫	সোনালী ব্যাংক লিঃ, নারায়ণগঞ্জ কর্পোরেট শাখা, নারায়ণগঞ্জ।	০২-০২-২০১৪ খ্রিঃ হতে ০৬-০৩-২০১৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত।

নিরীক্ষা পদ্ধতি :

- প্রতিষ্ঠান প্রধানসহ বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীর সাথে আলোচনা;
- রেকর্ডপত্রাদি পরীক্ষা;
- তথ্যাদি বিশ্লেষণ।

রিপোর্ট প্রণয়ন ও সার্বিক তত্ত্বাবধান :

- মহাপরিচালক, বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা।

ম্যানেজমেন্ট ইস্যু :

- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ।

অনিয়ম ও ক্ষতির কারণসমূহ :

- বাংলাদেশ ব্যাংক এবং সংশিষ্ট ব্যাংকের প্রচলিত আর্থিক বিধি-বিধান এবং সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে জারিকৃত আদেশ নির্দেশ, প্রজ্ঞাপন, নীতিমালা অনুসরণ না করা;
- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও নিরীক্ষা কার্যক্রম জোরদার না করা।

অডিটের সুপারিশ :

- প্রচলিত আর্থিক বিধি-বিধান এবং সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে জারিকৃত আদেশ নির্দেশ, প্রজ্ঞাপন, নীতিমালা অনুসরণ করা আবশ্যক।
- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও নিরীক্ষা কার্যক্রম জোরদার করা আবশ্যক।
- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিকৃত টাকা আদায় করা আবশ্যক।

দ্বিতীয় অধ্যায়
(অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)

অনুঃ ০১।

শিরোনাম : একাধিকবার পুনঃতফসিলের সুবিধা প্রদান করেও ঋণপ্রদানের শর্ত মোতাবেক শাখা কর্তৃপক্ষ গ্রাহক হতে ঋণের অর্থ আদায়ে ব্যর্থতার পর আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় ৬০৯.০৩ লক্ষ টাকা মন্দ/কু-ঋণে শ্রেণীকৃত।

বিবরণ :

সোনালী ব্যাংক লিঃ, স্থানীয় কার্যালয়, ঢাকা এর ২০১৩ সালের হিসাব ০২-০২-২০১৪ খ্রিঃ হতে ০৭-০৪-২০১৪ খ্রিঃ তারিখ নিরীক্ষাকালে শিল্প ঋণ বিভাগের গ্রাহক মেসার্স মমিন মাষ্টার টেক্সটাইলস লিঃ এর ঋণ সংক্রান্ত নথিপত্র যাচাইকালে পরিলক্ষিত হয় যে,

- গ্রাহক মেসার্স মমিন মাষ্টার টেক্সটাইলস লিঃ কে শাখার পত্র নং-স্থাকা/শিপ্রঅডি/৩১৫৬ তারিখঃ ০৯-১১-২০০৯ খ্রিঃ এর মাধ্যমে প্রকল্প ঋণ বাবদ ৪,৬৪,৫৪,০০০ টাকা (নির্মানকালীন সুদ ২৪,২২,০০০ টাকাসহ)ও পত্র নং-স্থাকা/শিপ্রঅডি/৫১ তারিখঃ ০৯-০১-২০১২ খ্রিঃ এর মাধ্যমে সিসি(হাইপো) ঋণ বাবদ ৫০,০০,০০০ টাকা ঋণ অনুমোদন প্রদান করা হয়।
- প্রকল্প ঋণের মেয়াদ-স্থায়ী মূলধন ঋণের জন্য ১২ মাস (৬ মাস নির্মাণকালীন সুদসহ) গ্রেস পিরিয়ডসহ ১০ (দশ) বৎসর অর্থাৎ ০৮-১১-২০১৯ খ্রিঃ পর্যন্ত। প্রতি ত্রৈমাসিক কিস্তিতে ২০,৫১,০০০ টাকা হিসাবে ৩৬ টি কিস্তিতে এবং নির্মাণকালীন সুদ ৪,৮৪,০০০ হিসাবে ৫ টি বার্ষিক কিস্তিতে পরিশোধ করার জন্য কিস্তি নির্ধারণ করে দেয়া হয়। ঋণ বিতরণের ১ম তারিখের ১৫তম মাস হতে নিয়মিত কিস্তি পরিশোধ করার কথা বলা হয়। কিন্তু গ্রাহক এর নিকট হতে কিস্তি আদায়ে শাখা কর্তৃপক্ষ ব্যর্থ হলে শাখার আবেদনের প্রেক্ষিতে শাখার পত্র নং-স্থাকা/শিপ্রঅডি/১৮০৪ তারিখঃ ০৫-১০-২০১১ খ্রিঃ এর মাধ্যমে গ্রেস পিরিয়ড ৬ মাস বৃদ্ধিপূর্বক প্রকল্প ঋণ ও আইডিসিপি হিসাবের কিস্তি সেপ্টেম্বর-২০১১ খ্রিঃ এর পরিবর্তে মার্চ/২০১২ নির্ধারণ করে দেয়া হয়। এ ক্ষেত্রেও কিস্তির টাকা আদায়ে কর্তৃপক্ষ ব্যর্থ হয়।
- সর্বশেষ ১৯-০৪-২০১২ খ্রিঃ তারিখে পত্র নং-স্থাকা/শিপ্রঅডি/৬৮২ এর মাধ্যমে প্রকল্প ঋণ হিসাবের ১ম কিস্তি মার্চ/২০১২ খ্রিঃ এর পরিবর্তে সেপ্টেম্বর/২০১২ খ্রিঃ হতে ২৪,৬৬,০০০ টাকা করে ২৯ টি কিস্তিতে ও আইডিসিপি হিসাবের টাকা ১ম কিস্তি মার্চ/২০১২ খ্রিঃ এর পরিবর্তে সেপ্টেম্বর/২০১২ খ্রিঃ হতে ৩ টি বার্ষিক কিস্তিতে ৭৮,০০০ টাকা করে (পরবর্তীতে নির্মানকালীন সুদ ২,৩২,৬৫৬ টাকা হওয়ায়) আদায়যোগ্য করে পুনঃতফসিল করা হয় এবং ১নং শর্তে বলা হয় পুনঃতফসিলকৃত ঋণের দুটি কিস্তির অর্থ অনাদায়ী হলে পুনঃতফসিলী সুবিধা বাতিল বলে গণ্য হবে।
- সর্বশেষ পুনঃতফসিলের পর গ্রাহক হতে শাখা কর্তৃপক্ষ ১১-০২-২০১৪ খ্রিঃ পর্যন্ত কোন টাকাই আদায় করতে সক্ষম হননি, তথাপি পুনঃতফসিলের সুবিধা বাতিল করে খেলাপী গ্রাহকের নিকট হতে টাকা আদায়ের জন্য আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ না করে গ্রাহকের প্রতি আনুকুল্য প্রদর্শন করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, গ্রাহক আইডিসিপি হিসাবে অদ্যাবধি কোন টাকাই জমা প্রদান করেননি। গ্রাহকের নিকট প্রকল্প ঋণ বাবদ ৫,৪৫,৭১,৪৮৯ টাকা ও আইডিসিপি হিসাবে ২,৩২,৬৫৬ টাকা অনাদায়ী রয়েছে।
- সিসি(হাঃ) ঋণের শর্তে বলা হয়েছে-প্রতি ত্রৈমাসিকের আরোপকৃত সুদ পরবর্তী ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে, তৈরী পণ্যের বিক্রয়লব্ধ অর্থ দ্বারা ঋণ পরিশোধ করতে হবে, প্রতিমাসে ব্যাংকের নির্ধারিত ফরমে মজুদ মালের বিবরণী শাখা দাখিল করতে হবে। গ্রাহক কর্তৃক এ শর্তগুলির কোনটাই পরিপালন করা হয়নি। গ্রাহক এ ঋণটিতে কিছু কাগজী লেনদেন দেখালেও বাস্তবে তেমন কোন লেনদেনই করেননি। এ খাতে গ্রাহকের নিকট ৬০,৯৯,০৯৪ টাকা অনাদায়ী রয়েছে।
- ফলে ১১-০২-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে অনাদায়ী স্থিতির পরিমাণ দাঁড়ায় (৫,৪৫,৭১,৪৮৯+৬০,৯৯,০৯৪)=৬,০৯,০৩,২৩৯ টাকা। **(বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট "০১" তে দেয়া হলো)।**
- উভয় ঋণের ক্ষেত্রেই হালনাগাদ বীমা কভারেজ পাওয়া যায়নি। উপরোক্ত বিষয়গুলি হতে বুঝা যায় শাখা কর্তৃপক্ষের যথাযথ তদারকীর অভাবেই ঋণটি খেলাপীতে বা মন্দ ও কু-মানে শ্রেণীকৃত হয়ে পড়েছে। আরো উল্লেখ্য যে, বর্তমানে গ্রাহকের নিকট কোন পত্র প্রেরণ করা হলেও গ্রাহক কর্তৃক তা গ্রহণ করা হয় না, এতে প্রতীয়মান হয় গ্রাহকের সাথে ব্যাংকের কোন যোগাযোগই নাই । শাখা কর্তৃপক্ষ গ্রাহকের সাথে যোগাযোগ না করতে পেরে প্রকল্প সরেজমিনে পরিদর্শন করেছেন এমন কোন প্রতিবেদনও নথিতে পাওয়া যায়নি। তথাপি গ্রাহকের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। প্রকল্প ঋণের মেয়াদ থাকলেও খেলাপী হওয়াতে গ্রাহকের নিকট হতে সমস্ত টাকা আদায়যোগ্য।

অনিয়মের কারণ :

- ঋণের শর্ত ও পুনঃ তফসিলের শর্ত মোতাবেক ঋণের অর্থ আদায়ে ব্যর্থতা।
- যথাযথ তদারকি না করা।
- আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ না করা।

ফলাফল :

- বকেয়া আদায়ে ঋণ গ্রহীতাকে বারবার তাগাদা দেওয়া সত্ত্বেও পাওনা পরিশোধ না করায় ঋণ গ্রহীতাদের বিরুদ্ধে ব্যাংক মনোনীত আইনজীবীর মাধ্যমে লিগ্যাল নোটিশ প্রদান করা হয়েছে। অদ্যাবধি ঋণের ৬,০৯,০৩,২৩৯ টাকা অনাদায়ী যা কু-ঋণে পরিণত।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- পুন:তফসিলের শর্ত মোতাবেক গ্রাহক বকেয়া পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় শাখা হতে গত ০২-০১-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে এবং ২০-০৬-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে পত্র দ্বারা বকেয়া পরিশোধের অনুরোধ জানানো হয় এবং সর্বশেষ ১১-০৯-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে কোম্পানী এবং এর পরিচালকদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের পূর্বশত হিসাবে চূড়ান্ত নোটিশ প্রদান করা হয়েছে। খুব শীঘ্রই বকেয়া আদায়ে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। হালনাগাদ বীমা পলিসি সম্পাদনপূর্বক পলিসি ও মানি রিসিট শাখায় দাখিল করার জন্য গ্রাহককে অবহিত করা হয়েছে।

নিরীক্ষার মন্তব্য :

- জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত হয়নি। কারণ ঋণ পুনঃতফসিলের পর প্রায় দুই বছর অতিবাহিত হলেও শর্তানুযায়ী কোন টাকা প্রদান না করা সত্ত্বেও গ্রাহকের বিরুদ্ধে আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।
- উল্লিখিত ক্ষতির বিষয় উল্লেখপূর্বক ১২-০৬-১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়েছে। পরবর্তীতে ১৫-০৯-১৪ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। সন্তোষজনক জবাব না পাওয়ায় ০৪-১২-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র দেয়া হয়। ১৩-০৯-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত জবাবে জানানো হয় যে, বকেয়া আদায়ে ঋণ গ্রহীতাকে বার বার তাগাদা দেওয়া সত্ত্বেও পাওনা পরিশোধ না করায় ঋণ গ্রহীতাদের বিরুদ্ধে ব্যাংক মনোনীত আইনজীবীর মাধ্যমে লিগ্যাল নোটিশ প্রদান করা হয়েছে। সমুদয় অনাদায়ী অর্থ সত্বর আদায়ে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করে নিরীক্ষাকে জানানোর অনুরোধ জানিয়ে ২৯-১১-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে প্রতিউত্তর দেয়া হয়। অদ্যাবধি আর কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে সমুদয় অনাদায়ী অর্থ সত্বর আদায় অন্যথায় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুঃ ০২।

শিরোনাম : দুই বার পুন:তফসিলের সুযোগ প্রদানের পরও বিতরণকৃত প্রকল্প ঋণ মন্দ/কু-ঋণে পরিণত হওয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি ৩৯১.৮৯ লক্ষ টাকা।

বিবরণ :

সোনালী ব্যাংক লি:, স্থানীয় কার্যালয়, মতিঝিল, ঢাকা এর ২০১৩ সালের হিসাব ০২-০২-২০১৪ খ্রিঃ হতে ০৭-০৪-২০১৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে শিল্প ঋণ বিভাগের গ্রাহক মেসার্স জে এন্ড জে ফিলিং স্টেশন লিমিটেড এর ঋণ নথি ও হিসাব বিবরণী পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে,

- গোলড়া, মানিকগঞ্জে একটি সিএনজি ফিলিং স্টেশন প্রকল্প স্থাপনের লক্ষ্যে মেসার্স জে এন্ড জে ফিলিং স্টেশন লিমিটেড এর প্রকল্পটি সার্বিক দিক দিয়ে ভায়াবেল বিবেচনায় ব্যাংক কর্তৃক ৫০:৫০ ঋণ ইকুইটি অনুপাতে ২৩৫.০০ লক্ষ টাকা (আইডিসিপিসহ) প্রকল্প ঋণ ৫ বছর মেয়াদে (০৯ মাসের গ্রেস পিরিয়ডসহ) ২৫-১১-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে মঞ্জুর করা হয়। মঞ্জুরীপত্রে ১৭ টি ত্রৈমাসিক কিস্তিতে প্রকল্প ঋণ এবং ৪ টি বার্ষিক সমান কিস্তিতে আইডিসিপি ঋণ বিতরণের ১ম তারিখের ১২তম মাস হতে নিয়মিত কিস্তিতে পরিশোধের শর্তারোপ করা হয়। আরও পরিলক্ষিত হয় যে, পরবর্তীতে প্রকল্পটি দ্রুত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ১১-০৭-২০০৯ খ্রিঃ তারিখে স্থানীয় ক্রেডিট কমিটির ২৩১তম সভার সুপারিশের আলোকে ঋণ সীমা ২৩৫.০০ লক্ষ টাকা হতে ৫৬.০০ লক্ষ টাকা বর্ধিত করে ২৯১.০০ লক্ষ টাকায় উন্নীত করা হয়।
- ০৫-০১-২০১১ খ্রিঃ তারিখে প্রকল্প ঋণের মেয়াদ ০৩-০৫-২০১৪ খ্রিঃ তারিখ হতে ২ বছর অর্থাৎ ০৩-০৫-২০১৬ খ্রিঃ পর্যন্ত বৃদ্ধি করে ১ম কিস্তি মে/২০১০ এর পরিবর্তে ফেব্রুয়ারি/২০১১ হতে আদায়যোগ্য করে পুন:তফসিলীকরণ করা হয়। পুনরায় ৩০-১২-২০১২ খ্রিঃ তারিখে প্রকল্প ঋণ হিসাবের মেয়াদ ০৩-০৫-২০১৬ খ্রিঃ তারিখ হতে ১২ মাস অর্থাৎ ০৩-০৫-২০১৭ খ্রিঃ তারিখ মেয়াদে উন্নীতকরণপূর্বক ১ম কিস্তি ফেব্রুয়ারি/২০১১ এর পরিবর্তে মার্চ/২০১৩ হতে আদায়যোগ্য করে পুন:তফসিলীকরণ করা হয়। কিন্তু ২য় বার পুন:তফসিলীকরণ করা হলেও পরবর্তী গ্রাহক কর্তৃক অদ্যাবধি কোন অর্থ জমা করা হয়নি। পুন:তফসিলীকরণ শর্ত-১ অনুযায়ী বাংলাদেশ ব্যাংক অনুমোদিত ক্রেডিট রেটিং এজেন্সীর সাথে ক্রেডিট রেটিং সম্পাদনের চুক্তির প্রমাণক নথিতে পাওয়া যায়নি।
- শর্তানুযায়ী প্রত্যেক অর্থ বছর শেষ হওয়ার ৯০ দিনের মধ্যে কোম্পানীর নিরীক্ষিত হিসাব দাখিলের নির্দেশনা থাকলেও তা সংগ্রহ করা হয়নি এবং বীমা হালনাগাদ করা হয়নি।
- পুন:তফসিলীকরণ এর পর গ্রাহকের নিকট হতে ৩১-১২-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত আদায়যোগ্য ০৪ টি কিস্তি বাবদ ১১১.০০ লক্ষ টাকার মধ্যে গ্রাহক কর্তৃক কোন অর্থ জমা না করায় অনাদায়ী স্থিতি ১১১.০০ লক্ষ টাকাসহ ঋণ দায় স্থিতি ২৮৬.১৭ লক্ষ টাকা মন্দ/কু মানে পরিণত হয়েছে।
- বার বার পুন:তফসিলের সুবিধা প্রদান করেও প্রকল্প ও আইডিসিপি ঋণের (৩৮৬.১৭+৫.৭২) = ৩৯১.৮৯ লক্ষ টাকা আদায়ে ব্যর্থতায় ব্যাংকের ক্ষতি হয়েছে। **(বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট "০২" তে দেয়া হলো)।**
- পুন:তফসিলীকরণের ২নং শর্তানুযায়ী পর পর ২ টি কিস্তি খেলাপী হলেও পুন:তফসিল সুবিধা বাতিল করে শাখা কর্তৃক ঋণ আদায়ের লক্ষ্যে যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।

অনিয়মের কারণ :

- বার বার পুন:তফসিলের সুবিধা প্রদান করেও ঋণের টাকা আদায়ে ব্যর্থতা
- আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ না করা।

ফলাফল :

- পুন:তফসিলীকরণের শর্তানুযায়ী কিস্তি খেলাপী হওয়া সত্ত্বেও পুন:তফসিল সুবিধা বাতিল করে শাখা কর্তৃক ঋণ আদায়ের লক্ষ্যে যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি বিধায় প্রকল্প ও আইডিসিপি ঋণের ৩৯১.৮৯ লক্ষ টাকা অনাদায়ী যা; ব্যাংকের ক্ষতি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- ঋণ গ্রহীতা বিআরপিডি সার্কুলার মোতাবেক প্রয়োজনীয় ডাউন পেমেন্ট জমা দিয়ে প্রকল্প ঋণ হিসাব পুনঃতফসিলীকরণের আবেদন করলে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে ৩০-১২-২০১২ খ্রিঃ তারিখে পুনঃতফসিলী অনুমোদন দেয়া হয়। পুনঃতফসিলী শর্তানুযায়ী ঋণ গ্রহীতা ঋণ হিসাবের কিস্তি জমাকরণসহ অন্যান্য কার্যাবলী সম্পাদন না করায় ঋণ হিসাবটি পুনরায় শ্রেণীকরণ করা হয়েছে। ব্যাংক পাওনা পরিশোধের জন্য ঋণ গ্রহীতাকে লিখিত ও মৌখিকভাবে তাগাদা প্রদান অব্যাহত আছে। ব্যাংক পাওনা আদায়ের লক্ষ্যে ঋণ গ্রহীতাদের বিরুদ্ধে শীঘ্রই আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

নিরীক্ষার মন্তব্য :

- জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির সহায়ক নয়। কারণ পুনঃতফসিলীকরণের ২নং শর্তানুযায়ী পর পর ২ টি কিস্তি খেলাপী হলেও পুন:তফসিল সুবিধা বাতিল করে শাখা কর্তৃক ঋণ আদায়ের লক্ষ্যে যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। বীমা হালনাগাদ না থাকায় মর্টগেজকৃত প্রকল্পের মালামাল ও সম্পদ ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে যা ব্যাংক ও কোম্পানী উভয়েরই স্বার্থ পরিপন্থী।
- উল্লিখিত ক্ষতির বিষয় উল্লেখপূর্বক ১২-০৬-১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়েছে। পরবর্তীতে ১৫-০৯-১৪ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। সন্তোষজনক জবাব না পাওয়ায় ০৪-১২-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র দেয়া হয়। ১৩-০৯-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত জবাবে জানানো হয় যে, সোনালী ব্যাংক লিঃ এর পরিচালনা পর্ষদের ৩৮২তম সভায় খেলাপী পরবর্তী আরোপিত ও অনারোপিত সুদের ১০০% মওকুফপূর্বক অবশিষ্ট টাকা দুই বছর মেয়াদে মাসিক কিস্তিতে আদায়যোগ্য হিসেবে সুদ মওকুফ প্রস্তাব অনুমোদিত হয়। সুদ মওকুফোত্তর পাওনা পরিশোধের জন্য ঋণ গ্রহীতাকে লিখিত ও মৌখিকভাবে তাগাদা প্রদান অব্যাহত আছে। অধিকন্তু সমুদয় অনাদায়ী অর্থ সত্বর আদায়ে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করে নিরীক্ষাকে জানানো হবে জানিয়ে ২৯-১১-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে প্রতিউত্তর দেয়া হয়। অদ্যাবধি আর কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- অতি সত্বর সমুদয় অনাদায়ী অর্থ আদায় করে ব্যাংক তহবিলে জমা করা আবশ্যক।
- সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ/প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করে নিরীক্ষা অফিসকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুঃ ০৩।

শিরোনাম : শর্ত মোতাবেক ঋণ বিতরণ না করার ফলে আদায়ে ব্যর্থতায় ৭৪০.০৮ লক্ষ টাকা ক্ষতি হিসাবে চিহ্নিত।

বিবরণ :

সোনালী ব্যাংক লিঃ, স্থানীয় কার্যালয়, ঢাকার ২০১৩ সালের হিসাব ০২-০২-২০১৪ খ্রিঃ হতে ০৭-০৪-২০১৪ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে নিরীক্ষার শিল্প ঋণ বিভাগের গ্রাহক মেসার্স মোজাফর টেক্সটাইল মিলস্ লিঃ এর নথিপত্র যাচাইকালে পরিলক্ষিত হয় যে,

- শাখার পত্র নং-প্রকল্প-স্থাঃকাঃ/শিপ্রঅডি/৩২৩৭ তারিখঃ ১১-১১-২০০৯ খ্রিঃ এর মাধ্যমে গ্রাহককে ৬০:৪০ ঋণ ইকুইটি অনুপাতে ৩,০৬,০০,০০০ টাকা ৮ (আট) বছর মেয়াদে (গ্রেস পিরিয়ড ১২মাসসহ) প্রকল্প ঋণ মঞ্জুরী প্রদান করা হয়, প্রতিটি কিস্তি ১৬,৫৯,০০০ টাকা করে ২৮ টি ত্রৈমাসিক কিস্তিতে পরিশোধের শর্ত দেয়া হয়, ঋণের ১ম কিস্তি বিতরণের ১৫তম মাস হতে কিস্তি আদায়যোগ্য হবে। ঋণের ১ম কিস্তি বিতরণ করা হয়-৮-৪-২০১০ খ্রিঃ তারিখে, সে হিসাবে ঋণের আদায়যোগ্য কিস্তি শুরু হবে জুলাই/২০১১ খ্রিঃ হতে কিন্তু গ্রাহক কিস্তি প্রদানে ব্যর্থ হলেও তার আবেদনের প্রেক্ষিতে সর্বশেষ পত্র নং-স্থাঃকাঃ/শিপ্রঅডি/মোজাফর টেক্সটাইল/২১১ তারিখঃ ০৬-০২-২০১২ খ্রিঃ এর মাধ্যমে উক্ত ঋণটি বিদ্যমান মেয়াদে সেপ্টেম্বর/২০১২ হতে কিস্তি আদায়যোগ্যকরে পুনঃতফসিল করা হয়। উক্ত পুনঃতফসিলের ১নং শর্তে বলা হয় পুনঃতফসিলকৃত ঋণের দুটি কিস্তির অর্থ অনাদায়ী হলে পুনঃতফসিলী সুবিধা বাতিল বলে গণ্য হবে। ২৪-০২-২০১৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত গ্রাহকের নিকট প্রকল্প ঋণের কিস্তি বাবদ বকেয়া রয়েছে ৬৩,১৬,০০০ টাকা যা প্রায় চারটি কিস্তির সমান, কিন্তু শাখা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উক্ত নির্দেশনা অনুযায়ী পুনঃতফসিলের সুবিধা বাতিল করে ঋণ আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। এ খাতে বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ ২,৮৫,৬৪,১৭৯ টাকা, গ্রাহকের ঋণের স্থিতির পরিমাণ ২৪-০২-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে ৩,৮৯,৭৭,৩৪১ টাকা। যা বিতরণকৃত ঋণের চেয়ে প্রায় ১ কোটি টাকা বেশী।
- পত্র নং-স্থাঃকাঃ/শিপ্রঅডি/১৪৫৬ তারিখঃ ০৮-০৮-২০১১ খ্রিঃ এর মাধ্যমে ৬০:৪০ ঋণ ইকুইটি অনুপাতে ১,৫৯,৩০,০০০ টাকা বিএমআরই ঋণ মঞ্জুরী প্রদান করা হয়। উক্ত ঋণের অতিরিক্ত শর্ত নং-১০ এ বলা হয় প্রকল্প ঋণের আদায়যোগ্য কিস্তি পরিশোধের পরই এই ঋণ বিতরণ করা হবে। গ্রাহকের প্রকল্প ঋণের বিবরণী হতে দেখা যায় যখন ৫-১২-২০১২ খ্রিঃ বিএমআরই ঋণের কিস্তি বিতরণ করা হয়েছে তখন গ্রাহকের নিকট প্রকল্প ঋণের সেপ্টেম্বর/২০১২ খ্রিঃ মাসের আদায়যোগ্য কিস্তি বকেয়া রয়েছে এবং ডিসেম্বর/২০১২ খ্রিঃ মাসের আরো ১ টি কিস্তি আদায়যোগ্য হলেও অদ্যাবধি আদায় হয়নি। ঋণ অনুমোদনের উক্ত শর্ত শাখা কর্তৃপক্ষ আমলে না নিয়ে বর্ণিত ঋণ বিতরণ করেছেন; যা শাখা কর্তৃপক্ষের শর্ত খেলাপীর সামিল। ২৪-০২-২০১৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ৪ টি কিস্তি আদায়যোগ্য হলেও গ্রাহকের নিকট হতে কোন দায়ই আদায় সম্ভব হয়নি। ঋণ আদায়ের জন্য কোন ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হয়নি। বর্তমানে বিএমআরই ঋণের স্থিতি ১,৮৫,১০,৬১২ টাকা।
- সিসি(হাঃ) ঋণের লিমিট ১,৪৫,০০,০০০ টাকা হলেও ২৪-০২-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে ঋণটি ১৩,৭৪,৯৬৩ টাকা লিমিট অতিরিক্ত অবস্থায় রয়েছে। ঋণ স্থিতি ১,৫৮,৭৪,৯৬৩ টাকা।
- আইডিসিপি কিস্তি ১ টি আদায় হয়নি। এই স্থিতি রয়েছে ৬,৪৫,৩২১ টাকা।
- ফলে ২৪-০২-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে অনাদায়ী স্থিতির পরিমাণ দাঁড়ায় (৩,৮৯,৭৭,৩৪১ + ১৮৫,১০,৬১২ + ১,৫৮,৭৪,৯৬৩ + ৬,৪৫,৩২১) = ৭,৪০,০৮,২৩৭ টাকা। **(বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট "০৩" তে দেয়া হলো)।**
- গ্রাহক খেলাপী হওয়াতে ঋণের মেয়াদ থাকলেও ঋণের সমস্ত টাকা আদায়যোগ্য।
- প্রকল্প ভূমিটি মেসার্স রনি মেটাল ইন্ডাষ্ট্রিজ বিসিক,ঢাকা হতে ইজারাপ্রাপ্ত হয়ে ব্যবসা পরিচালনা করছিলেন, তাদের ২৪-০৯-২০১২ খ্রিঃ তারিখে বিসিক, ঢাকা লেখা পত্র হতে দেখা যায় উক্ত প্রতিষ্ঠানটিতে গ্যাস এবং নিরবছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ না থাকায় লাভজনকভাবে কারখানাটি পরিচালনা করতে ব্যর্থ হয়ে ইজারাস্বত্ব হস্তান্তর করেন। উক্ত ইজারাস্বত্ব মোজাফর টেক্সটাইল মিলস লিঃ এর মালিক গ্রহণ করেন। ইজারাস্বত্ব গ্রহণের পূর্বেই উক্ত সম্পত্তির উপর প্রকল্প নির্মাণের জন্য ঋণ মঞ্জুরী দিয়ে বিতরণ করা হয়। ঋণ মঞ্জুরীর সময় পূর্বের প্রতিষ্ঠানটির অলাভজনক হওয়ার কারণ ব্যাংক কর্তৃপক্ষ আমলে না নেওয়ায় বিতরণকৃত ঋণটি বর্তমানে খেলাপী।

অনিয়মের কারণ :

- ঋণ মঞ্জুরীর শর্ত মোতাবেক ঋণ বিতরণ ও আদায় না করা।
- আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ না করা।

ফলাফল :

- কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় ব্যাংক পাওনা আদায়ের লক্ষ্যে ঋণ গ্রহীতাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। অদ্যাবধি অনাদায়ী ৭,৪০,০৮,২৩৭ টাকা যা ব্যাংকের ক্ষতি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- খেলাপী কিস্তি আদায়ের জন্য ঋণ গ্রহীতাকে তাগাদা প্রদান অব্যাহত আছে। ঋণ গ্রহীতা খেলাপী কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হলে ব্যাংক পাওনা আদায়ের লক্ষ্যে ঋণ গ্রহীতা ও এর পরিচালকদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

নিরীক্ষার মন্তব্য :

- জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সহায়ক নয়। কারণ শর্ত অনুযায়ী ঋণ বিতরণ না করার বিষয়ে কোন মন্তব্য করা হয়নি। উক্ত বিষয়ে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করা আবশ্যক।
- উল্লিখিত ক্ষতির বিষয় উল্লেখপূর্বক ১২-০৬-১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়েছে। পরবর্তীতে ১৫-০৯-১৪ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। সন্তোষজনক জবাব না পাওয়ায় ০৪-১২-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র দেয়া হয়। ১৩-০৯-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত জবাবে জানানো হয় যে, বকেয়া আদায়ের লক্ষ্যে ঋণ গ্রহীতাকে তাগাদা প্রদান অব্যাহত আছে। কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় ব্যাংক পাওনা আদায়ের লক্ষ্যে ঋণ গ্রহীতাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। সমুদয় অনাদায়ী অর্থ সত্বর আদায়ে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করে নিরীক্ষাকে জানানোর অনুরোধ জানিয়ে ২৯-১১-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে প্রতিউত্তর দেয়া হয়। অদ্যাবধি আর কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে সমুদয় অনাদায়ী অর্থ সত্বর আদায় অন্যথায় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুঃ ০৪।

শিরোনাম : প্রকল্প ঋণের কিস্তি নিয়মিত আদায় না হওয়ার পরেও ডিমান্ড লোন(ফোর্সড লোন) সৃষ্টি করে দায় বৃদ্ধি, পুন:তফসিলের সুবিধা প্রদান করেও ২য় বন্ধককৃত জামানত অপেক্ষা বেশি ঋণের দায় আদায়ে ব্যর্থতায় মন্দ/কু-ঋণে পরিণত ৭৫৯.২৫ লক্ষ টাকা।

বিবরণ :

সোনালী ব্যাংক লিঃ, স্থানীয় কার্যালয়, মতিঝিল, ঢাকা এর ২০১৩ সালের হিসাব ০২-০২-২০১৪ খ্রিঃ হতে ০৭-০৪-২০১৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে শিল্প ঋণ বিভাগ ও বৈদেশিক বিনিময় বিভাগের গ্রাহক মেসার্স বিগ জিরো এ্যাপারেলস্ লিঃ এর ঋণ নথি ,স্বীকৃত বিল ও হিসাব বিবরণী পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে, মেসার্স বিগজিরো এ্যাপারেলস লিঃ স্থানীয় কার্যালয়ের শিল্প ঋণ বিভাগের অর্থায়নে প্রতিষ্ঠিত শতভাগ রপ্তানিকারী পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠান। সোনালী ব্যাংক রমনা কর্পোরেট শাখা কর্তৃক অর্থায়িত প্রকল্প মেসার্স উডল্যান্ড এ্যাপারেলস লিঃ, মিরপুর, ঢাকা এর নিকট হতে ভাড়া করা ভবনে প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত এবং রমনা শাখায় উডল্যান্ডের বন্ধকীকৃত সম্পত্তি মেসার্স বিগজিরো এ্যাপারেলস লিঃ এর অনুকূলে স্থানীয় কার্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত ঋণের বিপরীতে সম্পৃক্ত করা হয়। নিরীক্ষায় পরিলক্ষিত উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে :

- প্রধান কার্যালয়ের ৩০-০৬-২০০২ খ্রিঃ তারিখের মঞ্জুরিপত্রে যন্ত্রপাতি আমদানি বাবদ সাউথ ইষ্ট ব্যাংকের নিকট সৃষ্ট দায় অধিগ্রহণকালে গ্রাহকের অনুকূলে প্রকল্প ঋণ বাবদ ২২৪.৫০ লক্ষ টাকা ৮ বছর মেয়াদে মঞ্জুরি প্রদান করা হয়। ১ম কিস্তি ৩১-০৩-২০০৪ খ্রিঃ তারিখ হতে আদায়যোগ্য করে কিস্তি পুন:নির্ধারণ করা হয়।
- ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের ০১-১২-২০০৭ খ্রিঃ তারিখের ৩য় সভায় গ্রাহকের অনিয়মিত ফোর্সড লোন ৩৬৩.৩৭ লক্ষ টাকা ও পিএসসি ৪৪.৯৩ লক্ষ টাকা একীভূত করে মোট ৪০৮.৩০ লক্ষ টাকা প্রচলিত সুদে এপ্রিল/২০০৮ হতে আদায়যোগ্য করে ৬ বছর মেয়াদে ২৪ টি ত্রৈমাসিক কিস্তিতে পরিশোধের লক্ষ্যে পুন:তফসিলের অনুমোদন দেয়া হয়। শর্তানুযায়ী স্টকলটকৃত মালামাল রপ্তানি পর প্রত্যাবাসিত সম্পূর্ণ রপ্তানি মূল্য ফোর্সড লোন ব্লক হিসাবে জমা নিশ্চিত হয়নি।
- উভয় ঋণের কিস্তি নিয়মিত আদায় না হওয়ায় ৩০-০৭-২০১০ খ্রিঃ তারিখে গ্রাহকের প্রকল্প ঋণের খেলাপী ৭৭.৯৩ লক্ষ টাকা ও ডিমান্ড লোনের খেলাপী ১৭২.১৪ লক্ষ টাকা শ্রেণীকৃত দায় থাকা অবস্থায় ১৬-০৯-২০১০ খ্রিঃ তারিখে পুন:তফসিলীকরণ পত্র নং-স্থাকা/শিপ্রঅডি/১৬৫৭ এর মাধ্যমে ডাউন পেমেন্ট ব্যতিরেকে প্রকল্প ঋণের বিদ্যমান মেয়াদ ২৮-০৬-২০১০ খ্রিঃ তারিখ হতে ০৩ বছর বৃদ্ধি করে জুন/২০১৩ পর্যন্ত নির্ধারণপূর্বক ১ম কিস্তি মার্চ/২০১১ হতে এবং ডিমান্ড লোনের কিস্তি জুন/২০০১ হতে আদায়যোগ্য করে বিদ্যমান মেয়াদে (৩০-০৪-২০১৪ খ্রিঃ) পুন:তফসিলীকরণ ও চলমান Back to Back ঋণপত্র সুবিধাসহ পিসি সুবিধা অব্যাহত রাখা হয়েছে।
- পুনরায় গ্রাহক কর্তৃক যথাসময়ে পোশাক প্রস্তুতপূর্বক রপ্তানি ব্যর্থতায় গ্রাহকের ৩ টি Back to Back ঋণপত্রের বিল মূল্য গ্রাহক কর্তৃক পরিশোধ না করায় ব্যাংক শাখা ১৪-০৫-২০১২ খ্রিঃ ও ০৯-০৭-২০১২ খ্রিঃ তারিখে গ্রাহকের অনুকূলে ৭৮.০৫ লক্ষ টাকার নতুন ডিমান্ড লোন (ফোর্সড লোন) সৃষ্টি করে মেয়াদোত্তীর্ণ স্বীকৃত বিল মূল্য পরিশোধ করা হয়েছে। স্টকলটকৃত মালামাল বিক্রয়সহ প্রয়োজনে গ্রাহকের নিজস্ব উৎস হতে সৃষ্টিকৃত ডিমান্ড লোন সমন্বয় হয়নি এবং শাখা কর্তৃক যথাযথ মনিটরিং এর মাধ্যমে তা আদায়ের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়নি। ০৫-০৩-২০১৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত গ্রাহকের নিকট হতে উক্ত ঋণের বিপরীতে কোন অর্থই আদায় হয়নি।
- বীমার মেয়াদ ০১-১১-২০১২ খ্রিঃ তারিখে উত্তীর্ণ হলেও নিরীক্ষাকালীন সময় পর্যন্ত তা নবায়ন নিশ্চিত হয়নি। ফলে সহজামানত বিহীন সৃষ্ট ডিমান্ড লোনের বিপরীতে স্টক লটের মালামালসহ প্রকল্পের সম্পদ বীমাহীন ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে। যা ব্যাংক ও কোম্পানী উভয়ের স্বার্থ পরিপন্থী।
- পুন:তফসিলের শর্তানুযায়ী ২ টি কিস্তি খেলাপী হওয়ায় পুন:তফসিল সুবিধা বাতিল করে খেলাপী/অনাদায়ী দায় ৩১-১২-২০১২ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে পরিশোধের লক্ষ্যে গ্রাহকের অনুকূলে শাখা হতে ১১-১২-২০১২ খ্রিঃ তারিখে চূড়ান্ত নোটিশ প্রেরণ করা হলেও কোন টাকা আদায় হয়নি এবং ফেব্রুয়ারি/২০১৪ পর্যন্ত ঋণ আদায়র আদায়ের লক্ষ্যে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।
- ০৫-০৩-২০১৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত প্রকল্প ঋণের আদায়যোগ্য ০৯ টি কিস্তি বাবদ ১০৮.০০ লক্ষ টাকার মধ্যে গ্রাহকের নিকট হতে মাত্র ১১.০০ লক্ষ টাকা আদায় হওয়ায় খেলাপী ৯৭.০০ লক্ষ টাকাসহ ঋণ স্থিতি ১১১.১৬ লক্ষ টাকা মন্দ/কু মানে পরিণত হয়েছে। ডিমান্ড লোন (ব্লক) ১২ টি কিস্তি বাবদ আদায়যোগ্য ৫০০.৪৯ লক্ষ টাকার মধ্যে গ্রাহকের নিকট হতে ১৫.৩৭ লক্ষ টাকা আদায় হওয়ায় খেলাপী স্থিতি ৫১৫.৮৬ লক্ষ টাকাসহ ঋণ স্থিতি ৫৫৯.৮৬ লক্ষ টাকা, ডিমান্ড লোন (নতুন) ও পিএসসি ঋণের যথাক্রমে ৭৮.০৫ লক্ষ ও ১০.১৮ লক্ষ টাকা আদা না হওয়ায় মন্দ/কু মানে পরিণত হয়েছে।
- দ্বিতীয় বন্ধকীকৃত জমি ও যন্ত্রপাতির জামানত মূল্য ৫৪৫.৯৯ লক্ষ টাকা। যন্ত্রপাতির অবচায়িত মূল্য হিসাবে ২০১০ সালের মূল্যায়ন অনুযায়ী ২৪৫.৯৯ লক্ষ টাকা। বর্তমানে পুন:মূল্যায়ন করা হলে তা আরও কম হবে। কিন্তু উক্ত জামানতের বিপরীতে দায় সৃষ্টি হয়েছে ৭৫৯.২৫ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ সম্পদ বিক্রি করেও সমুদয় ঋণ আদায় অনিশ্চিত। ফলে প্রকল্প ঋণ, ডিমান্ড লোন(ব্লক), ডিমান্ড লোন ও পিএসসি ঋণ বাবদ (১১১.১৬ +৫৫৯.৮৬ +৭৮.০৫ +১০.১৮)

৪—

= ৭৫৯.২৫ লক্ষ টাকার মন্দ/কু-ঋণ আদায়ে ব্যর্থতাসহ আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় ব্যাংক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে **(বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট "০৪" তে দেয়া হলো)**। তাছাড়া সহযোগী প্রতিষ্ঠানের নামে প্রথম বন্ধকীর বিপরীতে গৃহীত দায় দেনা সোনালী ব্যাংক, রমনা শাখায় হওয়ায় তা জানা যায়নি।

অনিয়মের কারণ :

- প্রথম বন্ধকীর বিপরীতে ঋণের অবস্থা নিশ্চিত না হয়ে পুন:ঋণ সুবিধা প্রদান।
- আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ না করা|

ফলাফল :

- আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় অদ্যাবধি অনাদায়ী ৭৫৯.২৫ লক্ষ টাকা যা; ব্যাংকের ক্ষতি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- প্রতিষ্ঠানটির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের প্রক্রিয়াধীন আছে।

নিরীক্ষার মন্তব্য :

- দ্বিতীয় বন্ধকীর বিপরীতে ঋণ মঞ্জুর এবং প্রথম বন্ধকীর বিপরীতে ঋণের অবস্থা নিশ্চিত না হয়েই পুন:ঋণ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে দায় বৃদ্ধিতে ব্যাংক স্বার্থ বিবেচনা করা হয়নি। পুন:পুন: ফোর্সড লোন সৃষ্টি করা হলেও জামানত বৃদ্ধির উদ্যোগ নেয়া হয়নি।
- উল্লিখিত ক্ষতির বিষয় উল্লেখপূর্বক ১২-০৬-১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়েছে। পরবর্তীতে ১৫-০৯-১৪ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। সন্তোষজনক জবাব না পাওয়ায় ০৪-১২-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র দেয়া হয়। ১৩-০৯-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত জবাবে জানানো হয় যে, গ্রাহক কর্তৃক পুনঃতফসিলের শর্তাবলী পূরণ করতে না পারায় পুনঃতফসিল সুবিধা বাতিল করে গ্রাহকের বিরুদ্ধে মামলা দায়েরের লক্ষ্যে লিগ্যাল নোটিশ প্রদান করা হয়েছে। সমুদয় অনাদায়ী অর্থ সত্বর আদায়ে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করে নিরীক্ষাকে জানানোর অনুরোধ জানিয়ে ২৯-১১-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে প্রতিউত্তর দেয়া হয়। অদ্যাবধি আর কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- ব্যাংক স্বার্থ পরিপন্থী এ ধরণের ঋণ মঞ্জুরের জন্য দায়-দয়িত্ব নির্ধারণসহ সমুদয় জামানত অতিরিক্ত দায় সত্তর আদায় নিশ্চিত করা অন্যথায় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুঃ ০৫।

শিরোনাম : চুক্তিপত্রের বিপরীতে মূল রপ্তানী এলসি না পাওয়া, বার বার Back to Back এলসি সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে সৃষ্ট ডিমান্ড লোন একাধিকবার পুনঃতফসিল করা সত্ত্বেও আদায় না হওয়ায় প্রকল্প ঋণ ও অন্যান্য দায়ের ৯০৭১.৩৯ লক্ষ টাকা আদায় অনিশ্চিত।

বিবরণ :

সোনালী ব্যাংক লিঃ, স্থানীয় কার্যালয়, ঢাকা এর ২০১৩ সালের বাণিজ্যিক হিসাব ০২-০২-২০১৪ খ্রিঃ হতে ০৭-০৪-২০১৪ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে নিরীক্ষায় শিল্প ঋণ বিভাগের গ্রাহক মেসার্স পদ্মা পলিকটন নীট ফেব্রিক্স লিঃ এর নথিপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- ২৯-০১-১৯৯৪ খ্রিঃ তারিখে গ্রাহক প্রকল্প ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে ব্যবসা শুরু করে এবং প্রথম গ্রহণকৃত ঋণটি সমন্বয় করে ০৪-১০-২০০৬ খ্রিঃ তারিখে ৮১:১৯ ঋণ ইকুইটি অনুপাতে ৫ (পাঁচ) বছর মেয়াদে ১০.৫০ কোটি টাকা প্রকল্প ঋণ নতুন করে মঞ্জুরী প্রদান করা হয় এবং সর্বশেষ ২৯-০৩-২০১২খ্রিঃ তারিখে গ্রাহককে ২০.০০ কোটি টাকার সিসি(হাঃ) ঋণ নবায়ন সুবিধা দেয়া হয়। ২৩-৫-২০০৯ খ্রিঃ তারিখে গ্রাহককে ৩৬.০০ কোটি হতে বৃদ্ধি করে ৫০.০০ কোটি টাকা Back to Back এলসি সুবিধা প্রদান করা হয়।
- গ্রাহক চুক্তিপত্রের বিপরীতে রপ্তানী ঋণপত্র স্থাপন না করতে পেরে মালামাল রপ্তানী করতে ব্যর্থ হয়, ফলে গ্রাহকের Back to Back এলসির বিপরীতে নিশ্চয়তা প্রদানকৃত বিলগুলি ফোর্সড লোন সৃষ্টির মাধ্যমে পরিশোধ করা হয়। গ্রাহকের নামে ০১-১১-০৯ খ্রিঃ তারিখে সৃষ্টিকৃত ৯,৭৮,৭০,৭২১ টাকার ডিমান্ড লোন-১ এর দায় আদায় না হওয়া সত্ত্বেও নতুন করে বার বার Back to Back এলসি সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে নন- ফান্ডেড দায় বৃদ্ধি করা হয়েছে। ০৬-০৭-১০ খ্রিঃ তারিখে ১৪ টি, ১১-০৭-১০ খ্রিঃ তারিখে ০৬ টি, ১২-০৭-১০ খ্রিঃ তারিখে ০৩ টি এরূপভাবে বিভিন্ন তারিখে ১০১ টি স্বীকৃত বিলের দায় ১৩,৪৯,৭৭,৬৬৫ টাকা ফোর্স ফোর্সড লোন সৃষ্টির মাধ্যমে পরিশোধ করা হয়। গ্রাহকের উক্ত দায় আদায় না হওয়া সত্ত্বেও পুনরায় নিয়ন্ত্রণহীনভাবে Back to Back এলসি সুবিধা প্রদান করা হয়। ফলে রপ্তানী ব্যর্থতার কারনে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ১৮৪ টি বিলের বিপরীতে ৩৪,৬০,১৩,১৭৫ টাকার ফোর্সড লোন সৃষ্টির মাধ্যমে পরিশোধ করা হয়। গ্রাহকের বর্তমানে ডিমান্ড লোনে মোট দায় (৩,৩২,২৭,৮০৮+ ১৩,৩৬,১২,০০৪+ ৩৭,৬৪,৮৬,১৬৬) = ৫৪,৩৩,২৫,৯৭৮ টাকা।
- শাখার ০১-০৬-২০০৯ খ্রিঃ তারিখের পত্রের ৩ নং পৃষ্ঠায় Back to Back এলসি লিমিটের শর্ত নং-২ এ বলা হয়েছে ১ম শ্রেণীর বিদেশী ব্যাংক কর্তৃক ইস্যুকৃত বৈধ এবং হেজার্ডাস ক্লজমুক্ত ঋণপত্রের বিপরীতে Back to Back ঋণপত্র খোলা যাবে, কিন্তু উক্ত শর্তের পরিপন্থীভাবে গ্রাহককে চুক্তিপত্রের বিপরীতে Back to Back সুবিধা প্রদান করা হয়। লোন লায়াবিলিটি ষ্টেটমেন্ট এর ক্রমিক-১২৬ হতে ১৮৪ পর্যন্ত বিলগুলি চুক্তিপত্র নং-PADMA/ SL/027 Dated: September 4.2011এর বিপরীত।
- শাখার ০৫-০২-২০১১ খ্রিঃ তারিখের পত্রের ক্রমিক ২ এর (ক) হতে দেখা যায় স্টক লট ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে বিক্রী করে ব্লক একাউন্টে জমা করতে হবে, আলোচ্য ক্ষেত্রে তা করা হয়নি| (গ) তে বলা হয়েছে ভবিষ্যতে যাতে ডিমান্ড লোন না হয় সেদিকে শাখাকে মনিটর করা হবে, শাখা থেকে উক্ত শর্ত পরিপালন না করে পূর্বের ফোর্সড লোন আদায় না করে নতুন করে Back to Back এলসি সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে নতুন করে ১৮৪ টি বিলের বিপরীতে ৩২,৪৩,৬৫,০৯৩ টাকা ফোর্স লোন সৃষ্টি করা হয়েছে; যা শর্তের পরিপন্থী।
- শাখার ৩০-১২-২০১২ খ্রিঃ তারিখের পুনঃতফসিলের পত্রের শর্ত নং-২ হতে দেখা যায় এখানে সুস্পষ্টভাবে বলা আছে নতুন সৃষ্টিতব্য ব্লক ঋণের ক্ষেত্রে ৩ টি মাসিক কিস্তি এবং ডিমান্ড লোন ব্লক-১ ও ২ এর ক্ষেত্রে পর পর ২ টি কিস্তি প্রদানে ব্যর্থ হলে পুনঃতফসিল সুবিধা বাতিল বলে গণ্য হবে, দায় দেনা আদায়ে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। ডিমান্ড লোন-১, ২ ও ৩ এর অনাদায়ী কিস্তির টাকার পরিমাণ যথাক্রমে ৩,২০,৬০,০০০, ৮,৯৭,০৮,১২১ ও ৩৬,৭০,৫২,৮৯০ টাকা যার প্রতিটি কয়েকটি কিস্তির সমান। তথাপি আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।
- শাখার ১৫-০৯-২০১৩ খ্রিঃ এর পত্র হতে দেখা যায় গ্রাহক বর্তমানে অন্য ব্যাংকের মাধ্যমে ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে, তথাপি ঋণের দায় আদায়ে ব্যবস্থা গ্রহণ না করে নতুন করে ঋণ পুনঃতফসিলের সুপারিশ করা হয়। ৫% ডাউন পেমেন্ট বাবদ নগদে ৪,৩৫,৫৫,০০০ টাকা জমা করার শর্তে বাংলাদেশ ব্যাংকের অনাপত্তিতে ৩১-১২-২০১৪ খ্রিঃ তারিখ মেয়াদে পুনঃতফসিল সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। ০৩-০৩-২০১৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত গ্রাহক কর্তৃক ডাউন পেমেন্ট বাবদ কোন টাকা জমা করা হয়নি।
- গ্রাহক প্রকল্প ও সিসি(হাঃ) ঋণের টাকা নামে মাত্র জমা প্রদান করায় ঋণের দায় ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রকল্প ঋণ বাবদ গ্রাহকের নিকট বকেয়া-১৪,৬৬,৬৪,৩৪৮ টাকা ও সিসি(হাঃ) ঋণের বকেয়া ২১,৭১,৪৮,৪৫০ টাকা যা লিমিট অপেক্ষা ১,৮৭,৭৪,৩৪৮ টাকা ও ১,৭১,৪৮,৪৫০ টাকা বেশী। গ্রাহক অন্য ব্যাংকের মাধ্যমে ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনা করায় ঋণের দায় আদায় অনিশ্চিত।

- ফলে ০৩-০৩-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে প্রকল্প ঋণ ও অন্যান্য দায় দাঁড়ায় (১৪,৬৬,৬৪,৩৪৮ + ২১,৭১,৪৮,৪৫০ + ৩,৩২,২৭,৮০৮ + ১৩,৩৬,১২,০০৪ + ৩৭,৬৪,৮৬,১৬৬) = ৯০,৭১,৩৮,৭৭৬ টাকা। **(বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট "০৫" তে দেয়া হলো)।**

অনিয়মের কারণ :

- বারবার Back to Back এলসি সুবিধা প্রদান।
- একাধিকবার পুর:তফসিল করেও আদায়ে ব্যর্থতা।

ফলাফল :

- Back to Back এলসি সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে সৃষ্টিকৃত ডিমান্ড লোন একাধিকবার পুনঃতফসিল করা সত্ত্বেও আদায় না হওয়ায় প্রকল্প ঋণ ও অন্যান্য দায়সহ ৯০,৭১,৩৮,৭৭৬ টাকা অনাদায়ী যা; ব্যাংকের ক্ষতি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- বাংলাদেশ ব্যাংকের ৫% ডাউন পেমেন্ট নগদ গ্রহণপূর্বক পুন:তফসিলের তারিখ হতে সর্বোচ্চ ১২ মাস বৃদ্ধি করে ৩১-১২-২০১৪ খ্রিঃ মেয়াদে পুন:তফসিলের ক্ষেত্রে অনাপত্তি প্রদান করা হয়েছে। লেজার বকেয়া ৮৭.১১ কোটি টাকার ১০% ডাউন পেমেন্ট বাবদ ৮.৭১ কোটি টাকার মধ্যে ঋণ গ্রহীতা ৫.০০ লক্ষ টাকা নগদে পরিশোধ করেছে। ডিমান্ড লোন ব্লক-৩ এর ৩৪.৬০ কোটি টাকার মধ্যে রপ্তানির প্রত্যাবাসিত মূল্য হতে ৩.৫৯ কোটি টাকা সমন্বয়ের পর অবশিষ্ট ৩১.০১ কোটি টাকা এবং ডিমান্ড লোন-১ ও ২ পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদনক্রমে সেপ্টেম্বর/২০১৩ মেয়াদে পুনঃতফসিল করা হয়। পুনঃতফসিলোত্তর ২.৩৬ কোটি টাকা আদায় হয়েছে।

নিরীক্ষার মন্তব্য :

- জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সহায়ক নয়। কারণ বার বার চুক্তিপত্রের বিপরীতে রপ্তানী এলসি স্থাপন না করা সত্ত্বেও Back to Back সুবিধা প্রদান এবং বার বার রপ্তানী ব্যর্থতা সত্ত্বেও এলসি সুবিধা প্রদান গ্রহণযোগ্য নয়। গ্রাহক বাংলাদেশ ব্যাংকের শর্তানুযায়ী আপত্তি প্রদানকৃত তারিখ পর্যন্ত ডাউন পেমেন্ট জমা প্রদান করেন নাই। গ্রাহকের সাথে বর্তমানে ব্যাংকের কোন সম্পর্ক না থাকা সত্বেও ঋণটি আদায়ের জন্য আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ করা জরুরী ছিল, যা করা হয়নি।
- উল্লিখিত ক্ষতির বিষয় উল্লেখপূর্বক ১২-০৬-১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়েছে। পরবর্তীতে ১৫-০৯-১৪ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। সন্তোষজনক জবাব না পাওয়ায় ০৪-১২-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র দেয়া হয়। ১৩-০৯-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত জবাবে জানানো হয় যে, গ্রাহক কর্তৃক আবেদনের প্রেক্ষিতে ডাউন পেমেন্ট শর্তের ভিত্তিতে পুনঃতফসিলের অনুমোদন দেয়া হলেও ডাউন পেমেন্ট পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় পাওনা পরিশোধের লক্ষ্যে গ্রাহককে চূড়ান্ত নোটিশ প্রদান করা হয়েছে এবং লিগ্যাল নোটিশ প্রদানের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন। সমুদয় অনাদায়ী অর্থ সত্বর আদায়ে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করে নিরীক্ষাকে জানানোর অনুরোধ জানিয়ে ২৯-১১-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে প্রতিউত্তর দেয়া হয়। অদ্যাবধি আর কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে সমুদয় অনাদায়ী অর্থ সত্বর আদায় অন্যথায় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুঃ ০৬।

শিরোনাম : দীর্ঘদিন যাবত ব্যাংকের সাথে কোন লেনদেন না করা সত্ত্বেও খেলাপী গ্রাহকের নিকট হতে ঋণের অর্থ আদায়ের জন্য আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় ৩৪৪.২২ লক্ষ টাকা ক্ষতি।

বিবরণ :

সোনালী ব্যাংক লিঃ, স্থানীয় কার্যালয়, ঢাকা এর ২০১৩ সালের হিসাব ০২-০২-২০১৪ খ্রিঃ হতে ০৭-০৪-২০১৪ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে নিরীক্ষায় শিল্প ঋণ বিভাগের গ্রাহক মেসার্স এ্যাজাইল স্টীচ লিঃ এর নথিপত্র যাচাইকালে পরিলক্ষিত হয় যে,

- স্থানীয় কার্যালয় শিল্পঋণ বিভাগের পত্র নং-স্থাঃকাঃ/শিঋবি/২৮৭৯ তারিখ ১৬-১১-২০০২ খ্রিঃ এর মাধ্যমে গ্রাহককে একটি এমব্রয়ডারী শিল্প স্থাপনের লক্ষ্যে ৫০:৫০ ঋণ ইকুইটি অনুপাতে ১,৭০,৬৬,০০০ টাকা (নির্মাণকালীন সুদ ৯,৬৬,০০০ টাকাসহ) ৮ বছর মেয়াদে প্রকল্প ঋণ মঞ্জুর করা হয় এবং জামানতের পরিমাণ বৃদ্ধি না করেই স্থাঃকাঃ/শিঋবি/৪১ তারিখঃ ০৪-০১-২০০৬ খ্রিঃ এর মাধ্যমে ১৫,০০,০০০ টাকা সিসি(হাঃ) ঋণ মঞ্জুরী প্রদান করা হয়।
- গ্রাহক মঞ্জুরীপত্রের শর্ত মোতাবেক ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হলে পত্র নং স্থাকা/শিঋবি/৫৩৫ তারিখঃ ২৭-০৩-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে প্রকল্প ঋণটির মেয়াদ ২ (দুই) বছর বৃদ্ধিপূর্বক ৩০শে সেপ্টেম্বর/২০০৭খ্রিঃ হতে ১ম কিস্তি আদায়যোগ্য করে পুনঃতফসিল করা হয় এবং স্থাকা/শিপ্রঅবি/১৬৩৮ তারিখঃ ১৬-০৯-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে ১৫-০৯-২০০৯ খ্রিঃ মেয়াদে সিসি(হাঃ) ঋণটি সর্বশেষ নবায়ন প্রদান করা হয়।
- পুনঃতফিসলে শর্ত দেয়া হয় (ক) ক্যাশ ক্রেডিট ঋণ হিসাবে-১ বছরে টার্ণওভার কমপক্ষে ২ গুণ করতে হবে, যা করা হয়নি। (ঙ) তে বলা হয়েছে যে কোন ২ (দুই) টি কিস্তি সময়মত পরিশোধে ব্যর্থ হলে প্রদত্ত সুবিধা বাতিল বলে গণ্য হবে (চ) তে বলা হয়েছে আদায়যোগ্য কিস্তির জন্য সমপরিমাণ চেক গ্রাহক হতে গ্রহণ করতে হবে, গ্রহণকৃত চেক নির্ধারিত সময়ে উপস্থাপনের পর বাউন্স হলে কালবিলম্ব না করে ঋণ গ্রহীতার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- পুনঃতফসিল করার পর গ্রাহক সামান্য কিছু লেনদেন করলেও প্রায় সাড়ে চার বৎসর যাবত ব্যাংকের সাথে কোন লেনদেন করেনি। সিসি(হাঃ) ও প্রকল্প ঋণ ২ (দুই) টির মেয়াদ ১৫-০৯-২০০৯ খ্রিঃ ও ১৬-০৫-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে শেষ হয়েছে। লিমিট অপেক্ষা (অনারোপিত সুদ ব্যতীত) ৩,৩৪,০৩৯ টাকা ও ৫৭,৯১,৯৩৩ টাকা বেশী হয়েছে। এছাড়াও অনারোপিত সুদ ৩০-০৯-২০১৩ খ্রিঃ পর্যন্ত ১২,৪১,৯৬৬ ও ৯৪,১৩,০২২ টাকা রয়েছে, গ্রহণকৃত চেক আদায়ের জন্য কখনো উপস্থাপন করা হয়নি। শাখা কর্তৃপক্ষ গ্রাহকের নিকট হতে ঋণের টাকা আদায় করার জন্য শর্ত মোতাবেক অর্থ ঋণ আইন-২০০৩ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় বর্ণিত টাকা ক্ষতিতে পরিণত হয়েছে।
- ফলে প্রায় সাড়ে চার বছর যাবত ব্যাংকের সাথে কোন লেনদেন না করা সত্ত্বেও খেলাপী গ্রাহকের নিকট হতে ঋণের টাকা আদায়ের জন্য আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় (৩,১৩,০৪,৯৫৫ +৩০,৭৬,০০৫ +৪১,০৬১) = ৩,৪৪,২২,০২১ টাকা ক্ষতিতে পরিণত হয়েছে। **(বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট "০৬" তে দেয়া হলো)**।

অনিয়মের কারণ :

- জামানতের পরিমাণ বৃদ্ধি না করেই ঋণ প্রদান।
- আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ না করা।

ফলাফল :

- কোন প্রকার আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় অদ্যাবধি ঋণের অনাদায়ী ৩,৪৪,২২,০২১ টাকা যা; ব্যাংকের ক্ষতি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- প্রকল্প ঋণের অনাদায়ী কিস্তি এবং সিসি হিসাবের সীমাতিরিক্ত দায় পরিশোধ করে হিসাবটি নিয়মিতকরণের লক্ষ্যে ঋণ গ্রহীতাকে লিখিত ও মৌখিকভাবে বার বার তাগাদা প্রদান করা হলেও ঋণ গ্রহীতা কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। তদপ্রেক্ষিতে পাওনা আদায়ের লক্ষ্যে ব্যাংক মনোনীত আইনজীবী জনাব মোঃ সহিদুর রহমান খানকে ঋণ গ্রহীতাদের বিরুদ্ধে লিগ্যাল নোটিশ প্রেরণের জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে। ঋণ গ্রহীতা ব্যাংক পাওনা পরিশোধে এগিয়ে না আসলে অতি শীঘ্রই তাদের বিরুদ্ধে আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

নিরীক্ষার মন্তব্য :

- জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সহায়ক নয়। কারণ দীর্ঘদিন যাবৎ কোন লেনদেন না করা সত্ত্বেও খেলাপী গ্রাহকের বিরুদ্ধে আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ না করে মূলতঃ কালক্ষেপণ এর মাধ্যমে গ্রাহককে সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।
- উল্লিখিত ক্ষতির বিষয় উল্লেখপূর্বক ১২-০৬-১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়েছে। পরবর্তীতে ১৫-০৯-১৪ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। সন্তোষজনক জবাব না পাওয়ায় ০৪-১২-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র দেয়া হয়। ১৩-০৯-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত জবাবে জানানো হয় যে, গ্রাহকের আবেদনের প্রেক্ষিতে প্রকল্প ঋণ হিসাব পুনঃতফসিলের অনুমোদন দেওয়া হলেও পুনঃতফসিলের শর্তাবলী পরিপালন না করায় প্রকল্প ঋণের অনাদায়ী কিস্তি এবং সিসি হিসাবের সীমাতিরিক্ত দায় পরিশোধ করে হিসাবটি নিয়মিতকরণের লক্ষ্যে ঋণ গ্রহীতাকে লিখিত ও মৌখিকভাবে বার বার তাগাদা প্রদান করা হয়েছে। পাওনা আদায়ের লক্ষ্যে ঋণ গ্রহীতাদের বিরুদ্ধে লিগ্যাল নোটিশ প্রদান করা হয়েছে। অতি শীঘ্রই আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। সমুদয় অনাদায়ী অর্থ সত্বর আদায়ে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করে নিরীক্ষাকে জানানোর অনুরোধ জানিয়ে ২৯-১১-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে প্রতিউত্তর দেয়া হয়। অদ্যাবধি আর কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে সমুদয় অনাদায়ী অর্থ সত্বর আদায় অন্যথায় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুঃ ০৭।

শিরোনাম: কু-ঋণে (Bad Loan) পরিণত প্রকল্প ঋণ, সিসি(হাইপো) ও এলটিআর দায় সীমাতিরিক্ত ও মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়ায় ঋণ আদায় অনিশ্চিত ৯০১.১৯ লক্ষ টাকা।

বিবরণ :

সোনালী ব্যাংক লি:, স্থানীয় কার্যালয়, মতিঝিল, ঢাকা এর ২০১৩ সালের হিসাব ০২-০২-২০১৪ খ্রি: হতে ০৭-০৪-২০১৪ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে গ্রাহক মেসার্স এ এম এ জিপার কোং লিমিটেড এর ঋণ নথি,এলটিআর সংশ্লিষ্ট নথি ও হিসাব বিবরণী পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে, গাজীপুর সদর, গাজীপুরে জিপার (রপ্তানীমুখী গার্মেন্টস শিল্পের এ্যাক্সোসরিজ) উৎপাদনকারী শিল্প ইউনিট স্থাপনের লক্ষ্যে ব্যাংক কর্তৃক ৫০:৫০ ঋণ ইকুইটি অনুপাতে ৪৪২.৫০ লক্ষ টাকা স্থায়ী মূলধন খাতে (আইডিপিসিসহ) প্রকল্প ঋণ স্থানীয় কার্যালয় কর্তৃক ১৬-০৭-২০০৬ খ্রি: তারিখে ০৮ বছর মেয়াদে মঞ্জুর করা হয়। মঞ্জুরীপত্রে ২৮ টি ত্রৈমাসিক কিস্তিতে প্রকল্প ঋণ এবং ৫ টি বার্ষিক কিস্তিতে আইডিসিপি ঋণ বিতরণের ১ম তারিখের ১৫তম মাস হতে নিয়মিত কিস্তিতে পরিশোধের শর্তারোপ করা হয়। নিরীক্ষাকালে আরও পরিলক্ষিত হয় যে,

- নিদির্ষ্ট সময়ে প্রকল্পের বাস্তবায়ন সম্পন্ন না হওয়ায় ১২-০৮-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে প্রকল্প ঋণের বিদ্যমান মেয়াদ ১৫-০৭-২০১৪ খ্রিঃ তারিখ অপরিবর্তীত রেখে গ্রেস পিরিয়ড ১২ মাস হতে বৃদ্ধি করে ২৪ মাস এবং ০৯-০৯-২০০৯ খ্রিঃ তারিখে প্রকল্পের মেয়াদ ২ বছর বৃদ্ধি করে ১৪-০৮-২০১৭ খ্রিঃ পর্যন্ত নির্ধারণপূর্বক পুন:তফসিলীকরণ করা হয়।
- কিন্তু গ্রাহকের নিকট হতে কিস্তির অর্থ আদায়ে ব্যাংক শাখা ব্যর্থ হলেও পুন:তফসিলের শর্ত অনুযায়ী পুন:তফসিল সুবিধা বাতিল না করে গ্রাহককে সুযোগ প্রদান করা হয়েছে।
- ঋণ হিসাবটি যথাযথভাবে মনিটরিং না করায় ৩১-১২-২০১৩ খ্রি: তারিখে প্রকল্প ঋণের আদায়যোগ্য ১৬ টি কিস্তি বাবদ ৩৪৪.৮৫ লক্ষ টাকার মধ্যে গ্রাহকের নিকট হতে মাত্র ৮.১৬ লক্ষ টাকা আদায় হওয়ায় অনাদায়ী স্থিতি ৩৩৬.৬৯ লক্ষ টাকাসহ ঋণ দায় স্থিতি ৬১৫.৪৯ লক্ষ টাকা কু মানে পরিণত হয়েছে। গ্রাহক কর্তৃক উক্ত ঋণ হিসাবে সর্বশেষ ২৬-০৭-২০১০ খ্রি: তারিখে ২০ হাজার টাকা জমা করা হয়েছে। আইডিসিপির কোন অর্থই আদায় না হওয়ায় হিসাবটি নিম্নমানে পরিণত হয়েছে।
- গ্রাহকের আবেদনের প্রেক্ষিতে সোনালী ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের ৭৬তম সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক স্থানীয় কার্যালয় কর্তৃক ১৯-০৪-২০০৯ খ্রি: তারিখে পত্র নং স্থা:কা:/শিপ্রঅডি/৭০০ এর মাধ্যমে গ্রাহকের অনুকূলে ১ বছর মেয়াদে ১৫০.০০ লক্ষ টাকার সিসি হাইপো ঋণ এবং ক্যাশ এলসি লিমিট ১৫০.০০ লক্ষ টাকা(সর্বোচ্চ ৫০.০০ লক্ষ টাকা ৯০ দিনের লিম সুবিধাসহ) মঞ্জুর করা হয়।
- কিন্তু গ্রাহকের সিসি ঋণ হিসাবে ৩১-১২-২০০৯ খ্রিঃ তারিখে সীমাতিরিক্ত (১,৫৪,৯৯,৮৯৯.৪৪-১,৫০,০০,০০০.০০) = ৪,৯৯,৮৯৯.৪৪ টাকা আদায় না করে অনিয়মিতভাবে ০৬-০১-২০১০ খ্রিঃ হতে ০২-০৩-২০১০ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে ৪ টি চেকের বিপরীতে ১৫,২০,০০০ টাকা ঋণ উত্তোলনের সুযোগ প্রদান করা হয়েছে। গ্রাহক কর্তৃক সর্বশেষ উক্ত হিসাবে ২৮-০৩-২০১০ খ্রিঃ তারিখে ৩২,৪৯০ টাকা জমা করা হয়েছে। ব্যাংক শাখা কর্তৃক মজুদ পণ্যের পরিদর্শন করা হয়নি। এমনকি প্রতি মাসে মজুদ পণ্যের বিবরণী সংগ্রহও করা হয়নি। সিসি হাইপো ঋণ হিসাবে ঋণ সীমার কমপক্ষে ২ গুণ লেনদেন নিশ্চিত হয়নি। ১০-০৩-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে সিসি ঋণের সীমাতিরিক্ত ও মেয়াদোত্তীর্ণ দায় ২০৬.২৮ লক্ষ টাকা আদায়ে ব্যর্থতায় হিসাবটি নিম্নমানে শ্রেণীকৃত করা হয়েছে।
- এলটিআর ১৮০ দিন মেয়াদের মধ্যে পরিশোধের শর্তারোপ করা হলেও এলসি নং-০৩৩০০৯০১০৬২৬ এর বিপরীতে সম্পূর্ণ অর্থ পরিশোধ না করায় ২৫-১০-২০০৯ খ্রিঃ তারিখে ১৩,২২,০৩১ টাকার এলটিআর সৃষ্টি করা হয়। সর্বমোট এলটিআর দায় ৪৯.০২ লক্ষ টাকা অসমন্বিত অবস্থায় ২৮-০২-২০১০ খ্রিঃ তারিখে এলসি নং ০৩৩০১০০১০০১৭ এর বিপরীতে ৩৯,৯৫,২৬৬ টাকার এলটিআর দায় গ্রাহকের অনুকূলে সৃষ্টি করা হয়।
- প্রকল্প, আইডিসিপি, সিসি হাইপো ঋণ ও এলটিআর মোট দায় (৬১৫.৪৯+ ১১.৭৯+ ২০৬.২৮ +৬৭.৬৩) = ৯০১.১৯ লক্ষ টাকা আদায়ে ব্যর্থতায় ব্যাংক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। **(বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট "০৭" তে দেয়া হলো)**।
- ২৩-০৯-২০১২ খ্রিঃ তারিখের পরিদর্শন প্রতিবেদন অনুযায়ী গ্রাহকের বন্ধকীকৃত ভূমি ও নির্মাণাদির তাৎক্ষণিক বিক্রয় মূল্য নির্ণীত হয়েছে ২০২.৬৮ লক্ষ টাকা। যার বিপরীতে হালনাগাদ সুদারোপ ব্যতীত দায় ৯০১.১৯ লক্ষ টাকা আদায় অনিশ্চিত।
- কিন্তু উক্ত দায়সমূহ পরিশোধ না করা সত্ত্বেও পুনরায় আমদানি এলসি স্থাপন সুবিধা প্রদান এবং ০৪-০৯-২০১০ খ্রিঃ তারিখে এলসি নং ০৩৩০০৯০১০২৮৯ এর বিপরীতে পুনরায় ১৩,৩০,০৫০ টাকার এলটিআর দায় সৃষ্টি করা হয়েছে। গ্রাহকের নিকট হতে সীমাতিরিক্ত ও মেয়াদোত্তীর্ণ এলটিআর এর ৬৭.৬৩ লক্ষ টাকার দায়সমূহ আদায় না হওয়ায় মন্দ/কু মানে পরিণত হয়েছে। আমদানিকৃত মালামালের স্টক পজিশন নথিতে পাওয়া যায়নি।

অনিয়মের কারণ :

- এলটিআর দায় পরিশোধ না করা সত্ত্বেও আমদানি এলসি সুবিধা প্রদান।
- ঋণ হিসাব যথাযথভাবে মনিটরিং না করা।

ফলাফল :

- আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় অদ্যাবধি প্রকল্প, আইডিসিপি, সিসি হাইপো ঋণ ও এলটিআর মোট দায় ৯০১.১৯ লক্ষ টাকা অনাদায়ী যা; ব্যাংকের ক্ষতি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- ঋণ সীমার আওতায় গ্রহীতার অনুকূলে ১৩১.২০ লক্ষ টাকার এলটিআর সৃষ্টি করা হয় এবং গ্রাহক উক্ত এলটিআর হিসাবসমূহে ৫৯.৯৩ লক্ষ টাকা জমা করেছেন। পরবর্তীতে ব্যবসায়িক ব্যর্থতার প্রেক্ষিতে গ্রাহক তার এলটিআর হিসাবে টাকা জমা দানে ব্যর্থ হয়েছেন এবং বর্তমানে তার এলটিআর হিসাবে ৬৭.৬৩ লক্ষ টাকা দায় রয়েছে। শ্রেণীকৃত দায় আদায়ে গ্রাহকের সংগে যোগাযোগ অব্যাহত আছে। বকেয়া আদায়ে ব্যর্থতায় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

নিরীক্ষার মন্তব্য :

- জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সহায়ক নয়। কারণ প্রকল্প ঋণের কিস্তি আদায় সন্তোষজনক না হওয়া সত্ত্বেও সীমাতিরিক্ত সিসি হাইপো ও এলটিআর দায় সৃষ্টি করে গ্রাহককে সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু জামানত বৃদ্ধি করা হয়নি এবং শর্তানুযায়ী ঋণ আদায় নিশ্চিত হয়নি।
- উল্লিখিত ক্ষতির বিষয় উল্লেখপূর্বক ১২-০৬-১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। পরবর্তীতে ১৫-০৯-১৪ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। সন্তোষজনক জবাব না পাওয়ায় ০৪-১২-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র দেয়া হয়। ১৩-০৯-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত জবাবে জানানো হয় যে, পাওনা আদায়ের লক্ষ্যে ঋণ গ্রহীতার বিরুদ্ধে অর্থ ঋণ আদালতে মামলা দায়ের করার জন্য ব্যাংক মনোনীত আইনজীবীর সাথে যোগাযোগ অব্যাহত আছে। শীঘ্রই মামলা দায়ের করা হবে। সমুদয় অনাদায়ী অর্থ সত্বর আদায়ে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করে নিরীক্ষাকে জানানোর অনুরোধ জানিয়ে ২৯-১১-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে প্রতিউত্তর দেয়া হয়। অদ্যাবধি আর কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে সমুদয় অনাদায়ী অর্থ সত্বর আদায় অন্যথায় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুঃ ০৮।

শিরোনাম : বার বার পুনঃতফসিলের সুবিধা প্রদান করেও প্রকল্প ঋণ ও ডিমান্ড লোন(সিসি ব্লক) এর দায় নিয়মিত আদায় না হওয়া সত্ত্বেও একাধিকবার ফোর্সড লোন সৃষ্টি করে দায় বৃদ্ধি, রপ্তানি ব্যর্থতার পরও ঋণপত্রের সুবিধা প্রদানকালে জামানত বৃদ্ধি না করায় জামানতের ২ গুণ বেশি ঋণের দায় ১৬৩৯.৩৩ লক্ষ টাকা বন্ধ কারখানার বিপরীতে আদায় অনিশ্চিত।

বিবরণ :

সোনালী ব্যাংক লি:, স্থানীয় কার্যালয়, মতিঝিল, ঢাকা এর ২০১৩ সালের হিসাব ০২-০২-২০১৪ খ্রি: হতে ০৭-০৪-২০১৪ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে গ্রাহক মেসার্স আল প্যাকা সুয়েটার (প্রা:) লি: এর প্রকল্প ঋণ নথি ,স্বীকৃত বিল,পিসি নথি ও হিসাব বিবরণী পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে, তালতলী, বিকেবাড়ি, মির্জাপুর, গাজীপুর নামক স্থানে একটি সুয়েটার শিল্প ইউনিট স্থাপনকল্পে প্রধান কার্যালয় হতে ২৯-১০-২০০১ খ্রি: তারিখে ৪৫:৫৫ ঋণ ইকুইটি অনুপাতে ২৮৫.০০ লক্ষ টাকা প্রকল্প ঋণ মঞ্জুর করা হয়। পরবর্তীতে প্রকল্পের বাণিজ্যিক উৎপাদনে সহয়তার জন্য ২৫-১০-২০০৪ খ্রি: তারিখে ৮০.০০ লক্ষ টাকার সিসি হাইপো সীমা মঞ্জুরি দেয়া হয়। নিরীক্ষাকালে আরও পরিলক্ষিত হয় যে,

- ০৬-০৬-২০০৫ খ্রি: তারিখে প্রকল্প ঋণের মেয়াদ ৫ বছর বৃদ্ধিপূর্বক ৩০-০৯-২০১৪ খ্রিঃ পর্যন্ত এবং ০৮-০৭-২০০৯ খ্রিঃ তারিখে আরো ৫ বছর বৃদ্ধিপূর্বক ৩০-০৯-২০১৯ খ্রিঃ পর্যন্ত করে পুন:তফসিলীকরণ করা হয়। সিসি হাইপো হিসাবে আরোপিত ও অনারোপিত সুদ আদায়/সমন্বয় না করে সুদবাহী ডিমান্ড লোন হিসাবে ৫ বছর মেয়াদে পুন:তফসিলীকরণ করা হয়েছে।
- ঋণসমূহ আদায় না করে ব্যাংক পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক ২০-০৯-২০১০ খ্রি: ও ০৪-০৮-২০১১ খ্রিঃ তারিখে ২ (দুই) দফায় ঋণসমূহ পুনর্গঠন এবং ডিমান্ড লোন হিসাবের (নতুন) মেয়াদ ০৩ বছর বৃদ্ধি করে পুনঃতফসিলীকরণ অনুমোদন করা হয়।
- স্থানীয় কার্যালয়ের ০৪-১২-২০১২ খ্রি: তারিখের পত্র নং স্থাকা/শিপ্রঅডি/১৮০৩ এর মাধ্যমে গ্রাহকের অনুকূলে বিদ্যমান সিসি হাইপো সীমা ৮০.০০ লক্ষ টাকা ১ বছর মেয়াদে নবায়ন এবং নবায়ন না হওয়া পর্যন্ত ঋণ হিসাবে বিধি সম্মতভাবে পরিচালিত অন্তর্বর্তীকালীন লেনদেন অনুমোদন এবং চলতি মূলধন Back to Back সীমা ১২.০০ কোটি টাকা ও পিএসসি সীমা ১.৫০ কোটি টাকা মঞ্জুরী প্রদান করা হয়। কিন্তু ঋণ সীমা আবৃত করে জামানত বৃদ্ধি করা হয়নি।
- মঞ্জুরিকৃত ৮ বছর মেয়াদী প্রকল্পের মেয়াদ দু'দফায় মোট ১০ বছর বৃদ্ধি এবং বার বার পুন:তফসিলের সুবিধা প্রদান করা হলেও ঋণ হিসাবের আদায় কার্যক্রম নিবিড়ভাবে মনিটরিং না করায় ঋণ হিসাবসমূহ শ্রেণিকৃত হয়েছে কিন্তু পুন:তফসিলের শর্তানুযায়ী গ্রাহক ২ টি কিস্তি খেলাপী হলেই পুন:তফসিলের সুবিধা বাতিল করে শাখা কর্তৃক ব্যাংক পাওনা আদায়ে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।
- সিসি(হাইপো) হিসাবে জুলাই/২০১৩ হতে কোন লেনদেন পরিচালনা করা হয়নি। ব্যাংক শাখা কর্তৃক মজুদ পণ্যের পরিদর্শন করা হয়নি। এমনকি শর্তানুযায়ী প্রতি মাসে মজুদ পণ্যের বিবরণী সংগ্রহ নিশ্চিত করা হয়নি। মঞ্জুরীপত্রের ২(ছ) নং শর্তানুযায়ী প্রত্যেক অর্থবছর শেষ হওয়ার ৬০ দিনের মধ্যে কোম্পানীর/প্রতিষ্ঠানের নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণীর কপি দাখিলের নির্দেশনা থাকলেও তা সংগ্রহ করা হয়নি।
- গ্রাহক কর্তৃক রপ্তানি ব্যর্থতায় সৃষ্ট ডিমান্ড লোন (ফোর্সড লোন) দায় ৫ বছর মেয়াদী ব্লক হিসাবে স্থানান্তরের সুবিধা প্রদান করা হলেও কিস্তির অর্থ নিয়মিত আদায় হয়নি। ব্যাংক কর্তৃক পাওনা আদায়ে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।
- গ্রাহক কর্তৃক দায়সমূহ নিয়মিত পরিশোধ না করায় এবং রপ্তানি ব্যর্থতার পরও পর্যাপ্ত জামানত বৃদ্ধি না করে গ্রাহকের অনুকূলে এলসি সুবিধা প্রদান করা হয়। স্থাপিত রপ্তানি এলসির বিপরীতে Back to Back এলসির আমদানি বিল মূল্য গ্রাহক কর্তৃক যথাসময়ে পরিশোধ না করায় এবং পুনরায় রপ্তানি ব্যর্থতায় মেয়াদোত্তীর্ণ ১৫ টি বিল মূল্য ৩০-০৩-২০১৩ খ্রি:, ১০ টি বিল মূল্য ৩১-০৩-২০১৩ খ্রি:, ০৯ টি বিল মূল্য ১৯-১১-২০১৩ খ্রি:, ১০ টি বিল মূল্য ২০-১১-২০১৩ খ্রি:, ০৪ টি বিল মূল্য ২১-১১-২০১৩ খ্রি:, ০৩ টি বিল মূল্য ১২-১২-২০১৩ খ্রি:, ০৩ টি বিল মূল্য ০৯-০১-২০১৪ খ্রি: ও ০৮ টি বিল মূল্য ০৩-০২-২০১৪ খ্রি: তারিখে গ্রাহকের অনুকূলে ডিমান্ড লোন (ফোর্সড লোন) সৃষ্টি করে ব্যাংক কর্তৃক পরিশোধ করা হয়েছে। কিন্তু এভাবে মোট ৬২ টি বিল মূল্য বাবদ পরিশোধকৃত ৭৪৯.২১ লক্ষ টাকার স্টকলটকৃত মালামাল গ্রাহক পুনরায় রপ্তানি/বিক্রি করে ব্যাংকের দায় পরিশোধ করেনি।
- উপরন্তু ব্যাংক ও বীমার অনুমোদন ব্যতিরেকে বন্ধ কারখানার স্টকলটকৃত কাঁচামাল ও তৈরি পোশাক প্রকল্প স্থান গাজীপুর হতে সাভারে ভাড়াকৃত ভবনে স্থানান্তর করা হয়েছে। যা শাখার আন্তর্জাতিক বাণিজ্য অর্থায়ন বিভাগের ২৮-১২-২০১৩ খ্রি: তারিখে স্টক লট মালামাল পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লেখ রয়েছে।
- রপ্তানি করতে ব্যর্থ হলেও রপ্তানির উদ্দেশ্যে গৃহীত প্যাকিং ক্রেডিটের ৮৫.৫৫ লক্ষ টাকা গ্রাহক কর্তৃক ফেরত দেয়া হয়নি।

৫—

- ফলে বন্ধ কারখানার প্রকল্প ঋণ, ডিমান্ড লোন (সিসি ব্লক), সিসি (হাইপোঃ), ডিমান্ড লোন(ব্লক), ডিমান্ড লোন ও পিএসসি বাবদ ঋণ স্থিতি দাঁড়ায় (৪৪১.০৫+৬৫.৩০+৯৩.২০+১৭৬.৪৬+২২.৯৫+৭৫৪.৮২+৮৫.৫৫) = ১৬৩৯.৩৩ লক্ষ টাকা। **(বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট "০৮" তে দেয়া হলো)**।

- ২০১২ সালের মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুযায়ী প্রকল্পের জমি, স্থাপনা ও যন্ত্রপাতির জামানত মূল্য ৮২১.৩৫ লক্ষ টাকা। যার মধ্যে শুধু জমির মূল্য ৩২০.০০ লক্ষ টাকা। উক্ত জামানতের বিপরীতে দায় সৃষ্টি হয়েছে ১৬৩৯.৩৩ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ সম্পদ বিক্রি করেও সমুদয় ঋণ আদায় অনিশ্চিত।

অনিয়মের কারণ :

- বার বার পুন:তফসিলের সুবিধা প্রদান।
- ঋণ আদায় কার্যক্রম নিবিড়ভাবে মনিটরিং না করা।
- আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।

ফলাফল :

- বকেয়া আদায়ের লক্ষ্যে গ্রাহকের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত নোটিশ এবং লিগ্যাল নোটিশ প্রদান করা হলেও বন্ধ কারখানার প্রকল্প ঋণ, ডিমান্ড লোন (সিসি ব্লক), সিসি (হাইপোঃ), ডিমান্ড লোন (ব্লক), ডিমান্ড লোন ও পিএসসি বাবদ ১৬৩৯.৩৩ লক্ষ টাকা অনাদায়ী যা; ব্যাংকের ক্ষতি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- রপ্তানি ব্যর্থতায় ওভারডিউ স্বীকৃত বিলসমূহ ডিমান্ড লোন সৃষ্টি করে পরিশোধ করা হয়। ডিমান্ড লোন পরিশোধের জন্য গ্রাহককে বার বার তাগিদপত্র প্রদান অব্যাহত রয়েছে। সর্বশেষ পুনঃতফসিল মোতাবেক গ্রাহক বকেয়া পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় সর্বশেষ ০৬-০২-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে ঋণ গ্রহীতাকে পত্র দ্বারা অনুরোধ জানানো হয়েছে। ব্যাংকের অনুমোদন ব্যতীত প্রকল্প স্থান পরিবর্তন করায় এবং ব্যাংকের পাওনা পরিশোধ না করায় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের কাজ প্রক্রিয়াধীন আছে।

নিরীক্ষার মন্তব্য :

- জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সহায়ক নয়। কারণ পুন:তফসিলের শর্তানুযায়ী কিস্তি আদায় সন্তোষজনক না হওয়া সত্ত্বেও পুন:তফসিল সুবিধা বাতিল করে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। উপরন্তু এলসি সুবিধা প্রদান এবং ডিমান্ড লোন সৃষ্টি করে দায় বৃদ্ধি করা হয়েছে। কিন্তু জামানত বৃদ্ধি করা হয়নি এবং শর্তানুযায়ী ঋণ আদায় নিশ্চিত হয়নি।
- উল্লিখিত ক্ষতির বিষয় উল্লেখপূর্বক ১২-০৬-১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়েছে। পরবর্তীতে ১৫-০৯-১৪ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। সন্তোষজনক জবাব না পাওয়ায় ০৪-১২-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র দেয়া হয়। ১৩-০৯-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত জবাবে জানানো হয় যে, বকেয়া আদায়ের লক্ষ্যে গ্রাহকের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত নোটিশ এবং লিগ্যাল নোটিশ প্রদান করা হয়েছে। আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে বন্ধকীকৃত সম্পত্তি নিলামে বিক্রয়ের জন্য দরপত্র আহবান করা হলেও কোন দরপত্র জমা পড়েনি বিধায় শীঘ্রই আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। সমুদয় অনাদায়ী অর্থ সত্বর আদায়ে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করে নিরীক্ষাকে জানানোর অনুরোধ জানিয়ে ২৯-১১-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে প্রতিউত্তর দেয়া হয়। অদ্যাবধি আর কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে সমুদয় অনাদায়ী অর্থ সত্বর আদায় অন্যথায় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুঃ ০৯।

শিরোনাম : সীমাতিরিক্ত এলটিআর দায় সৃষ্টি এবং সীমাতিরিক্ত সিসি হাইপো ঋণসহ মোট দায় বীমাহীন অবস্থায় মেয়াদোত্তীর্ণ হলেও তা আদায়ে ব্যর্থতায় কু-ঋণে পরিণত হওয়ায় ব্যাংক আর্থিক ক্ষতি ২৬৩.৪৪ লক্ষ টাকা।

বিবরণ :

সোনালী ব্যাংক লিঃ, স্থানীয় কার্যালয়, মতিঝিল, ঢাকা এর ২০১৩ সালের হিসাব ০২-০২-২০১৪ খ্রিঃ হতে ০৭-০৪-২০১৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে মেসার্স বিকল্প ইঞ্জিনিয়ারিং এর সিসি হাইপো ঋণ নথি, এলটিআর নথি ও হিসাব বিবরণী পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে, ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের ১৬-০৭-২০০৯ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত ৯৭ তম সভায় সোনালী ব্যাংকের অর্থায়নে জয়দেবপুর, গাজীপুরে টিন ক্যাপ ও পিপি ক্যাপ উৎপাদনের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত শিল্প প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে সিসি হাইপো ১২৫.০০ লক্ষ টাকা এবং এলসি লিমিট ১২৫.০০ লক্ষ টাকা (যার মধ্যে ৫০.০০ লক্ষ টাকা এলটিআর সুবিধা) অনুমোদনের প্রেক্ষিতে স্থানীয় কার্যালয়ের ২৩-০৮-২০০৯ খ্রিঃ তারিখের পত্র নং স্থাকা/শিপ্রঅডি/১৮৩৮ এর মাধ্যমে ০১ বছর মেয়াদে মঞ্জুরী প্রদান করা হয়েছে। নিরীক্ষাকালে আরও পরিলক্ষিত হয় যে,

- মঞ্জুরীপত্রে এলসি ক্যাশ লিমিটের শর্তাবলীর ০৩ এ এলসির জন্য ১০% মার্জিন এবং এলটিআর এর ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ১৫% মার্জিন দিতে হবে। শর্ত-১০ এ প্রকল্পের কাঁচামাল হিসাবে আমদানিকৃত পণ্যের বিপরীতে ঋণ গ্রহীতা এলটিআর সুবিধা ভোগ করবেন এবং শর্ত-১৪ অনুযায়ী এলটিআর এর জন্য গ্রাহককে অগ্রীম তারিখযুক্ত চেক প্রদান করতে হবে।
- কিন্তু গ্রাহকের হিসাবে ২ টি এলটিআর দায় ৪২.৩১ লক্ষ টাকা থাকা অবস্থায় ভারত থেকে ক্যাপিটাল মেশিনারী আমদানির এলসি নং ০৩৩০১০০১০২৬৮ তারিখ ১৯-০৪-২০১০ খ্রিঃ এর ৩৫% মার্জিনের বিপরীতে এলটিআর সুবিধা বাবদ ৭.৯১ লক্ষ টাকা এবং ব্রিটেন হতে কাঁচামাল আমদানির এল সি নং- ০৩৩০১০০১০২৬৯ তারিখ ২০-০৪-২০১০ খ্রিঃ এর ১৫.২২% মার্জিনের বিপরীতে ১৬.২২ লক্ষ টাকার জন্য আরও ১ টি এলটিআর সুবিধা প্রদানের ফলে সীমাতিরিক্ত দায় সৃষ্টি হয়েছে (৪২.৩১+ ৭.৯১+১৬.২২) = ৬৬.৪৪ - ৫০.০০ = ১৬.৪৪ লক্ষ টাকা।
- গ্রাহক সীমাতিরিক্ত দায় এলটিআর সৃষ্টির ১ এক মাসের মধ্যে সমন্বয়ের আশাবাদ ব্যক্ত করলেও তা নিশ্চিত হয়নি। তাছাড়া নোটাংশে সীমাতিরিক্ত ১৬.৪৪ লক্ষ টাকার একটি চেকের উল্লেখ থাকলেও তা সংগ্রহ করা হয়নি। এলটিআর শর্তে কাঁচামাল আমদানির সুবিধা থাকলেও গ্রাহককে ক্যাপিটাল মেশিনারী আমদানি বাবদ অনিয়মিতভাবে এলটিআর দায় সৃষ্টির সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।
- উল্লিখিত ৪ টি এলটিআর এর মোট দায় ৬৮.৪২ লক্ষ টাকা বিদ্যমান অবস্থায় কাঁচামাল আমদানির এলসি নং ০৩৩০১০০১০৪৯৭ এর মার্জিন অবশিষ্ট ৯০% সম টাকা ৫০.৪৫ লক্ষ (এলসি খোলার শর্তে যা গ্রাহকের নিজস্ব উৎস হতে পরিশোধযোগ্য ছিল) ব্যাংক পরিচালনা পর্ষদের ২৫-১০-২০১০ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত ১৬০তম সভায় ৬০ দিনের মধ্যে সমন্বয়ের শর্তে এলটিআর দায় সৃষ্টির অনুমোদন প্রদান করা হলেও তা সমন্বয় হয়নি। তাছাড়া ব্যাংক শাখা কর্তৃক শর্তানুযায়ী সৃষ্ট দায়ের বিপরীতে অগ্রীম চেক সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও গ্রাহকের হিসাবে উপস্থাপনের প্রমাণক পাওয়া যায়নি।
- ৪ টি এলটিআর দায় মেয়াদোত্তীর্ণ হলেও আদায়/সমন্বয় না হওয়ায় মেয়াদ বৃদ্ধিপূর্বক পুন:তফসিলীকরণ করা হয়েছে। কিন্তু গ্রাহকের নিকট হতে দায় আদায়ে ব্যাংক ব্যর্থ হয়েছে। আমদানিকৃত মালামাল ৯০ হতে ১৮০ দিনের মধ্যে বিক্রয় অথবা ব্যবহারপূর্বক ঋণের দায় পরিশোধের জন্য বিশ্বস্ততার ভিত্তিতে এলটিআর ঋণ বিতরণযোগ্য। এক্ষেত্রে এলটিআর ঋণের মেয়াদ দেড় বছর পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। যা এলটিআর ঋণ নীতিমালার পরিপন্থী।
- সর্বশেষ ২০-১২-২০১১ খ্রিঃ তারিখে নবায়নকৃত সিসি হাইপো ঋণের মেয়াদ ১৭-১২-২০১২ খ্রিঃ তারিখে উত্তীর্ণ হলেও তা নবায়ন ও সীমাতিরিক্ত দায় আদায় করা হয়নি। গ্রাহকের সিসি ঋণ হিসাবে সর্বশেষ ২৯-০৩-২০১২ খ্রিঃ তারিখে ৫৫,০০০ টাকা জমা পরবর্তী মার্চ/২০১৪ সাল পর্যন্ত কোন লেনদেন না করায় প্রতিষ্ঠানটির ব্যবসা চালু নেই এবং গ্রাহকের অফিসের ঠিকানায় ব্যাংক কর্তৃক প্রেরিত পত্র বার বার ফেরত আসার পরও ব্যাংক কর্তৃক প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করে বাস্তব অবস্থা যাচাই করা হয়নি।
- ব্যাংক শাখা কর্তৃক মজুদ পণ্যের পরিদর্শন করা হয়নি। এমনকি মঞ্জুরিপত্রের অন্যান্য শর্ত ২(গ) অনুযায়ী প্রতি মাসে মজুদ পণ্যের বিবরণীও সংগ্রহ করা হয়নি। সিসি হাইপো ঋণ হিসাবে ঋণ সীমার কমপক্ষে ২ গুণ লেনদেন নিশ্চিত হয়নি।
- বীমার মেয়াদ ০৭-০৯-২০১২ খ্রিঃ তারিখে উত্তীর্ণ হলেও মার্চ/২০১৪ পর্যন্ত তা নবায়ন নিশ্চিত হয়নি। ফলে মালামালসহ প্রকল্পের সম্পদ বীমাহীন ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে; যা ব্যাংক ও প্রতিষ্ঠান উভয়ের স্বার্থ পরিপন্থী।
- ১০-০৩-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে সিসি ঋণের সীমাতিরিক্ত ও মেয়াদোত্তীর্ণ দায় ১৭১.৪৭ লক্ষ টাকা এবং এলটিআর এর দায় ৯১.৯৭ লক্ষ টাকা অর্থাৎ মোট দায় ২৬৩.৪৪ লক্ষ টাকা (অনারোপিত সুদ ব্যতীত) আদায়ে ব্যর্থতায় ব্যাংক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। **(বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট "০৯" তে দেয়া হলো)।**

অনিয়মের কারণ :

- গ্রাহকের নিকট হতে দায় আদায়ে ব্যর্থতা।
- নীতিমালা উপেক্ষা করে এলটিআর ঋণের মেয়াদ বৃদ্ধি।

ফলাফল :

- বকেয়া আদায়ের লক্ষ্যে গ্রাহকের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত নোটিশ এবং লিগ্যাল নোটিশ প্রদান করা হলেও সিসি ঋণের সীমাতিরিক্ত এবং এলটিআর এর দায়সহ ২৬৩.৪৪ লক্ষ টাকা বর্তমানে অনাদায়ী, যা ব্যাংকের ক্ষতি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- বর্তমানে গ্রাহক প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে মন্দ/কু এলটিআর দায় ৯১.৯৭ লক্ষ টাকা যা সমন্বয়ের জন্য প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। সিসি ঋণ নবায়ন এবং সীমাতিরিক্ত দায় পরিশোধের জন্য ঋণ গ্রহীতাকে গত ৩১-০৩-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে পত্র দেয়া হলেও ঋণ গ্রহীতা অদ্যাবধি ঋণ নবায়ন এবং সীমাতিরিক্ত দায় পরিশোধ করেনি। ঋণ গ্রহীতাদের বিরুদ্ধে শীঘ্রই আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। বাণিজ্যিক নিরীক্ষার পরামর্শ মোতাবেক প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করে বাস্তব অবস্থা যাচাই করা হবে।

নিরীক্ষার মন্তব্য :

- জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত হয়নি। কারণ পুন:তফসিলের শর্তানুযায়ী কিস্তি আদায় সন্তোষজনক না হওয়া সত্ত্বেও পুন:তফসিল সুবিধা বাতিল করে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। উপরন্তু এলসি সুবিধা প্রদান এবং সীমাতিরিক্ত এলটিআর সৃষ্টি করে দায় বৃদ্ধি করা হয়েছে। কিন্তু শর্তানুযায়ী অগ্রিম চেক গ্রহণ ও ঋণ আদায় নিশ্চিত হয়নি।
- উল্লিখিত ক্ষতির বিষয় উল্লেখপূর্বক ১২-০৬-১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়েছে। পরবর্তীতে ১৫-০৯-১৪ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। সন্তোষজনক জবাব না পাওয়ায় ০৪-১২-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র দেয়া হয়। ১৩-০৯-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত জবাবে জানানো হয় যে, বকেয়া পরিশোধের লক্ষ্যে ঋণ গ্রহীতাকে চূড়ান্ত নোটিশ ও লিগ্যাল নোটিশ প্রদান করা হয়েছে। অন্যথায় ঋণ গ্রহীতার বিরুদ্ধে শীঘ্রই আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। সমুদয় অনাদায়ী অর্থ সত্বর আদায়ে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করে নিরীক্ষাকে জানানোর অনুরোধ জানিয়ে ২৯-১১-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে প্রতিউত্তর দেয়া হয়। অদ্যাবধি আর কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে সমুদয় অনাদায়ী অর্থ সত্বর আদায় অন্যথায় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুঃ ১০।

শিরোনাম : মন্দ/কু মানের সিসি হাইপো ঋণ ও ডিমান্ড লোন (ফোর্সড লোন) আদায়ে শাখা মহাব্যবস্থাপকের সিদ্ধান্ত কার্যকর না করায় এবং ঋণ আদায়ে ব্যর্থতায় ব্যাংকের ক্ষতি ৮৭৬.৪৭ লক্ষ টাকা।

বিবরণ :

সোনালী ব্যাংক লিঃ, স্থানীয় কার্যালয়, মতিঝিল, ঢাকা এর ২০১৩ সালের হিসাব ০২-০২-২০১৪ খ্রিঃ হতে ০৭-০৪-২০১৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে শিল্প প্রকল্প ঋণ বিভাগ ও বৈদেশিক বিনিময় বিভাগের গ্রাহক মেসার্স ইরান টেক্সটাইল মিলস্ লিঃ এর ঋণ নথি ও হিসাব বিবরণী পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে, সোনালী ব্যাংকের অর্থায়নে প্রতিষ্ঠিত ফতুল্লা,নারায়ণগঞ্জে গ্রে-ফেব্রিক্স, ডায়েড নীট ফেব্রিক্স ও টি শার্ট উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান মেসার্স ইরান টেক্সটাইল মিলস্ লিঃ কে স্থানীয় কার্যালয়ের ৩০-০৫-২০১০ খ্রিঃ তারিখে পত্র নং স্থাঃকাঃ/শিপ্রঅডি/১০৪৯ এর মাধ্যমে বিদ্যমান সিসি হাইপো সীমা ১২৫.০০ লক্ষ টাকা এক বছর মেয়াদে নবায়ন মঞ্জুরি প্রদান করা হয়। কিন্তু ১৮-০৫-২০১১ খ্রিঃ তারিখে মেয়াদোত্তীর্ণ হলেও সীমাতিরিক্ত অর্থ জমাপূর্বক হিসাবটি নবায়ন না করায় ৩০-১২-২০১২ খ্রিঃ তারিখে উক্ত হিসাবের ঋণ স্থিতি ১,৮০,১২,৭৬০.০২ টাকা মন্দ/কু মানে পরিণত হয়। নিরীক্ষাকালে আরও পরিলক্ষিত হয় যে,

- গ্রাহক রপ্তানিতে ব্যর্থ হলে সৃষ্ট ১,৫৪,৫৬,৯৭৭ টাকার ২ টি ডিমান্ড লোন (ফোর্সড লোন) পরিশোধ করতে না পারায় ৫ বছর মেয়াদে ০৯-১০-২০০৭ খ্রিঃ ও ৩০-১২-২০১০ খ্রিঃ তারিখে ব্লক ঋণে স্থানান্তর এবং পুনরায় এলসি সুবিধা প্রদান করা হয়। কিন্তু গ্রাহক কর্তৃক ২ টি ডিমান্ড লোন (ফোর্সড লোন) এর কিস্তি নিয়মিত পরিশোধ করা হয়নি এবং পুনরায় রপ্তানিতে ব্যর্থ হলে ১৪ টি Back to Back ঋণপত্রের বিলমূল্য গ্রাহক কর্তৃক পরিশোধ না করায় স্থানীয় কার্যালয় কর্তৃক ১৪-০৫-২০১২ খ্রিঃ তারিখে ৩,১৪,২৮,১৪১ টাকা পরিশোধ করে গ্রাহকের হিসাবে ডিমান্ড লোন (ফোর্সড লোন) সৃষ্টি করা হয়।
- কিন্তু শর্তানুযায়ী ৯০ দিনের মধ্যে গ্রাহক নিজ উৎস হতে সমুদয় দায় পরিশোধ না করায় গ্রাহক কর্তৃক প্রদত্ত ৫ কোটি টাকার অগ্রিম চেক ব্যাংকে উপস্থাপন করা হলে ০৭-১০-২০১২ খ্রিঃ তারিখে তা ডিজ-অনার হলে ২৮-১১-২০১২ খ্রিঃ তারিখে নিগোসিয়েবল ইন্সট্রুমেন্ট এ্যাক্ট এর ১৩৮ ধারা মোতাবেক মামলা দায়ের করা হয়েছে। কিন্তু সমুদয় পাওনা আদায়ের লক্ষ্যে জরুরি ভিত্তিতে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য শাখা মহাব্যবস্থাপক কর্তৃক নথিতে ০৫-০১-২০১২ খ্রিঃ তারিখে সিদ্ধান্ত প্রদান করা হলেও তা পরিপালন না করে ২ (দুই) বছর পর গ্রাহক প্রতিষ্ঠানকে রুগ্ন শিল্প হিসাবে তালিকাভুক্তির সুপারিশ করা হয়েছে।
- সাময়িক সময়ের জন্য আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ না করা প্রসংগে গ্রাহকের ০১-০১-২০১৩ খ্রিঃ তারিখের পত্র হতে দেখা যায় যে, গ্রাহক ১৯৯১ সাল হতে ২০১০ সাল পর্যন্ত প্রতি বছর গড়ে প্রায় ২৫ কোটি টাকা মূল্যমানের পণ্য সামগ্রী রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করেছে এবং নিজস্ব উৎস হতে প্রকল্পে যন্ত্রপাতি সংযোজন করে প্রকল্পের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করেছে। সুতরাং গ্রাহক কর্তৃক ব্যাংকের শ্রেণীকৃত দায় প্রকল্প থেকে পরিশোধ করা সম্ভব নয় এবং বাস্তবে জামানত বিক্রি করে দায় আদায়ে জটিলতার উদ্ভব হবে এই বিবেচনায় রুগ্ন শিল্প হিসাবে তালিকাভুক্তির সুপারিশ করা যথাযথ হয়নি।
- ০২-০১-২০১২ খ্রিঃ তারিখের পর অদ্যাবধি মালামালের গুণগত মান ও হালনাগাদ স্টক লটের পরিমাণ সংগ্রহ করা হয়নি। বীমা পলিসির মেয়াদ উত্তীর্ণ হলেও নিরীক্ষাকালীন পর্যন্ত তা নবায়ন নিশ্চিত হয়নি। ফলে সৃষ্ট ডিমান্ড লোনের বিপরীতে স্টক লটের মালামালসহ প্রকল্পের সম্পদ বীমাহীন ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে; যা ব্যাংক ও কোম্পানী উভয়ের স্বার্থ পরিপন্থী।
- ফলে ৩১-১২-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত অনারোপিত সুদসহ সমুদয় দায় আদায়ে ব্যর্থতায় ব্যাংকের ক্ষতি (২১৯.৮১+১.৪৮+৮৫.৩২+ ৬৪.২৪+১০০.৬২+৪০৫.০০) = ৮৭৬.৪৭ লক্ষ টাকা। **(বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট "১০" তে দেয়া হলো)।**

অনিয়মের কারণ :

- সমুদয় দায় আদায়ে ব্যর্থতা।
- বীমা পলিসিরি মেয়াদ বৃদ্ধি না করা।
- নিবিড় তদারকি না করা।

ফলাফল :

- সিসি (হাইপো) ঋণ ও ডিমান্ড লোন (ফোর্সড লোন) এর অনারোপিত সুদসহ সমুদয় দায় আদায়ে ব্যর্থতায় ব্যাংকের বর্তমান ক্ষতি ৮৭৬.৪৭ লক্ষ টাকা।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- আলোচ্য কোম্পানীর বিদ্যমান সিসি (হাইপোঃ) সীমা ১২৫.০০ লক্ষ টাকার মেয়াদ ১৮-০৫-২০১১ খ্রিঃ তারিখে উত্তীর্ণ হয়েছে। ঋণ গ্রহীতাকে শাখা হতে ইতোপূর্বে উক্ত ঋণ সীমার মেয়াদোত্তীর্ণ দায় পরিশোধপূর্বক ঋণ হিসাবটি নবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদি দাখিল করার বহু বার তাগাদা প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্পটি রুগ্ন এবং পুনর্বাসনযোগ্য প্রতিষ্ঠান হিসেবে ঋণ গ্রহীতার আবেদনের প্রেক্ষিতে শিল্প মন্ত্রণালয়ের তালিকাভুক্তিকরণের লক্ষ্যে প্রকল্পটি রুগ্ন এবং

পুনর্বাসনযোগ্য কিনা সে ব্যাপারে প্রাসঙ্গিক তথ্যসহ সুস্পষ্ট মতামত বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রেরণের লক্ষ্যে সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়, শিল্প প্রকল্প অর্থায়ন বিভাগ-১, ঢাকার ২৪-০৯-২০১৩ খ্রি: তারিখের চাহিদা মোতাবেক আলোচ্য প্রকল্পটি ব্যাংকের শাখা কর্মকর্তা/প্রকৌশলীগণ সরেজমিনে পরিদর্শন করে একটি প্রতিবেদন দাখিল করেন। দাখিলকৃত প্রতিবেদনের সূত্রে আলোচ্য প্রকল্পটি রুগ্ন শিল্প হিসেবে বিবেচনা করে পুনর্বাসনযোগ্য নয় অর্থাৎ প্রকল্পটি পুনর্বাসনযোগ্য শিল্প নয় মর্মে তালিকাভুক্তিকরণের লক্ষ্যে প্রধান কার্যালয়কে জানানো হয়েছে।

নিরীক্ষার মন্তব্য :

- জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত হয়নি। কারণ সমুদয় পাওনা আদায়ের লক্ষ্যে জরুরি ভিত্তিতে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য শাখা মহাব্যবস্থাপক কর্তৃক নথিতে ০৫-০১-২০১২ খ্রি: তারিখে সিদ্ধান্ত প্রদান করা হলেও তা পরিপালন না করে দু'বছর পর গ্রাহক প্রতিষ্ঠানকে রুগ্ন শিল্প হিসাবে তালিকাভুক্তির সুপারিশ করা হয়েছে।
- উল্লিখিত ক্ষতির বিষয় উল্লেখপূর্বক ১২-০৬-১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়েছে। পরবর্তীতে ১৫-০৯-১৪ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। সন্তোষজনক জবাব না পাওয়ায় ০৪-১২-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র দেয়া হয়। ১৩-০৯-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত জবাবে জানানো হয় যে, প্রকল্পটি রুগ্ন এবং পুর্নবাসনযোগ্য প্রতিষ্ঠান হিসেবে ঋণ গ্রহীতার আবেদনের প্রেক্ষিতে সোনালী ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়, শিল্প প্রকল্প অর্থায়ন বিভাগ-১ এর কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে সরেজমিনে পরিদর্শন করে প্রতিবেদন দাখিল করেন। দাখিলকৃত প্রতিবেদনে প্রকল্পটি রুগ্ন তবে পুর্নবাসনযোগ্য শিল্প নয় মর্মে তালিকাভূক্তিকরণের প্রধান কার্যালয়কে জানানো হয়। এছাড়াও পাওনা আদায়ের লক্ষ্যে গ্রাহকের বিরুদ্ধে এনআই এ্যাক্ট অনুযায়ী মামলা দায়ের করা হয়েছে। মামলা নিবিড় তদারকির মাধ্যমে সমুদয় অনাদায়ী অর্থ সত্বর আদায় করে নিরীক্ষাকে জানানোর অনুরোধ জানিয়ে ২৯-১১-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে প্রতি উত্তর দেয়া হয়। অদ্যাবধি আর কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে সমুদয় অনাদায়ী অর্থ সত্বর আদায় অন্যথায় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুঃ ১১।

শিরোনাম : রপ্তানিতে ব্যর্থ হলেও এলসি সুবিধা প্রদান, একাধিকবার স্থানীয় Back to Back বিল মূল্য পরিশোধ করে সৃষ্ট ফোর্সড লোনের (ডিমান্ড লোন) দায় বৃদ্ধি, প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায় ফোর্সড লোন, পিএসসি ও সিসি(হাইপো) ঋণ বাবদ অনাদায়ী ১০৫৯.৬২ লক্ষ টাকা।

বিবরণ :

সোনালী ব্যাংক লিঃ, স্থানীয় কার্যালয়, মতিঝিল, ঢাকা এর ২০১৩ সালের হিসাব ০২-০২-২০১৪ খ্রিঃ হতে ০৭-০৪-২০১৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে বৈদেশিক বিনিময় বিভাগ ও শিল্প ঋণ বিভাগের গ্রাহক মেসার্স গোমতী টেক্সটাইলস লিঃ এর চলতি মূলধন ঋণ নথি ,স্বীকৃত বিল,পিসি নথি ও হিসাব বিবরণী পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে, সোনালী ব্যাংকের অর্থায়নকৃত সফিপুর, কালিয়াকৈর, গাজীপুরে অবস্থিত নীট গার্মেন্টস উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান মেসার্স গোমতী টেক্সটাইলস লিঃ এর অনুকূলে স্থাপিত রপ্তানি এলসির বিপরীতে কাপড় ও এক্সেসরিজ আমদানির লক্ষ্যে স্থানীয় Back to Back এলসি সুবিধা প্রদান করা হয়। নিয়মানুযায়ী গ্রাহক কর্তৃক সংগৃহীত কাপড় দিয়ে পোশাক প্রস্তুতপূর্বক তা রপ্তানি সম্পূর্ণ করে রপ্তানি মূল্য হতে অথবা নিজস্ব উৎস হতে ব্যাংকের Back to Back স্বীকৃত বিল মূল্য পরিশোধ করবে। নিরীক্ষাকালে আরও পরিলক্ষিত হয় যে,

- গ্রাহক কর্তৃক রপ্তানি ব্যর্থতায় ব্যাংকের Back to Back স্বীকৃত আমদানি বিল মূল্য পরিশোধ না করায় ১১ টি রপ্তানি এলসির বিপরীতে ২৪-১১-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে ০৮ টি বিল মূল্য, ২৫-১১-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে ০৮ টি বিল মূল্য, ১২-১২-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে ১১ টি বিল মূল্য, ০৯-০১-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে ০১ টি বিল মূল্য, ১২-০১-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে ০৪ টি বিল মূল্য, ২৮-০১-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে ০২ টি বিল মূল্য, ১০-০২-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে ০৬ টি বিল মূল্য, ২৭-০২-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে ০২ টি বিল মূল্য, ০৪-০৩-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে ০২ টি বিল মূল্য এবং ১৮-০৩-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে ১৩ টি বিল মূল্য বাবদ মোট ১০,৪৩,০২,৬৬২ টাকা পরিশোধপূর্বক গ্রাহকের অনুকূলে ফোর্সড লোন (ডিমান্ড লোন) সৃষ্টি করা হয়েছে। মেয়াদোত্তীর্ণ উক্ত বিল মূল্য পরিশোধকালে গ্রাহকের নিকট হতে সমমূল্যের অগ্রীম চেক গ্রহণ করা হয়নি।
- গ্রাহক কর্তৃক স্টকলটকৃত মালামাল রপ্তানি বা বিক্রি করে অথবা নিজস্ব ফান্ড হতে কেবলমাত্র ৯৪,৭৮,৩৮১ টাকা পরিশোধ করেছেন। ফলে ০৩-০৪-২০১৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সৃষ্ট ফোর্সড লোন (ডিমান্ড লোন) এর অনাদায়ী স্থিতির পরিমাণ ৯,৪৮,২৪,২৮১ টাকা, যা আদায়ে ব্যাংক ব্যর্থ হয়েছে।
- রপ্তানিপূর্ব ২ টি এলসির বিপরীতে ১০-০৭-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে প্যাকিং ক্রেডিট বাবদ প্রদানকৃত ২০,০০,০০০ টাকা ও ১৭,০০,০০০ টাকা ১৫-১০-২০১৩ খ্রিঃ ও ৩০-১২-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে মেয়াদোত্তীর্ণ হলেও তা আদায় হয়নি।
- গ্রাহকের চলতি মূলধন সিসি হাইপো (সীমা ৬০০.০০ লক্ষ টাকা) হিসাবটি সীমাতিরিক্ত অবস্থায় গ্রাহককে অর্থ উত্তোলনের সুযোগ প্রদান করা হয়েছে। ঋণটি ০৪-০১-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মেয়াদোত্তীর্ণ হলেও সীমাতিরিক্ত ৭১.১৫ লক্ষ টাকা পরিশোধপূর্বক তা নবায়ন করা হয়নি। ৩১-০৩-২০১৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত উক্ত ঋণ হিসাবে স্থিতি রয়েছে ৬৭১.১৫ লক্ষ টাকা। সিসি হিসাবে সর্বশেষ ২৩-০৯-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত লেনদেন করা হয়েছে।
- গ্রাহকের ২৫-১১-২০১৩ খ্রিঃ তারিখের পত্র অনুযায়ী শ্রমিক অসন্তোষ এবং তৈরীকৃত মালামাল লুটপাটের কারণে থানায় সাধারণ ডায়েরী করে কারখানা বন্ধ ঘোষণা করা হলেও ব্যাংকের চাহিদানুযায়ী ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ উল্লেখ করে বীমা দাবী উপস্থাপনের প্রমাণক নথিতে পাওয়া যায়নি।
- ঋণ মঞ্জুরীর শর্ত মোতাবেক গ্রাহক কর্তৃক দায় পরিশোধ না করায় বন্ধ কারখানার সর্বমোট (৯৪৮.২৫+৪০.২২+৭১.১৫) = ১০৫৯.৬২ লক্ষ টাকার দায় আদায় অনিশ্চিত **(বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট "১১" তে দেয়া হলো)।**

অনিয়মের কারণ :

- রপ্তানিতে ব্যর্থ হলেও এলসি সুবিধা প্রদান।
- ঋণের টাকা আদায়ে ব্যর্থতা।
- আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ না করা।

ফলাফল :

- ঋণ হিসাবটি নিয়মিত করার জন্য ঋণ গ্রহীতাকে পত্র দেয়া হলেও অদ্যাবধি ঋণ হিসাব নিয়মিত করা হয়নি বিধায় অনাদায়ী ১০৫৯.৬২ লক্ষ টাকা যা; ব্যাংকের ক্ষতি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- ২০১৩ এর নভেম্বরে রাজনৈতিক অস্থিরতা শ্রমিক অসন্তোষ এবং তৈরীকৃত মালামাল লুটের কারণে কারখানা পরিচালনায় ব্যর্থ হয়। ফলে রপ্তানীর উদ্দেশ্যে Back to Back এলসি এর আমদানীকৃত এবং তৈরী মালামাল ষ্টক লটে পরিণত হয়। রপ্তানী ব্যর্থতার কারণে Back to Back এক্সেপটেড দায় ডিমান্ড লোন সৃষ্টি করে পরিশোধ করা হয়েছে। ইতিমধ্যে ডিমান্ড লোন হিসাবে ১.৪৭ কোটি টাকা জমা হয়েছে। গ্রাহক আগামী মে/২০১৪ এর মধ্যে ঋণ পরিশোধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন মর্মে পত্রের মাধ্যমে জানিয়েছেন। সিসি (হাইপো) ঋণ হিসাবে ত্রৈমাসিক সুদ আরোপের ফলে বকেয়া ঋণ সীমা অতিক্রম করেছে। ঋণ হিসাবটি নিয়মিত করার জন্য ঋণ গ্রহীতাকে পত্র দেয়া হয়েছে।

নিরীক্ষার মন্তব্য :

- ব্যাংক বিবরণী অনুযায়ী সিসি হাইপো (সীমা ৬০০.০০ লক্ষ টাকা) হিসাবটি সীমাতিরিক্ত অবস্থায় গ্রাহককে অর্থ উত্তোলনের সুযোগ প্রদান করা হয়েছে। লুটপাট পরবর্তী বাস্তব অবস্থা পরিদর্শন করে মজুদ মালামালের প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়নি।
- উল্লিখিত ক্ষতির বিষয় উল্লেখপূর্বক ১২-০৬-১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়েছে। পরবর্তীতে ১৫-০৯-১৪ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। সন্তোষজনক জবাব না পাওয়ায় ০৪-১২-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র দেয়া হয়। ১৩-০৯-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত জবাবে জানানো হয় যে, পাওনা পরিশোধের লক্ষ্যে গ্রাহকের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত নোটিশ প্রদান করা হয়েছে এবং আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের কাজ প্রক্রিয়াধীন। সকল প্রকার আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে সমুদয় অনাদায়ী অর্থ সত্বর আদায় করে নিরীক্ষাকে জানানোর অনুরোধ জানিয়ে ২৯-১১-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে প্রতিউত্তর দেয়া হয়। অদ্যাবধি আর কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে সমুদয় অনাদায়ী অর্থ সত্বর আদায় অন্যথায় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুঃ ১২।

শিরোনাম : বিতরণকৃত প্রকল্প ঋণের কিস্তি ও সীমাতিরিক্ত সিসি (হাইপো) ঋণ অনাদায়ে ব্যাংক আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন ৫৮৬.৮৮ লক্ষ টাকা।

বিবরণ :

সোনালী ব্যাংক লিঃ, স্থানীয় কার্যালয়, মতিঝিল, ঢাকা এর ২০১৩ সালের হিসাব ০২-০২-২০১৪ খ্রিঃ হতে ০৭-০৪-২০১৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে শিল্প ঋণ বিভাগের গ্রাহক "মেসার্স গোল্ড ব্রিকস্ লিমিটেড" এর ঋণ নথি ও হিসাব বিবরণী পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে, স্থানীয় কার্যালয়ের ২৬-০৪-২০১১ খ্রিঃ তারিখের মঞ্জুরী পত্র নং-৭৬৯ এবং ১০-১১-২০১১ খ্রিঃ তারিখের পত্র নং স্থাঃকাঃ/শিপ্রঅডি/২০৪৭ এর মাধ্যমে শিল্প ঋণ কর্মসূচীর আওতায় জুমা, রাণীপুকুর, মিঠাপুকুর, রংপুরে Hybrid Hoffman Kiln(HHK) প্রযুক্তির মাধ্যমে কম কার্বন নির্গমণ সম্পন্ন অটোমেটিক ইট প্রস্তুতকারী একটি শিল্প স্থাপনের লক্ষ্যে মেসার্স গোল্ড ব্রিকস লিমিটেড এর অনুকূলে প্রাক্কলিত মোট স্থায়ী ব্যয় ৯.২২৮৪ কোটি টাকার বিপরীতে ৬০:৪০ ঋণ ইকুইটি অনুপাতে মঞ্জুরীকৃত প্রকল্প ঋণ ৫.৫৩৭৮ কোটি টাকার মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক হতে ৪.৭১৭৬ কোটি টাকা পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা গ্রহণের লক্ষ্যে সংশোধিত ঋণ মঞ্জুরী অনুমোদন করা হয়। নিরীক্ষাকালে আরও পরিলক্ষিত হয় যে,

- মঞ্জুরীপত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের পুনঃ অর্থায়ন সুবিধা প্রাপ্তির তারিখের পরবর্তী ৯ম মাস হতে প্রতিটি ৩৩.৬৩ লক্ষ টাকা হিসেবে ১৮ টি নিয়মিত ত্রৈমাসিক কিস্তিতে প্রকল্প ঋণ এবং সোনালী ব্যাংকের অর্থায়নকৃত প্রকল্প ঋণের প্রথম কিস্তি বিতরণের তারিখের ১৫ তম মাস হতে প্রতিটি ৩.২০ লক্ষ টাকা হিসেবে ২৪ টি নিয়মিত ত্রৈমাসিক কিস্তিতে এবং নির্মাণকালীন সুদ প্রতিটি ৬.৫১ লক্ষ টাকা হিসেবে ৫ টি সমান বার্ষিক কিস্তিতে ঋণ বিতরণের ১ম তারিখের ষষ্ঠ মাস হতে নিয়মিত কিস্তিতে পরিশোধের শর্তারোপ করা হয়।
- কিন্তু ৩১-০৩-২০১৪ খ্রিঃ তারিখের ঋণ হিসাব বিবরণী অনুযায়ী বাংলাদেশ ব্যাংকের পুনঃঅর্থায়ন প্রকল্প ঋণের আদায়যোগ্য ৫ টি কিস্তি বাবদ ১৬৮.১৫ লক্ষ টাকার মধ্যে মাত্র ৪৪.৫০ লক্ষ টাকা আদায় হওয়ায় অনাদায়ী ১২৩.৬৫ লক্ষ টাকাসহ ঋণ স্থিতি ৪৮১.৯২ লক্ষ টাকা মন্দ/কু মানে পরিণত হয়েছে এবং সোনালী ব্যাংকের প্রকল্প ঋণের আদায়যোগ্য ৭ টি কিস্তি বাবদ ২২.৪০ লক্ষ টাকার মধ্যে ১৬.০০ লক্ষ টাকা আদায় হওয়ায় অনাদায়ী ৬.৪০ লক্ষ টাকাসহ ঋণ স্থিতি ৩৩.২৫ লক্ষ টাকা সন্দেহজনক মানে পরিণত হয়েছে। ৩১-০৩-২০১৪ খ্রিঃ তারিখের আইডিসিপি এর আদায়যোগ্য ২ টি কিস্তির মধ্যে ১ কিস্তি আদায় হওয়ায় অনাদায়ী এক কিস্তিসহ ঋণ স্থিতি রয়েছে ১১.৫৭ লক্ষ টাকা।
- স্থানীয় কার্যালয়ের ০৬-১২-২০১২ খ্রিঃ তারিখের প্রত্র নং স্থাঃকাঃ/শিপ্রঅডি/১৮০১ এর মাধ্যমে প্রকল্পের অনুকূলে চলতি মূলধন সিসি হাইপো ঋণ সীমা ৫০.০০ লক্ষ টাকা ১ (এক) বছর মেয়াদে মঞ্জুরী প্রদান করা হয়।
- ০৯-০১-২০১৩ খ্রিঃ হতে ০৭-০৩-২০১৩ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে ১০ টি চেকের মাধ্যমে মোট ৪৯.৯২ লক্ষ টাকা সিসি ঋণ বিতরণ করা হলেও ৩১-০৩-২০১৪খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত মাত্র একবারে ১১,৮৯৫ টাকা জমা হয়েছে। উক্ত হিসাব ০৭-০১-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মেয়াদোত্তীর্ণ হলেও সীমাতিরিক্ত ১০.১৪ লক্ষ টাকা আদায় করে নবায়ন করা হয়নি।
- সিসি ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে মঞ্জুরীপত্রের শর্ত নং-৮ অনুযায়ী তৈরী পণ্যের বিক্রয়লব্ধ আয় হতে অথবা এককালীন যা নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যে পরিশোধযোগ্য (যদি ঋণ সীমা নবায়ন বিবেচিত না হয়)। কিন্তু গ্রাহক কর্তৃক প্রস্তুতকৃত ইট বিক্রি করে ঋণ পরিশোধের প্রমাণ পাওয়া যায়নি। সিসি ঋণ হিসাবে ৩১-০৩-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণ স্থিতি রয়েছে ৬০.১৪ লক্ষ টাকা।
- ফলে ঋণ মঞ্জুরীর শর্ত মোতাবেক দায় পরিশোধ না করায় মন্দ/কু মানে পরিণত প্রকল্প ঋণ এবং মেয়াদোত্তীর্ণ ও সীমাতিরিক্ত সিসি হাইপো ঋণ স্থিতি মোট (৩৩.২৫ + ১১.৫৭ + ৪৮১.৯২ + ৬০.১৪) = ৫৮৬.৮৮ লক্ষ টাকা আদায় অনিশ্চিত **(বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট "১২" তে দেয়া হলো)**।
- বীমার মেয়াদ ১২-০২-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে উত্তীর্ণ হলেও নিরীক্ষাকালীন সময় পর্যন্ত তা নবায়ন নিশ্চিত হয়নি। ফলে মজুদ মালামালসহ প্রকল্পের সম্পদ বীমাহীন ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে; যা ব্যাংক ও কোম্পানী উভয়ের স্বার্থ পরিপন্থী।
- ব্যাংক শাখা কর্তৃক মজুদ পণ্যের পরিদর্শন করা হয়নি। এমনকি মঞ্জুরিপত্রের অন্যান্য শর্ত ২ (গ) অনুযায়ী প্রতি মাসে মজুদ পণ্যের বিবরণী সংগ্রহও করা হয়নি। সিসি হাইপো ঋণ হিসাবে ঋণ সীমার কমপক্ষে ২ গুণ লেনদেন নিশ্চিত হয়নি এবং প্রতিষ্ঠানের নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণীর কপি ব্যাংকে জমার প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

অনিয়মের কারণ :

- মঞ্জুরীর শর্ত মোতাবেক দায় আদায় না হওয়া।
- সীমাতিরিক্ত সিসি (হাইপো) ঋণ প্রদান।
- মজুদ পণ্যের বিবরণী সংগ্রহ না করা।

ফলাফল :

- মঞ্জুরীর শর্ত মোতাবেক দায় পরিশোধ না করায় মন্দ/কু মানে পরিণত প্রকল্প ঋণ এবং মেয়াদোত্তীর্ণ ও সীমাতিরিক্ত সিসি হাইপো ঋণের অনাদায়ী স্থিতি ৫৮৬.৮৮ লক্ষ টাকা; যা ব্যাংকের ক্ষতি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

৬—

- আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে মঞ্জুরীকৃত সিসি (হাইপোঃ) সীমার মেয়াদ ০৭-০১-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে উত্তীর্ণ হয়েছে। ঋণ হিসাবটি নবায়ন/নিয়মিতকরণের লক্ষ্যে সীমাতিরিক্ত দায় পরিশোধসহ প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদি দাখিলের জন্য ঋণ গ্রহীতাদেরকে লিখিত ও মৌখিকভাবে তাগাদা প্রদান অব্যাহত আছে। ব্যর্থতায় ঋণ গ্রহীতাদের বিরুদ্ধে শীঘ্রই আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

নিরীক্ষার মন্তব্য :

- জবাবে বীমা এবং মন্দ/কুঋণে পরিণত প্রকল্প ঋণের বিষয়ে মন্তব্য নেই।
- উল্লিখিত ক্ষতির বিষয় উল্লেখপূর্বক ১২-০৬-১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়েছে। পরবর্তীতে ১৫-০৯-১৪ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। সন্তোষজনক জবাব না পাওয়ায় ০৪-১২-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র দেয়া হয়। ১৩-০৯-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত জবাবে জানানো হয় যে, ঋণ হিসাবের সীমাতিরিক্ত দায় পরিশোধপূর্বক নবায়নের জন্য ঋণ গ্রহীতাকে পত্রের মাধ্যমে অনুরোধ করা হয়েছে। ব্যর্থতায় ঋণ গ্রহীতাদের বিরুদ্ধে অর্থ ঋণ আদালত আইন-২০০৩ এর সংশ্লিষ্ট ধারা মোতাবেক শীঘ্রই আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। সকল প্রকার আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে সমুদয় অনাদায়ী অর্থ সত্বর আদায় করে নিরীক্ষাকে জানানোর অনুরোধ জানিয়ে ২৯-১১-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে প্রতিউত্তর দেয়া হয়। অদ্যাবধি আর কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে সমুদয় অনাদায়ী অর্থ সত্বর আদায় অন্যথায় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুঃ ১৩।

শিরোনাম : এসবিআইসিএস এর আওতায় অর্থায়িত মেসার্স আর এস নীট কম্পোজিট লিমিটেড এর অনাদায়ী প্রকল্প ঋণ, চলতি মূলধন ঋণ ও ডিমান্ড/ফোর্সড লোন ডাউন পেমেন্ট ব্যতীত বার বার পুণঃতফসিল করা সত্ত্বেও কু-ঋণে পরিণত হয়ে ২৫৪৬.৩০ লক্ষ টাকা ক্ষতির সম্মুখীন।

বিবরণ :

সোনালী ব্যাংক লিঃ, দিলকুশা কর্পোরেট শাখা, ঢাকা এর ২০১০ হতে ২০১৩ সালের হিসাব ০১-০৪-২০১৪ খ্রিঃ থেকে ০৭-০৫-২০১৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে অনাদায়ী বিবরণী, প্রকল্প ঋণ, চলতি মূলধন ঋণ ও ফোর্সড লোনের নথিপত্র ও ব্যাংক ষ্টেটমেন্ট পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে,

- ঋণ গ্রহীতা মেসার্স আর এস নীট কম্পোজিট লিঃ নীট ফেব্রিক্স, ডাইং, ফিনিসিং ও নীট গার্মেন্টস ব্যবসা পরিচালনার নিমিত্তে আবেদনের প্রেক্ষিতে শাখার সুপারিশের ভিত্তিতে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে ৩০-০৩-২০০৩ খ্রিঃ তারিখ ৮(আট) বছর মেয়াদে ৮৮০.১৪ লক্ষ টাকা প্রকল্প ঋণ মঞ্জুর করা হয় যা শাখা কর্তৃক পর্যায়ক্রমে বিতরণ করা হয়।
- ২২-০৯-২০০৪ খ্রিঃ তারিখ প্রতিষ্ঠানটির অনুকূলে ডিমান্ড লোনের বকেয়া ২৮৭.০০ লক্ষ টাকা এবং পিসি হিসাবের বকেয়া ২৭.০০ লক্ষ,মোট ৩১৪.০০ লক্ষ টাকা সুদবাহী ব্লকড ঋণে স্থানান্তর করে ৭ (সাত) বছর মেয়াদে প্রথম কিস্তি জুন/২০০৫ হতে আদায়যোগ্য করে ডাউন পেমেন্ট ব্যতীত প্রথম বার পুণঃতফসিল করা হয়। কিন্তু Back to Back এলসি অনুমোদন এবং মালামাল রপ্তানী সংক্রান্ত কোন তথ্য নথিপত্রে পাওয়া যায়নি।
- ১৯-০৫-২০০৫ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত পরিচালনা পর্ষদের ৮৭০ তম সভায় ঋণ গ্রহীতার অনুকূলে Back to Back এলসি সীমা ৮০০.০০ লক্ষ টাকা, পিসি সীমা ৮০.০০ লক্ষ টাকা এবং চলতি মূলধন (হাঃ) ঋণ সীমা ৬০.০০ লক্ষ টাকা এক বছর মেয়াদে মঞ্জুরী দেয়া হয়। এছাড়া প্রকল্প ঋণের গ্রেস প্রিয়ড আঠার (১৮) মাস হতে ছয় (৬) মাস বৃদ্ধি করে প্রথম কিস্তি সেপ্টেম্বর/২০০৫ হতে আদায়যোগ্য করা হয়।
- ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে ১৮-০৯-২০০৫ খ্রিঃ তারিখে প্রকল্প ঋণের মেয়াদ এক বছর বৃদ্ধিপূর্বক ২৭-০৫-২০১২ খ্রিঃ তারিখ নির্ধারণ এবং প্রথম কিস্তি সেপ্টেম্বর/২০০৬ আদায়যোগ্য করে ডাউন পেমেন্ট ব্যতীত প্রথম বার পুণঃতফসিল করা হয়।
- ২২-০২-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত পরিচালনা পর্ষদের ১৩ তম সভায় ডিমান্ড লোনের ০৪-১২-২০০৭ খ্রিঃ তারিখ ভিত্তিক স্থিতি ৬২৯.০০ লক্ষ টাকা এবং পিসি হিসাবের স্থিতি ৬৬.০০ লক্ষ টাকা ডাউন পেমেন্ট ব্যতীত প্রথম কিস্তি জুন/২০০৮ হতে আদায়যোগ্য করে জুন/২০১১ মেয়াদে দ্বিতীয় বার পুণঃতফসিল অনুমোদিত হয়। এছাড়া কোম্পানীর অনুকূলে বিদ্যমান Back to Back এলসি সীমা ৮০০.০০ লক্ষ টাকা, পিসি সীমা ৮০.০০ লক্ষ টাকা এবং চলতি মূলধন (হাঃ) ঋণসীমা ৬০.০০ লক্ষ টাকা এক বছর মেয়াদে নবায়ন করা হয়।
- পরবর্তীতে ৩০-১২-২০১০ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত পরিচালনা পর্ষদের ১৭৫ তম সভায় ব্যবস্থাপনা পরিবর্তনসহ প্রকল্প ঋণের বিদ্যমান মেয়াদ ২৭-০৫-২০১২ খ্রিঃ হতে পাঁচ বছর বৃদ্ধিপূর্বক ২৭-০৫-২০১৭ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত নির্ধারণ এবং প্রকল্প ঋণের বকেয়া টাকার হালনাগাদ সুদারোপ করে প্রথম ত্রৈমাসিক কিস্তি ডিসেম্বর/২০১১ হতে আদায়যোগ্য করে ডাউন পেমেন্ট ব্যতীত দ্বিতীয় বার পুণঃতফসিল করা হয়। ডিমান্ড লোন (ব্লকড-১ ও ২), পিসি ব্লকড হিসাব, নতুন সৃষ্ট ডিমান্ড লোন, পিসি হিসাবের মোট দায় হালনাগাদ সুদারোপ করে একীভূত ডিমান্ড লোন (ব্লকড) ঋণে স্থানান্তর এবং জুন/২০১১ হতে প্রথম ত্রৈমাসিক কিস্তি আদায়যোগ্য করে ডিসেম্বর/২০১৬ মেয়াদে ডাউন পেমেন্ট ব্যতীত তৃতীয় বার পুণঃতফসিল করা হয়।
- ৩০-১২-২০১০ খ্রিঃ তারিখের পুণঃতফসিলের শর্ত-(ক)-(২) অনুযায়ী পুণঃতফসিলকৃত ঋণ সীমা আবৃত করে প্রয়োজনীয় দলিল সম্পাদন না করায় এবং শর্ত-(খ)-(৩) অনুযায়ী পুণঃতফসিলকৃত ঋণ হিসাবের যে কোন দুইটি কিস্তি যথা সময়ে পরিশোধ না করায় পুণঃতফসিল সুবিধা বাতিল হয়ে যায়।
- ষ্টক লটে পরিণত হওয়া মালামালের উপর শাখার নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত কোন তথ্য এবং চলতি মূলধন ঋণের মালামালের মাসিক ষ্টক রিপোর্ট নথিপত্রে পাওয়া যায়নি।
- প্রকল্প ও চলতি মূলধন ঋণের মোট অনাদায়ী ২৪,৯৫,৭৩,০০০ টাকার বিপরীতে ৯৬.০০ শতাংশ প্রকল্প ভূমির তাৎক্ষণিক বিক্রয় মূল্য ৩,৯০,০০,০০০ টাকা; এক্ষেত্রে জামানত ঘাটতি ২১,০৫,৭৩,০০০ (২৪,৯৫,৭৩,০০০-৩,৯০,০০,০০০) টাকা। ফলে ঋণের অর্থ ক্ষতির সম্মুখীন।
- গ্রাহক নির্বাচন সঠিক না হওয়ায় এসবিআইসিএস এর আওতায় অর্থায়িত মেসার্স আর এস নীট কম্পোজিট লিমিটেড এর অনাদায়ী প্রকল্প ঋণ, চলতি মূলধন ঋণ ও ফোর্সড লোন ডাউন পেমেন্ট ব্যতীত বার বার পুণঃতফসিল করা সত্ত্বেও কু-ঋণে পরিণত হয়ে (১৩,০৮,৯১,৪৩৬ +৫০,৪৪,২৯২ +১১,৮৬,৯৩,৮৬৯) = ২৫,৪৬,২৯,৫৯৭ টাকা ক্ষতির সম্মুখীন **(বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট "১৩" তে দেয়া হলো)।**

অনিয়মের কারণ :

- গ্রাহক নির্বাচন সঠিক না হওয়া।
- ডাউন পেমেন্ট ব্যতীত বারবার পুন:তফসিল করা।

ফলাফল :

- প্রকল্প ঋণ, চলতি মূলধন ঋণ ও ফোর্সড লোন ডাউন পেমেন্ট ব্যতীত বার বার পুণঃতফসিল করা সত্ত্বেও কু-ঋণে পরিণত ২৫,৪৬,২৯,৫৯৭ টাকা; যা ব্যাংকের ক্ষতি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- প্রধান কার্যালয়ের নির্দেশ মোতাবেক ১৩-০৪-২০১৪ খ্রিঃ তারিখের যাবতীয় পাওনা পরিশোধের জন্য ঋণ গ্রহীতা কোম্পানী এবং এর বিদ্যমান ও বিদায়ী পরিচালকগণকে লিগ্যাল নোটিশ প্রদান করা হয়েছে। শিঘ্রই ঋণের বিপরীতে বন্ধকী সম্পত্তি নিলামে বিক্রয়ের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে এবং প্রয়োজনে অর্থ ঋণ আদালতে পাওনা আদায়ের লক্ষ্যে মামলা দায়ের করা হবে।

নিরীক্ষার মন্তব্য :

- জবাব নিস্পত্তি সহায়ক নয়।ডাউন পেমেন্ট ব্যতীত বার বার পুনঃতফসিলকরন এবং অনাদায়ে ক্ষতি মানে শ্রেণীকৃত ঋণে পরিণত হওয়ার জন্য দায়দায়িত্ব নির্ধারণ পূর্বক দায়ী ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।
- উল্লিখিত ক্ষতির বিষয় উল্লেখপূর্বক ১৫-০৭-১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়েছে। পরবর্তীতে ১৫-০৯-১৪ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। সন্তোষজনক জবাব না পাওয়ায় ০৪-১২-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র দেয়া হয়। ১০-০২-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত জবাবে জানানো হয় যে, ঋণ গ্রহীতাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের পদক্ষেপ হিসেবে বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য নিলাম বিজ্ঞপ্তি পত্রিকায় প্রকাশিত হলে উক্ত বিজ্ঞপ্তির বিরুদ্ধে ঋণ গ্রহীতা মহামান্য হাইকোর্টে রীট করেন এবং পাওনা পরিশোধে মহামান্য হাইকোট ঋণ গ্রহীতাকে কিস্তির সুবিধা প্রদান করেছেন। গ্রাহক কোন টাকা জমা না করায় তার বিরুদ্ধে অর্থ ঋণ আদালতে মামলা দায়েরের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। সকল প্রকার আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে সমুদয় অনাদায়ী অর্থ সত্বর আদায় করে নিরীক্ষাকে জানানোর অনুরোধ জানিয়ে ০৯-০৪-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে প্রতিউত্তর দেয়া হয়। অদ্যাবধি আর কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে সমুদয় অনাদায়ী অর্থ সত্বর আদায় অন্যথায় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুঃ ১৪।

শিরোনামঃ সৃষ্ট ফোর্সড লোন ও পিসি দায় ডাউন পেমেন্ট ব্যতীত বার বার ব্লক হিসেবে পুনঃতফসিল করে দশ বছর মেয়াদে পরিশোধের সুযোগ দান সত্ত্বেও আদায় ব্যর্থতায় ব্যাংকের ক্ষতি ১০০৮.০৫ লক্ষ টাকা।

বিবরণ :

সোনালী ব্যাংক লিঃ, দিলকুশা কর্পোরেট শাখা, ঢাকা এর ২০১০ হতে ২০১৩ সালের হিসাব ০১-০৪-২০১৪ খ্রিঃ থেকে ০৭-০৫-২০১৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে অনাদায়ী বিবরণী, পিসি এবং ডিমান্ড/ফোর্সড লোনের নথিপত্র ও ব্যাংক ষ্টেটমেন্ট পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে,

- গ্রাহক মেসার্স ফ্লোরিডা ফ্যাশন লিঃ এ শাখার মাধ্যমে ১৯৯৯ সাল হতে ব্যাক টু ব্যাক ঋণ সুবিধার আওতায় আমদানী রপ্তানী ব্যবসা পরিচালনা করে আসছে। বিভিন্ন সময়ে রপ্তানী ব্যর্থতার কারণে তাদের হিসাবে সৃষ্ট ফোর্সড লোন/ডিমান্ড লোন এবং পিসি দায় অনাদায়ী থাকে। উক্ত অনাদায়ী লোন ও দায়সমূহ প্রধান কার্যালয় কর্তৃক কোন প্রকার ডাউন পেমেন্ট ব্যতীত ০২-০১-২০০৬ খ্রিঃ তারিখ ব্লক লোনে রূপান্তর করে প্রথম পাঁচ বছর মেয়াদে এবং ১৩-১২-২০০৭ খ্রিঃ তারিখ ফোর্স লোন দশ বছর ও পিসি দায় পাঁচ বছর মেয়াদে দ্বিতীয় বার পুনঃতফসিল করা হয় (পুনঃতফসিলের কপি নথিপত্রে পাওয়া যায়নি)।
- পরবর্তীতে উক্ত ফোর্সড লোন ২১-০৬-২০১০ খ্রিঃ তারিখ দশ বছর মেয়াদে এবং পিসি দায় পাঁচ বছর মেয়াদে পরিশোধের শর্তে পুনর্বিন্যাসকরণ করা হয়। শর্তানুযায়ী পরিশোধ না করায় আদায় ব্যর্থতায় কু-ঋণে পরিণত হয়ে ফোর্সড লোনের ৯,১৩,১৩,৭৯৮ টাকা এবং পিসি দায়ের ৯৪,৯১,২৮৯ টাকা ব্যাংকের ক্ষতি সাধিত হয়।
- চুক্তিপত্র/রপ্তানী ঋণপত্রের মাধ্যমে রপ্তানী করতে ব্যর্থ হলে নিয়মানুযায়ী সমপরিমান মালামাল ষ্টক লট আকারে থাকার কথা। কিন্তু ০৮-০৪-২০১৩ খ্রিঃ তারিখের পরিদর্শন প্রতিবেদন হতে দেখা যায় প্রতিষ্ঠানের জিএম ষ্টক লটের মালামাল বিক্রি করে অর্থ আত্মসাৎ করেছেন।
- ফরেন এক্সচেঞ্জ ট্রানজেকশন, ভলিউম-১ এর ১৩ নং ধারা মোতাবেক রপ্তানী মূল্য ১২০ দিনের (৪ মাস) মধ্যে প্রত্যাবাসিত হতে হবে। কিন্তু সম্পূর্ণ মূল্য প্রত্যাবাসিত না হওয়া সত্ত্বেও অনিয়মিতভাবে পুনরায় Back to Back এলসি খোলা হয়েছে।
- ফলে সৃষ্ট ফোর্সড লোন ও পিসি দায় ডাউন পেমেন্ট ব্যতীত বারবার ব্লক হিসেবে পুনঃতফসিল করে দশ বছর মেয়াদে পরিশোধের সুযোগ দান সত্ত্বেও আদায়ে ব্যর্থতায় ব্যাংকের ক্ষতি হয়েছে (৯,১৩,১৩,৭৯৮ + ৯৪,৯১,২৮৯) = ১০,০৮,০৫,০৮৭ টাকা। **(বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট "১৪" তে দেয়া হলো)।**

অনিয়মের কারণ :

- সৃষ্ট ফোর্সড লোন ও পিসি দায় ডাউন পেমেন্ট ব্যতীত বারবার ব্লক হিসেবে পুনঃতফসিল করে দশ বছর মেয়াদে পরিশোধের সুযোগ দান।

ফলাফল :

- গ্রাহকদের বিরুদ্ধে অর্থ ঋণ আদালতে মামলা দায়েরের প্রক্রিয়া চলমান। সৃষ্ট ফোর্সড লোন ও পিসি দায় ডাউন পেমেন্ট ব্যতীত বারবার ব্লক হিসেবে পুনঃতফসিল করে দীর্ঘ মেয়াদে পরিশোধের সুযোগ দান সত্ত্বেও আদায়ে ব্যর্থতায় ব্যাংকের ক্ষতি ১০,০৮,০৫,০৮৭ টাকা।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- ২০-০৮-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ বন্ধকী সম্পত্তি নিলামের দিন ধার্য করে পত্রিকায় ০১-০৮-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের প্রেক্ষিতে গ্রাহক রুগ্নশিল্প হিসেবে সুযোগ প্রদানের জন্য ১৯-০৮-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ মহামান্য হাইকোর্টে রীট পিটিশন নং-১০৯৫৭/২০২ দায়েরের মাধ্যমে নিলাম স্থগিতের আবেদন করেন। তথাপি পাওনা আদায়ের লক্ষ্যে গ্রাহকের বিরুদ্ধে অর্থঋণ আদালতে মামলা দায়ের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

নিরীক্ষার মন্তব্য :

- সার্বিক বিবেচনায় ব্যাংকের স্বার্থকে ক্ষুন্ন করে গ্রাহকের স্বার্থকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। যথা শীঘ্র সম্ভব অসমন্বিত অর্থ সমন্বয় করা আবশ্যক।
- উল্লিখিত ক্ষতির বিষয় উল্লেখপূর্বক ১৫-০৭-১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়েছে। পরবর্তীতে ১৫-০৯-১৪ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। সন্তোষজনক জবাব না পাওয়ায় ০৪-১২-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র দেয়া হয়। ১০-০২-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত জবাবে জানানো হয় যে, ঋণ গ্রহীতাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের পদক্ষেপ হিসেবে বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য নিলাম বিজ্ঞপ্তি পত্রিকায় প্রকাশিত হলে উক্ত বিজ্ঞপ্তির বিরুদ্ধে ঋণ গ্রহীতা মহামান্য হাইকোর্টে রীট করে নিলাম কার্যক্রম স্থগিত করা হয়। গ্রাহকদের বিরুদ্ধে অর্থ ঋণ আদালতে মামলা দায়েরের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। সকল প্রকার আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে সমুদয় অনাদায়ী অর্থ সত্বর আদায় করে নিরীক্ষাকে জানানোর অনুরোধ জানিয়ে ০৯-০৪-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে প্রতিউত্তর দেয়া হয়। অদ্যাবধি আর কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে সমুদয় অনাদায়ী অর্থ সত্বর আদায় অন্যথায় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুঃ ১৫।

শিরোনাম : রপ্তানী ঋণপত্রের বিপরীতে স্থাপিত Back to Back এলসির মালামাল রপ্তানীতে ব্যর্থ হওয়ায় সৃষ্ট ফোর্সড লোন ও পিসি লোন ব্লক করে পাঁচ বছরে পরিশোধের সুযোগ দান সত্ত্বেও নতুনভাবে Back to Back এলসি স্থাপনের মাধ্যমে ফোর্স লোন সৃষ্টি হওয়ায় প্রদত্ত পিসি ঋণ অনাদায়ী ৮১৯.৫৩ লক্ষ টাকা।

বিবরণ :

সোনালী ব্যাংক লিঃ, দিলকুশা কর্পোরেট শাখা, ঢাকা এর ২০১০ হতে ২০১৩ সালের হিসাব ০১-০৪-২০১৪ খ্রিঃ থেকে ০৭-০৫-২০১৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে অনাদায়ী বিবরণী, পিসি এবং ডিমান্ড/ফোর্সড লোনের নথিপত্র ও ব্যাংক ষ্টেটমেন্ট পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে,

- মেসার্স পার্পেল ফেব্রিক্স লিঃ এ শাখার মাধ্যমে Back to Back ঋণ সুবিধার আওতায় আমদানী রপ্তানী ব্যবসা পরিচালনা করে আসছে। বিভিন্ন সময়ে রপ্তানী ব্যর্থতার কারণে তাদের হিসাবে সৃষ্ট ফোর্স লোন/ডিমান্ড লোন এবং পিসি দায় অনাদায়ী থাকে।
- উক্ত ফোর্সড লোন ১৫-১২-২০০৯ খ্রিঃ হতে ৩১-০১-২০১৫ খ্রিঃ তারিখ মেয়াদে এবং পিসি ১৫-১২-২০০৯ খ্রিঃ হতে ৩১-১২-২০১৪ খ্রিঃ তারিখ মেয়াদে পরিশোধের শর্তে ব্লক লোনে রূপান্তর করা হয়। শর্তানুযায়ী পরিশোধ না করায় কুঋণে পরিণত হয়ে ফোর্সড লোনের ৭,৫০,৪৭,২৯০ টাকা এবং পিসি এর ৬৯,০৫,৮৬৪ টাকা ক্ষতির সম্মুখীন।
- ফরেন এক্সচেঞ্জ ট্রানজেকশন, ভলিউম-১ এর ১৩ নং ধারা মোতাবেক রপ্তানী মূল্য ১২০ দিনের (৪ মাস) মধ্যে প্রত্যাবাসিত হতে হবে। কিন্তু সম্পূর্ণ মূল্য প্রত্যাবাসিত না হওয়া সত্ত্বেও অনিয়মিতভাবে পুনরায় Back to Back এলসি খোলা হয়েছে।
- বার বার Back to Back এলসি স্থাপনের সুযোগ প্রদান করায় রপ্তানী ব্যর্থতায় পুনরায় ফোর্স লোন সৃষ্টি করা হয় এবং একই সাথে পিসি প্রদানের মাধ্যমে দায় বৃদ্ধি করা হয়। সৃষ্ট ফোর্সড লোন ও পিসি লোন পরিশোধে গ্রাহক কর্তৃক কোন প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি এবং শাখা কর্তৃপক্ষ কর্তৃকও আদায়ের লক্ষ্যে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি ।
- রপ্তানী ঋণপত্রের বিপরীতে স্থাপিত Back to Back এলসির মালামাল রপ্তানীতে ব্যর্থ হওয়ায় মেসার্স পার্পেল ফেব্রিকস্ লিঃ এর অনুকূলে সৃষ্ট ফোর্সড লোন ও পিসি লোন ব্লক করে পাঁচ বছরে পরিশোধের সুযোগ দান সত্ত্বেও কু-ঋণে পরিণত হওয়ার পরেও নতুনভাবে বিবিএলসি স্থাপনের মাধ্যমে ফোর্সড লোন সৃষ্টি এবং প্রদত্ত পিসি ঋণের অনাদায়ী (৭,৫০,৪৭,২৯০ + ৬৯,০৫,৮৬৪) = ৮,১৯,৫৩,১৫৪ টাকা ক্ষতি। **(বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট "১৫/১ ও ১৫/২" তে দেয়া হলো)।**
- চুক্তিপত্র/রপ্তানী ঋণপত্রের মাধ্যমে রপ্তানী করতে ব্যর্থ হলে নিয়মানুযায়ী সমপরিমান মালামাল ষ্টক লট আকারে থাকার কথা। কিন্তু উক্ত মালামাল ২৮-০৮-২০১০ খ্রিঃ তারিখ ডাকাতরা লুট করে নিয়ে যায় বলে গ্রাহক কর্তৃক জানানো হয়। শাখার ১৬-০৯-২০১২ খ্রিঃ তারিখের পরিদর্শন প্রতিবেদন হতে দেখা যায় রপ্তানীকারক গোপনে ষ্টক লটের মালামাল স্থানীয় বাজারে বিক্রি করে ব্যাংকের দায় পরিশোধ হতে বিরত থাকে।
- বৈদেশিক বাণিজ্য নীতিমালা অনুযায়ী শুধুমাত্র রপ্তানীযোগ্য মালামাল প্যাকিং এর জন্য প্যাকিং ক্রেডিট ঋণ প্রদানের কথা। এক্ষেত্রে গ্রাহকের আবেদনের প্রেক্ষিতে অনিয়মিতভাবে মাসিক বেতন ও বিদ্যুৎ বিল পরিশোধের জন্য পিসি প্রদান করা হয়েছে।

অনিয়মের কারণ :

- রপ্তানী ঋণপত্রের বিপরীতে স্থাপিত Back to Back এলসির মালামাল রপ্তানীতে ব্যর্থ হওয়ায় সৃষ্ট ফোর্সড লোন ও পিসি লোন ব্লক করে পাঁচ বছরে পরিশোধের সুযোগ দান এবং পরে নতুনভাবে Back to Back এলসি স্থাপনের মাধ্যমে ফোর্সড লোন সৃষ্টি।
- নিবিড় তদারকি না করা।

ফলাফল :

- গ্রাহকের অনুকূলে সৃষ্ট ফোর্সড লোন ও পিসি লোন ব্লক করে পাঁচ বছরে পরিশোধের সুযোগ দান সত্ত্বেও কু-ঋণে পরিণত হওয়ার পরেও নতুনভাবে Back to Back এলসি স্থাপনের মাধ্যমে ফোর্সড লোন সৃষ্টি এবং প্রদত্ত পিসি ঋণের অনাদায়ী ৮,১৯,৫৩,১৫৪ টাকা; যা ব্যাংকের ক্ষতি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- বকেয়া পাওনা আদায়ের লক্ষ্যে নিয়মিতভাবে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে, সর্বশেষ ১৫-০৯-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ লিগ্যাল নোটিশ প্রদান করা হয়েছে।

নিরীক্ষার মন্তব্য :

- রপ্তানীতে ব্যর্থ হওয়ায় সৃষ্ট ফোর্সড লোন ও পিসি লোন কু-ঋণে পরিণত হওয়ার পরেও বার বার ব্যাক টু ব্যাক এলসি স্থাপনের সুযোগ প্রদান করায় রপ্তানী ব্যর্থতায় পুনরায় ফোর্সড লোন সৃষ্টি করা এবং একইসাথে পিসি প্রদানের মাধ্যমে দায় বৃদ্ধির জন্য দায় দায়িত্ব নির্ধারণ পূর্বক অতি দ্রুত অসমন্বিত অর্থ সমন্বয় করা আবশ্যক।
- উল্লিখিত ক্ষতির বিষয় উল্লেখপূর্বক ১৫-০৭-১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়েছে। পরবর্তীতে ১৫-০৯-১৪ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। সন্তোষজনক জবাব না পাওয়ায় ০৪-১২-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র দেয়া হয়। ১০-০২-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত জবাবে জানানো হয় যে, ঋণ গ্রহীতার ফ্যাক্টরীতে সংঘটিত ডাকাতির ক্ষতির বীমা দাবী নিষ্পত্তির জন্য মহামান্য হাইকোর্ট হতে বীমা নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের উপর রুল জারী করা হয়েছে। সকল প্রকার আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে সমুদয় অনাদায়ী অর্থ সত্বর আদায় করে নিরীক্ষাকে জানানোর অনুরোধ জানিয়ে ০৯-০৪-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে প্রতিউত্তর দেয়া হয়। অদ্যাবধি আর কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে সমুদয় অনাদায়ী অর্থ সত্বর আদায় অন্যথায় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুঃ ১৬।

শিরোনাম : লিমিট অতিরিক্ত Back to Back এলসি স্থাপন, বার বার পুনঃতফসিল করার পরও বিভিন্ন ঋণের টাকা আদায়ে ব্যর্থতায় মন্দ ও কু-মানে শ্রেণীকৃত সর্বমোট ৭৯৭৯.২৪ লক্ষ টাকা আদায় অনিশ্চিত।

বিবরণ :

সোনালী ব্যাংক লিঃ, শিল্প ভবন কর্পোরেট শাখা, মতিঝিল, ঢাকা এর ২০১০-২০১২ সালের হিসাব ২৯-০৯-২০১৩ খ্রিঃ হতে ০৪-১১-২০১৩ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে সিএল বিবরণী, ব্যাংক বিবরণী এবং সংশ্লিষ্ট গ্রাহকগণের নথি পত্রাদি নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে,

- (ক) মেসার্স বিশ্বাস গার্মেন্টস্ এর অনুকূলে সর্বপ্রথম স্মারক নং-৩৬ তারিখঃ ২২-০২-২০০১ খ্রিঃ এর মাধ্যমে নীট গার্মেন্টস স্থাপনের লক্ষ্যে ১০ বছর মেয়াদে ৯৪৫.৫০ লক্ষ টাকা প্রকল্প ঋণ, ০৪-০৮-২০০৪ খ্রিঃ তারিখে ৫০.০০ লক্ষ টাকা সিসি (হাইপো) ঋণ, Back to Back সীমা ৪.০০ কোটি টাকা, পিসি ৪০.০০ লক্ষ টাকা এবং ১০% মার্জিনে ক্যাশ এলসি সীমা ০.৭৫ কোটি টাকা মঞ্জুর করা হয়। সিসি ঋণ বিতরণের পর গ্রাহকের আবেদনের প্রেক্ষিতে স্মারক নং-৫০০৮ তারিখঃ ১৬-১০-২০০৫ খ্রিঃ এর মাধ্যমে ১০ বছর মেয়াদে ১৩৩৩.৮৩ লক্ষ টাকা বিএমআরই ঋণ মঞ্জুর করা হয়। গ্রাহকের নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় শাখার পত্র নং-সোঃব্যাঃলিঃ/শিভকশা/শিঋবি/বিশ্বাস গার্মেন্টস/ইউনিট-২/৪২৬৩ তারিখঃ ০৩-০৩-২০১০ খ্রিঃ মোতাবেক বিশ্বাস গার্মেন্টস-২ এর অনুকূলে প্রকল্প ঋণ, বিএমআরই প্রকল্প ঋণ, ক্যাশ ক্রেডিট (হাইপো) সুদ বাহি ব্লক, বিদ্যমান ডিমান্ড লোনের ১ম ত্রৈমাসিক কিস্তিতে জুন/২০১১ হতে আদায়যোগ্য করে পুনঃ নির্ধারণ করা হয়। উক্ত ঋণ হিসাবগুলোর পুনঃতফসিল অনুযায়ী প্রতিটি কিস্তি যথাক্রমে ১,০৪,২৪,৫০০ টাকা, ১,০০,১৪,৪৬০ টাকা, ৬,৫৭,০০৭ টাকা ও ৫,৯৪,১৮৮ টাকা হারে নির্ধারিত ছিল যাহার বিপরীতে আদায় করা হয়েছে সর্বমোট ২,৩৫,৭২,৬৪৫ টাকা। অর্থাৎ ওভারডিউ দায় স্থিতি সর্বমোট ১৬,৭০,২৯,৪৩৩ টাকা। যাহার বর্তমান ঋণ স্থিতি সর্বমোট ৪৭,২৬,৩৬,৮৬০ টাকা।
- গ্রাহকের ডিমান্ড লোন সংক্রান্ত প্রতিবেদন ও রেজিস্টার হতে দেখা যায় গ্রাহকের অনুকূলে ১৫-০৭-০৪ খ্রিঃ হতে ১৫-০৯-০৫ খ্রিঃ, ১৬-০১-০৮ খ্রিঃ ও ১৫-০৫-১১ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে লিমিট অতিরিক্ত ২২ টি Back to Back এলসি স্থাপন করা হয় যার সর্বমোট মূল্য ৭,১৫,০৭,৩৪৭ টাকা। উক্ত ২২ টি Back to Back এলসির বিপরীতে সৃষ্ট ডিমান্ড লোনের দায় প্রত্যাবাসন না হওয়ায় ১৫-০৮-২০০৫ খ্রিঃ, ২০-১১-০৮ খ্রিঃ ও ০৫-০৮-১৩ খ্রিঃ তারিখে ফোর্সড লোন সৃষ্টির মাধ্যমে অন্য ব্যাংকের সর্বমোট ৭,১৫,০৭,৩৪৭ টাকা দায় পরিশোধ করা হয়েছে। যাহার সুদাসলে সর্বমোট ১০,৬০,৬৭,৬৬০ টাকা অনাদায়ী রয়েছে।
- (খ) শাখার পত্র নং-সোঃব্যাঃ/শিভশা/শিঋবি/বিশ্বাস গার্মেন্টস/ তারিখঃ ২১-০৭-২০০৪ খ্রিঃ মোতাবেক বিশ্বাস গার্মেন্টস এর অনুকূলে Back to Back এলসি লিমিট ১২ কোটি টাকা এবং পিসি লিমিট ১ কোটি টাকা নির্ধারণ করে ঋণ মঞ্জুর করা হয়। নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, গ্রাহকের এলসি লিমিট ১২ কোটি টাকা হলেও গ্রাহকের অনুকূলে ২৪-১২-০৬ খ্রিঃ তারিখে ২৫,৫২,০৪,০০০ টাকা, ১৫-০৪-০৭ খ্রিঃ তারিখে ২৪,৬৭,৮৩,০০০ টাকা, ০৭-০৬-০৭ খ্রিঃ তারিখে ২৩,৩১,১৬,০০০ টাকা, ০৮-০৭-০৭ খ্রিঃ তারিখে ২৩,১৪,৮৫,০০০ টাকা এবং ১৬-০৯-০৭ খ্রিঃ তারিখে ২৫,০২,৮৮,০০০ টাকার Back to Back এলসি স্থাপন করা হয়েছে। গ্রাহকের ফোর্সড লোন লেজার হতে দেখা যায় দীর্ঘদিন যাবৎ স্থাপনকৃত ২৯ টি Back to Back এলসির দায় প্রত্যাবাসন না হওয়ায় মোট ১৪,২৮,৬৮,৯৭৫ টাকা অন্য ব্যাংকের দায় পরিশোধ করা হয়েছে। উক্ত ফোর্সড লোনের টাকা আদায়ের লক্ষ্যে প্রধান কার্যালয়ের পত্র নং-এসবিএল/শিল্প/বৈবা/বিশ্বাস গার্মেন্টস/১১/১৫৬০ তাং-১০-০৪-২০১১ খ্রিঃ মোতাবেক অনাদায়ী স্থিতি ১৮,১৮,০১,০০০ টাকা পুনঃতফসিল করা হয়। ৩০-০৯-২০১৩ খ্রিঃ পর্যন্ত প্রতিটি কিস্তি ১,০৬,৯৪,১৭৬ টাকা হারে ৮ টি কিস্তি বাবদ আদায়যোগ্য ৮,৫৫,৫৩,১৪২ টাকা হলেও আদায় করা হয়েছে ২,১৮,৭৬,৩৬০ টাকা। অর্থাৎ ৩০-০৯-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ওভারডিউ দায় ৬,৩৬,৭৭,০৫২ টাকা যাহার সর্বশেষ দায় স্থিতি ১৯,৯১,৯৯,৬৮৭ টাকা।
- (গ) মেসার্স ক্যাপিটাল গার্মেন্টস এর অনুকূলে শাখার পত্র নং-এসবি/শিল্প/বৈবা/২৭৫৩ তারিখঃ ০৯-০৮-২০০৫ খ্রিঃ মোতাবেক Back to Back এলসি লিমিট ৩ কোটি টাকা, পিএসসি লিমিট ৩০ লক্ষ টাকা নির্ধারণ করে ঋণ মঞ্জুর করা হয়। Back to Back এলসি রেজিস্টার ও ফোর্সড লোনের লেজার পর্যালোচনা দেখা যায় গ্রাহকের নামে ০৫-০৩-২০০৭ খ্রিঃ, ২৯-০৮-০৬ খ্রিঃ, ০৬-০৯-০৬ খ্রিঃ, ও ০৫-০৩-০৭ খ্রিঃ তারিখে ৪ টি Back to Back এলসি স্থাপন করা হয়। উক্ত এলসির দায় নির্ধারিত সময়ে প্রত্যাবাসন না হওয়ায় ২৫-০৩-২০০৯ খ্রিঃ তারিখে ফোর্সড লোন সৃষ্টি করে অন্য প্রতিষ্ঠানের দায় পরিশোধ করা হয়েছে। শাখার পত্র নং-৩৪০০ তারিখঃ ০৭-০৬-২০১০ খ্রিঃ মোতাবেক

উক্ত বকেয়া ১,৬৫,২০,০৬৯ টাকা ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে সুদারোপযোগ্য করে ডিসেম্বর/২০১০ হতে ০৫ বছর মেয়াদে পুনঃতফসিল করা হয়। পুনঃতফসিল মোতাবেক ডিসেম্বর/২০১০ হতে ৩০-০৯-২০১৩ খ্রিঃ পর্যন্ত প্রতিটি ত্রৈমাসিক কিস্তি ৭,৮৬,৬৭০ টাকা হারে ১২টি কিস্তি বাবদ আদায়যোগ্য ৯৪,৪০,০৪০ টাকা হলেও আদায় করা হয়েছে ৫১,৭৩,৫৩১ টাকা। অর্থাৎ ৩০-০৯-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ওভারডিউ দায় ৪২,৬৬,৫০৯ টাকা এবং সর্বশেষ দায় স্থিতি ১,৭১,০৪,১২৩ টাকা। গ্রাহকের ফোর্সড লোন ও এলসি লেজার হতে দেখা যায় মেয়াদোত্তীর্ণ দায় থাকা অবস্থায় পুনরায় ২৮-১১-২০১১ খ্রিঃ তারিখে ১ টি Back to Back এলসি এর দায় সৃষ্টি করা হয়। উক্ত এলসির দায় নির্ধারিত সময়ে প্রত্যাবাসন না হওয়ায় ০৫-০৮-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে ফোর্সড লোন সৃষ্টি করে ২৯,১৫,৭৫৫ টাকা অন্য ব্যাংকের দায় পরিশোধ করা হয়েছে; যার দায়-দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে তৎকালীন শাখা ব্যবস্থাপক ও অন্যান্য সুপারিশকারী কর্মকর্তার উপর বর্তায়। বর্তমানে ব্যাংকের সর্বমোট দায়স্থিতি (১,৭১,০৪,১২৩+২৯,১৫,৭৫৫) = ২,০০,১৯,৮৭৮ টাকা।

- ফলে ৩০-০৯-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে **মেসার্স বিশ্বাস গার্মেন্টস-২** এর অনুকূলে প্রদত্ত প্রকল্প ঋণ, বিএমআরই প্রকল্প ঋণ, ক্যাশ ক্রেডিট (হাইপোঃ) সুদবাহী ব্লক, আইডিসিপি ও রপ্তানী ব্যর্থতায় সৃষ্ট ফোর্সড লোনের (৪৭,২৬,৩৬,৮৬০+১০,৬০,৬৭,৬৬০) = ৫৭,৮৭,০৪,৫২০ টাকা, **মেসার্স বিশ্বাস গার্মেন্টস** এর অনুকূলে সৃষ্ট ফোর্সড লোন ব্লক এর ১৯,৯১,৯৯,৬৮৭ টাকা এবং **ক্যাপিটাল গার্মেন্টস** এর সৃষ্ট ফোর্সড লোনের ২,০০,১৯,৮৭৮ টাকাসহ সর্বমোট ৭৯,৭৯,২৪,০৮৫ টাকা দীর্ঘদিন যাবৎ অনাদায়ী রয়েছে (**বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট "১৬" তে দেয়া হলো**)।

অনিয়মের কারণ :

- লিমিট অতিরিক্ত Back to Back এলসি স্থাপন করা।
- বারবার পুন:তফসিল করা।
- ঋণের টাকা আদায়ে ব্যর্থতা।
- আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ না করা।

ফলাফল :

- বার বার পুনঃতফসিল করার পরও গ্রাহকগণের অনুকূলে প্রদত্ত প্রকল্প ঋণ, বিএমআরই প্রকল্প ঋণ, ক্যাশ ক্রেডিট (হাইপোঃ) সুদবাহী ব্লক, আইডিসিপি ও রপ্তানী ব্যর্থতায় সৃষ্ট ফোর্সড লোনের সর্বমোট ৭৯,৭৯,২৪,০৮৫ টাক অদ্যাবধি অনাদায়ী; যা ব্যাংকের ক্ষতি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- কারখানার উৎপাদন কার্যক্রম চলাকালীন সময়ে ভয়াবহ অগ্নিকান্ডে বিপুল পরিমাণ আমদানীকৃত মালামাল পুড়ে যায় এবং রপ্তানী কার্যক্রম সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। যে কারনে ফোর্সড লোন সৃষ্টি করে দায় পরিশোধ করা হয়। প্রধান কার্যালয়ের অনুমোদনক্রমে ঋণ গ্রহিতাদের দায় সমূহ পুনঃতফসিল করা হয়। গ্রাহক কিস্তি খেলাপী হওয়ায় এবং ঋণ সমন্বয়ে ব্যর্থ হওয়ায় পুনঃতফসিল সুবিধা বাতিল হয়ে যায়। বর্তমানে গ্রাহকের বিরুদ্ধে আইনানুগ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ব্যাংকের দায় আদায়ের প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- Back to Back এলসি'র মেয়াদোত্তীর্ণ দায় থাকা সত্ত্বেও গ্রাহকগণের অনুকূলে পুনরায় নতুন করে এলসি স্থাপন এবং বার বার পুনঃতফসিলীকরণের মাধ্যমে ঋণ হিসাব নিয়মিত রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হলে পুনঃতফসিল সুবিধা বাতিল করে ঋণ আদায়ের জন্য আইনানুগ পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশনা থাকলেও ব্যাংক কর্তৃক কোন আইনানুগ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি; যার দায়-দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে তৎকালীন শাখা ব্যবস্থাপক ও অন্যান্য সুপারিশকারী কর্মকর্তার উপর বর্তায়।
- উল্লিখিত ক্ষতির বিষয় উল্লেখপূর্বক ৩১-১২-১৩ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়েছে। পরবর্তীতে ২৩-০২-১৪ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। সন্তোষজনক জবাব না পাওয়ায় ২০-০৮-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র দেয়া হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে সমুদয় অনাদায়ী অর্থ সত্বর আদায় অন্যথায় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

৭—

অনুঃ ১৭।

শিরোনাম : পুনঃতফসিলকৃত সৃষ্ট ডিমান্ড লোন ও পিসি দায় আদায় না করায় ব্যাংক ১৭১৫.৭৮ টাকা ক্ষতির সম্মুখীন।

বিবরণ :

সোনালী ব্যাংক লিঃ, রমনা কর্পোরেট শাখা, ঢাকা এর ২০১০-২০১২ সালের হিসাব ০১-১০-২০১৩ খ্রিঃ হতে ০৬-১১-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে সিএল বিবরণী, ঋণ আদায়ের যোগাযোগ সংক্রান্ত নথি ও সংগৃহীত হালনাগাদ ব্যাংক স্টেটমেন্ট পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে,

- মেসার্স আর এন সুয়েটার্স লিঃ এর অনুকূলে পুনঃতফসিলকৃত সৃষ্ট ডিমান্ড লোন ও পিসি দায় আদায় না করায় ব্যাংক (১১,১৪,১২,৪৩৮ +৪,২৬,০২,০৩৭+৫৫,৬১,৫৬২ +১২০,০১,৬১১) = ১৭,১৫,৭৭,৬৪৮ টাকা ক্ষতির সম্মুখীন| **(বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট "১৭" তে দেয়া হলো)।**
- পুনঃতফসিল ও নবায়ন মঞ্জুরী পত্র নং আইটিএফডি/রপ্তানী/গার্মেন্টস/৪০৪ তাং ২৯-০৩-২০১০ খ্রিঃ এর মাধ্যমে ডিমান্ড লোন ও পিসি দায়ের টাকা আদায়ের জন্য শর্ত সাপেক্ষে পুনঃতফসিলকরন ও নবায়ন মঞ্জুরী দেয়া হয়।
- শর্তাবলীর (ক) নং শর্তে গ্রাহকের গুদামে রক্ষিত ষ্টকলটের মালামাল ৩০-০৬-২০১০ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে বিক্রি করে ফোর্সড লোন হিসাবে জমা করা,
- (ঙ) নং শর্তে ঋণের নিবিড় তদারকি নিশ্চিত করা,
- অন্যান্য শর্তাবলীর (১) নং শর্তে ডাউন পেমেন্ট ৩৮.১৬ লক্ষ টাকা ২৯-০৩-২০১০ খ্রিঃ তারিখ হতে ০৩ (তিন) মাসের মধ্যে পরিশোধ করা,
- (১৫) নং শর্তে ২ (দুই) টি কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হলে অনুমোদিত পুনঃতফসিলীকরণ সুবিধা বাতিল হওয়ার এবং এ অর্থ আদায়ে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা,
- (২৪) নং শর্তে আমদানীকৃত পন্য বন্দরে আসার পর থেকে তৈরীকৃত পোষাক রপ্তানী করন সময় পর্যন্ত সার্বিক কার্যক্রম তদারকী করার জন্য একজন সিনিয়র অফিসার পর্যায়ে সার্বক্ষণিক রিলেশনশীপ ম্যানেজার নিয়োগ করার শর্তসহ উল্লেখিত শর্তসমূহ থাকলেও শাখা ব্যবস্থাপক কর্তৃক শর্তানুযায়ী কার্যক্রম গ্রহন না করায় ১৬-০৪-২০১৩ খ্রিঃ তারিখের প্রতিবেদন অনুযায়ী গ্রাহক ৩,৫৬,৩৪,০০০ টাকার মালামাল স্থানীয় বাজারে বিক্রি করে ব্যাংকে জমা না দিয়ে আত্নসাৎ করেন। শাখা ব্যবস্থাপক কর্তৃক কোন টাকাই আদায় না করায় ও শাখা ব্যবস্থাপকের গাফিলতির কারণে ১৭,১৫,৭৭,৬৪৮ টাকা আদায় অনিশ্চিত হয়ে পড়ার পরও আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।

অনিয়মের কারণ :

- পুনঃতফসিলকৃত সৃষ্ট ডিমান্ড লোন ও পিসি দায় আদায়ে ব্যর্থতা।

ফলাফল :

- গ্রাহকের অনুকূলে পুনঃতফসিলকৃত সৃষ্ট ডিমান্ড লোন ও পিসি দায়ের অর্থ অদ্যাবধি অনাদায়ী ১৭,১৫,৭৭,৬৪৮ টাকা; যা ব্যাংকের ক্ষতি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- ব্যাংকের পাওনা আদায়ের লক্ষ্যে ইতি মধ্যে চূড়ান্ত নোটিশ ও লিগ্যাল নোটিশ প্রদান করা হয়েছে। সৃষ্ট ফোর্সড লোনের বিপরীতে ষ্টক লটের ঘাটতি থাকায় ০৯-০৫-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে শাহবাগ থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।

নিরীক্ষার মন্তব্য :

- বার বার লিখিত তাগিদ পত্র দিয়ে তাগিদ পত্রের কপি সংশ্লিষ্ট নথিতে সংরক্ষন করে তদারকির মাধ্যমে আদায়ের জোর চেষ্টা গ্রহণ না করায় আদায় অনিশ্চিত হয়ে পড়ে।
- উল্লিখিত ক্ষতির বিষয় উল্লেখপূর্বক ১৩-০১-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়েছে। পরবর্তীতে ২৩-০২-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। সন্তোষজনক জবাব না পাওয়ায় ২০-০৮-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র দেয়া হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে সমুদয় অনাদায়ী অর্থ সত্বর আদায় অন্যথায় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুঃ ১৮।

শিরোনাম : বার বার পুনঃতফসিল, নবায়ন, সুদ বিহীন ব্লক হিসাব, সুদ মওকুফ সুবিধা প্রদান এবং রপ্তানি ব্যর্থতায় ফোর্সড লোনের দায়সহ প্রকল্প ঋণের দায় পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ার পরও খেলাপী ঋণ আদায়ে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় ব্যাংক ১০৮.২৬ কোটি টাকা ক্ষতির সম্মুখীন।

বিবরণ :

সোনালী ব্যাংক লিঃ, নারায়ণগঞ্জ কর্পোরেট শাখা, নারায়ণগঞ্জ এর ২০০৯ থেকে ২০১৩ সালের হিসাব ০২-০২-২০১৪ খ্রিঃ থেকে ০৬-০৩-২০১৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে শিল্প ঋণ বিভাগের শিল্প ঋণের নথি, বিভিন্ন অগ্রিমের নথি, বৈদেশিক বাণিজ্যের নথি, অন্যান্য ঋণ ও অগ্রিমের নথি যাচাইকালে পরিলক্ষিত হয় যে,

- মেসার্স রূপসী ফেব্রিক্স কমপ্লেক্স লিঃ কে সোনালী ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়ের পত্র নং-প্রকাঃ/শিঋবি/উইং-১/আইসিএস/নারা/রূপসী/ তারিখঃ ১৪-১১-১৯৯৩ খ্রিঃ এর মাধ্যমে ৭০:৩০ ইক্যুইটি অনুপাতে ৪.২১ কোটি টাকা প্রকল্প ঋণ মঞ্জুর করা হয়।
- গ্রাহক ঋণের কিস্তি নিয়মিত পরিশোধে ব্যর্থ হলে ঋণ হিসাবটি বিরূপ শ্রেণিকৃত হয়। বিরূপ শ্রেণিকৃত ঋণ হিসাবটি সোনালী ব্যাংক পরিচালনা পর্ষদের ৭৮৩ তম সভায় পুনঃতফশিল করা হয় যা প্রধান কার্যালয়ের স্মারক নং প্রকাঃ/শিঋবি-১/রূপসী/৩২৪৮ তারিখঃ ২২-১২-২০০২ খ্রিঃ এর মাধ্যমে জানানো হয়। উক্ত পুনঃতফসিল সুবিধায় গ্রাহকের আরোপিত ও অনারোপিত সুদের ২,৬১,৭৮,১৭৫ টাকা মওকুফ সুবিধা দেয়া হয়।
- সুদ মওকুফোত্তর মূলধন ৪,০৫,১৩,৫১২ টাকা এবং অন্যান্য খরচ ৩৭,৩৩৮ টাকা সহ সর্বমোট ৪,০৫,৫০,৮৫০ টাকার বিদ্যমান মেয়াদ ১৯-১১-২০০৭ খ্রিঃ তারিখ থেকে ৯ বছর বৃদ্ধিপূর্বক ১৯-১১-২০১৬ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত উন্নীত করে প্রচলিত সুদ হারে ডিসেম্বর/২০০৩ মাস থেকে ত্রৈমাসিক ১৪.৮৮ লক্ষ টাকার কিস্তি পরিশোধের জন্য বলা হয়।
- সুদ মওকুফোত্তর আদায়যোগ্য সুদ ৩,৮৮,৯০,৭২২ টাকা সুদবিহীন ব্লকড হিসাবে স্থানান্তর করে ১৯-১১-২০১৬ খ্রিঃ তারিখ মেয়াদে আদায়যোগ্য করা হয়।
- ৩০-৬-২০০২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত চলতি মূলধন (হাইপো) হিসাবের সীমাতিরিক্ত বকেয়া ১২,০৭,০০০ টাকা এবং ব্লক হিসাবের বকেয়া ৪৮,৯৬,০০০ টাকাসহ মোট ৬১,০৩,০০০ টাকা সুদবিহীন ব্লকড হিসাবে স্থানান্তর করে ১৯-১১-২০১৬ খ্রিঃ মেয়াদে ত্রৈমাসিক ১.১৭ লক্ষ টাকা কিস্তিতে ডিসেম্বর/২০০৩ মাস থেকে আদায়যোগ্য করে পুনঃতফসিল করা হয়। এক্ষেত্রে সিসি (হাইপো) ঋণ হিসাবটিতে বিদ্যমান সীমাতিরিক্ত বকেয়া ১২.০৭ লক্ষ টাকা সমন্বয় ছাড়া ঋণ হিসাবটি নবায়নের মাধ্যমে ব্যাংকিং নীতিকে উপেক্ষা করা হয়েছে।
- কিন্তু গ্রাহক বর্ণিত পুনঃতফসিলের শর্ত মোতাবেক ডাউন পেমেন্ট ও কিস্তি পরিশোধ করেনি। উক্ত প্রকল্প ঋণের বর্তমান মোট বকেয়া ৫.৭৩ কোটি টাকা।
- ১৯৯৩ সনে প্রকল্প স্থাপনের পর ১৯৯৫ সনেই গ্রাহক কর্তৃক Back to Back এলসির মাধ্যমে আমদানি-রপ্তানি ব্যবসা করে আসছিল। কিন্তু Back to Back এলসির দায় পরিশোধ না করে শাখাকে ফোর্সড লোন সৃষ্টিতে বাধ্য করে। ফোর্সড লোন খাতে ৩০-০৯-৯৯ খ্রিঃ তারিখে বকেয়া ২৩৬.৫৭ লক্ষ টাকা ২৩-১১-৯৯ খ্রিঃ তারিখে ব্লকড হিসাবে স্থানান্তরের মাধ্যমে পুনঃতফশিল করা হয়। কিন্তু পুনঃতফসিলের শর্ত মোতাবেক ঋণ আদায় হয়নি।
- পরবর্তীতে ১৩-০৯-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে গ্রাহকের নামে সৃষ্ট ৬৪৫১.৫৯ লক্ষ টাকার ফোর্সড লোন, ২১৯.০২ লক্ষ টাকার পিসি ঋণসহ মোট ৬৬৭০.৬১ লক্ষ টাকা ৮ বছর মেয়াদে পুনঃতফসিল করা হয়। উল্লেখ্য ১৯৯৯-২০০০ হতে ২০০৮ সনে পুনঃতফসিল পূর্ব পর্যন্ত গ্রাহকের রপ্তানি সংশ্লিষ্ট কোন নথিপত্র শাখায় পাওয়া যায়নি। তবে ২০০৯ সনে ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় কর্তৃক জনাব মোঃ নুরুজ্জামান, এক্সিকিউটিভ অফিসার এর বিরুদ্ধে গঠিত অভিযোগনামা হতে পরিলক্ষিত হয় যে, গ্রাহকের নামে ০৯-০৭-২০০৩ খ্রিঃ হতে ১৩-০৩-২০০৮ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে অনুমোদিত ৩.০০ কোটি টাকার Back to Back এলসি লিমিট অতিক্রম, কোন অনুমোদিত লিমিট না থাকার পরও কন্ট্রাক্ট এর বিপরীতে Back to Back এলসি খোলা এবং জালিয়াতির মাধ্যমে গ্রাহকের নামে ৮৫ টি Back to Back এলসি খোলার মাধ্যমে ৩৪২৭.২৬ লক্ষ টাকার ফোর্সড লোন সৃষ্টি করা হয়। উক্ত Back to Back এলসির মাধ্যমে আমদানিকৃত পণ্যের মাধ্যমে আদৌ কোন রপ্তানি কার্যক্রম সম্পাদন হয়েছিল কিনা কিংবা গ্রাহকের নামে সৃষ্ট ৬৪৫১.৫৯ লক্ষ টাকার মধ্যে ৩৪২৭.২৬ লক্ষ টাকা বাদে অবশিষ্ট ৩০২৪.৩৩ লক্ষ টাকা কিভাবে গ্রাহকের নামে ফোর্সড লোন সৃষ্টি হল-এ সংক্রান্ত কোন তথ্য নথিতে পাওয়া যায়নি।
- ১৯-০২-২০০৯ খ্রিঃ তারিখে গ্রাহকের নামে ইতোপূর্বে অনুমোদিত Back to Back এলসি লিমিট ৩.০০ কোটি টাকা হতে ১৫.০০ কোটি টাকায় এবং ২৭-০১-২০১০ খ্রিঃ তারিখে উক্ত লিমিট ১৫.০০ কোটি টাকা হতে ২০.০০ কোটি টাকায় বর্ধিত করা হয়। কিন্তু কী কারণে উক্ত লিমিট বর্ধিত করা হল এই সংক্রান্ত কোন ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি।
- ২৮-০২-২০১১ খ্রিঃ তারিখে ফোর্সড লোন খাতের ৭৯১৩.৪৯ লক্ষ টাকা পুনরায় পুনঃতফসিল করা হয়। ২০১২ সনে গ্রাহকের নামে পুনরায় ১০.৭৮ কোটি টাকা ফোর্সড লোন সৃষ্টি হয়। উক্ত ফোর্সড লোন সংশ্লিষ্ট Back to Back

এলসির মাধ্যমে আমদানিকৃত পণ্যের মাধ্যমে রপ্তানি কার্যক্রম সম্পাদন তথা রপ্তানি মূল্য প্রত্যাবাসিত হওয়ার পরও আলোচ্য Back to Back এলসিসমুহের দায় সমন্বয় করা হয়নি। ৩১-১২-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ফোর্সড লোন খাতে ১০.৯২ কোটি টাকা এবং ফোর্সড লোন ব্লকড খাতে ৮৫.৭৩ কোটি টাকা বকেয়া রয়েছে।

- ২৭-১১-২০১১ খ্রিঃ তারিখে এলসি নং-০৩৩৯১১০১০০৮১ এর বিপরীতে ৫৮,২০,০০০ টাকা ঋণ মঞ্জুর করা হয়। উহার মেয়াদ ছিল ২৫-০৫-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত। কিন্তু উহা আদায় হয়নি।
- পিএডি দায় বাবদ ১৮-০৩-২০১২ খ্রিঃ ও ০৪-০৪-২০১২ খ্রিঃ তারিখে সৃষ্ট ৩.৬১ কোটি টাকা বকেয়া রয়েছে।
- ফলে বার বার পুনঃতফসিল, নবায়ন, সুদ বিহীন ব্লক হিসাব, সুদ মওকুফ সুবিধা প্রদান এবং রপ্তানি ব্যর্থতায় ফোর্সড লোনের দায়সহ প্রকল্প ঋণের দায় পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ার পরও খেলাপী ঋণ আদায়ে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় ব্যাংক (৫.৭৩+০.১১+০.২৮+১.২১+০.৬৭+৩.৬১+১০.৯২+৮৫.৭৩) = ১০৮.২৬ কোটি টাকা ক্ষতির সম্মুখীন **(বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট "১৮" তে দেয়া হলো)**।

অনিয়মের কারণ :

- বার বার পুন:তফসিল করা ও সুদ মওকুফ সুবিধা প্রদান।
- ঋণ আদায়ে ব্যর্থতা।
- আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ না করা।

ফলাফল :

- বার বার পুনঃতফসিল, নবায়ন, সুদ বিহীন ব্লক হিসাব, সুদ মওকুফ সুবিধা প্রদান এবং রপ্তানি ব্যর্থতায় ফোর্সড লোনের দায়সহ প্রকল্প ঋণের দায় পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ার পরও খেলাপী ঋণ আদায়ের জন্য গ্রাহকের বিরুদ্ধে কোন আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় ব্যাংকের অদ্যাবধি অনাদায়ী ১০৮.২৬ কোটি টাকা; যা ব্যাংকের ক্ষতি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- মেসার্স রূপসী ফেব্রিক্স কমপ্লেক্স (প্রাঃ) লিঃ শাখার বৃহৎ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান। তাদের প্রতিষ্ঠান চালু রেখে ব্যাংকের বিরাট পরিমাণ শ্রেণিকৃত দায় সমন্বয়ের লক্ষ্যে তাদের আবেদনের প্রেক্ষিতে প্রধান কার্যালয়ের ০৪-০৯-২০১৩খ্রিঃ তারিখের ৪৪৪৭ সংখ্যক পত্রের মাধ্যমে অগ্রিম টিটির টাকা সাস্পেন্সে রেখে ব্যবসা পরিচালনা করছে। উক্ত প্রতিষ্ঠান অগ্রিম টিটির টাকা সাস্পেন্সে রেখে ব্যবসা পরিচালনা করে ইতিমধ্যে অনেক টাকার দায় পরিশোধ করেছে। এ ছাড়াও গ্রাহকের আবেদনের প্রেক্ষিতে তাদের শ্রেণিকৃত ঋণ পুনঃতফসিলীকরণের লক্ষ্যে প্রধান কার্যালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। উক্ত প্রস্তাব সম্পর্কে প্রধান কার্যালয়ের সিদ্ধান্ত পাওয়া পূর্বক প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- উল্লিখিত ক্ষতির বিষয় উল্লেখপূর্বক ২২-০৪-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়েছে। পরবর্তীতে ২৪-০৯-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। সন্তোষজনক জবাব না পাওয়ায় ০৪-১২-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র দেয়া হয়। ২১-০১-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত জবাবে জানানো হয় যে, ঋণ গ্রহীতা কর্তৃক বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্কুলার নং-১০ তারিখঃ ২৯-১২-২০১৩ খ্রিঃ এর আওতায় ঋণসমূহ পুনঃতফসিলের জন্য আবেদন করে। তার প্রেক্ষিতে ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ ৩৭২ তম সভায় ঋণ হিসাবসমূহ পুনঃতফসিল করা হয়। ঋণ গ্রহীতার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের এবং মামলা নিষ্পত্তির দীর্ঘসূত্রিতা বিবেচনা করে প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন ও রপ্তানি কার্যক্রম চালু রেখে তাদের রপ্তানি আয় হতে ক্রমান্বয়ে ব্যাংকের পাওনা আদায়ের লক্ষ্যে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। সমুদয় অনাদায়ী অর্থ সত্বর আদায় করে নিরীক্ষাকে জানানোর অনুরোধ জানিয়ে ২১-০৪-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে প্রতিউত্তর দেয়া হয়। অদ্যাবধি আর কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে সমুদয় অনাদায়ী অর্থ সত্বর আদায় অন্যথায় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

স্বাক্ষরিত

(মোঃ জহুরুল ইসলাম)
মহাপরিচালক
বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা।

বাঃসঃমুঃ-২০১৭/১৮-৪৭৫১কম/এ—৮০০বই, ২০১৭ইং।